এন্তেখাবে হাদীস

১ম ও ২য় খন্ড

আবদুল গাফ্‌ফার হাসান নদভী

এন্তেখাবে হাদীস

[১ম ও ২য় খণ্ড]

মূল
আবদুল গাফ্ফার হাসান নদভী

অনুবাদ
গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

সম্পাদনা ও ব্যাখ্যা সংযোজন
আহমাদ শামস্
(বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা)

প্রফেসর'স প্রকাশনী
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৯১৫, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়
চরিত্রের পরিপূর্ণতা

চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য

ইসলামে চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ

বিষয় | পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়
মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য

সপ্তম অধ্যায়
পার্থিব জীবন-যাপনে করণীয়

অষ্টম অধ্যায়
আদর্শ মুসলিম পরিবার

[দ্বিতীয় খন্ড]

দলীয় এবং সামাজিক জীবনে করণীয়

সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় করণীয়

হাদীস সংকলনের ইতিহাস

হাদীস সংকলন যুগে যুগে ঃ হাদীস শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় উপস্থাপন করা অসম্ভব। এ জন্য স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। এখানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ দ্বারা অনুমান করা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের এ অমূল্য সম্পদ এ তের শত বছর যাবৎ কোন কোন পর্যায় অতিক্রম করে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। এর দ্বারা আরো জানা যায় যে, কোন্ মহান ব্যক্তিবর্গ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিদায়াতের এ পবিত্র উৎসকে ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে সংরক্ষিত আকারে পৌছে দেয়ার জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দিয়েছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে এ কাজে নিজেদের জীবনবাজি রাখতেও কুণ্ঠিত হননি।

তিনটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসসমূহ আমাদের কাছে পৌছেছে।

(১) লিপিবদ্ধ আকারে, (২) স্মৃতিতে ধরে রাখার মাধ্যমে; (৩) পঠন-পাঠনের মাধ্যমে। হাদীস সংগ্রহ, বিন্যাস ও গ্রন্থাকারে সংকলনের সময় সমষ্টিকে চার যুগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম যুগ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে ১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত ঃ এ যুগের হাদীস সংগ্রাহক, সংকলক ও হাফিযগণের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল ঃ

হাদীসের প্রসিদ্ধ হাফিযগণ

(১) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) (আবদুর রহমান) ঃ তিনি ৭৮ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রায় আটশত।

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ঃ তিনি ৭১ বছর বয়সে ৬৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৬৬০।

(৩) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ঃ তিনি ৬৭ বছর বয়সে ৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০।

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ঃ তিনি ৮৪ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০।

(৫) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) ঃ তিনি ৯৪ বছর বয়সে ৭৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৬০।

(৬) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) ঃ তিনি ১০৩ বছর বয়সে ৯৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২৮৬।

(৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ঃ ৮৪ বছর বয়সে ৭৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০।

এ ক'জন মহান সাহাবীর প্রত্যেকেরই এক হাজারের অধিক হাদীস মুখস্থ ছিল। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (মৃত্যু ৬৩ হিজরী), হযরত আলী (রা.) (মৃত্যু ৪০ হিজরী) এবং উমর ফারুক (রা.) (মৃত্যু ২৩ হিজরী)। সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০০ থেকে এক হাজারের মধ্যে। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.) (মৃত্যু ১৩ হিজরী), হযরত উসমান (রা.) (মৃত্যু ৩৬ হিজরী), হযরত উম্মে সালমা (মৃত্যু ৫৯ হিজরী) হযরত আবু মুসা আশআরী (মৃত্যু ৫২ হিজরী), হযরত আবুযর গিফারী (মৃত্যু ৩২ হিজরী) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) (মৃত্যু ৫১ হিজরী) প্রত্যেকের থেকে এক শতের অধিক এবং পাঁচ শতের কম হাদীস বর্ণিত আছে। সাহাবীদের ছাড়া এ যুগের একদল মহান তাবিঈর কথাও স্মরণ করার যোগ্য যাঁদের নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় হাদীস-ভাণ্ডার থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়া কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল।

(১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) ঃ উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত উসমান (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবীর কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন।

(২) উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রহ.) ঃ তিনি মদীনার বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর বোনপুত্র। তিনি তাঁর কাছ থেকেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর কাছেও হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। সালেহ ইবনে কাইসান ও ইমাম যুহরীর মত আলেমগণ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ৯৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

(৩) সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)ঃ তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফিকহবিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহসহ অন্যান্য সাহাবীর কাছে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। নাফে', ইমাম যুহরী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ তাবিঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

(৪) নাফে' (রহ.) ঃ তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর মুক্তদাস। তিনি তাঁর মনিবের বিশিষ্ট ছাত্র এবং ইমাম মালেক (র.)-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রেই বেশির ভাগ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

বর্তমান যুগের সংকলনসমূহ

(এক) 'সহীফায়ে সাদেকাহ' ঃ এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ইবনুল আস কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থ। হাদীসের গ্রন্থ রচনার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যা শুনতেন তা লিখে রাখতেন। এজন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)ও তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তিনি ৭৭ বছর বয়সে ৬৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

এ গ্রন্থে প্রায় এক হাজার হাদীস সংকলিত হয়েছিল। এ গ্রন্থখানা কয়েক যুগ ধরে তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে তা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর সংকলিত মুসনাদে আহমদ নামক গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

(দুই) 'সহীফায়ে সহীহা' ঃ হাম্মাম ইবেন মনাব্বেহ (মৃত্যু ১০১ হিজরী) এ গ্রন্থখানা সংকলন করেন। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ মুহতারামের বর্ণিত হাদীসগুলো এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। গ্রন্থটির হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামিশকের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত আছে। ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস সমূহ শিরোনামে পূর্ণ গ্রন্থটি সন্নিবেশ করেছেন। এ সংকলনটি কিছুকাল পূর্বে ডঃ হামীদুল্লাহ সাহেবের প্রচেষ্টায় হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৩৮টি হাদীস সংরক্ষিত আছে।

এ সংকলনটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহের একটি অংশ মাত্র। এর অধিকাংশ হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও পাওয়া যায়। মূল পাঠ প্রায় একই, বিশেষ কোন তারতম্য নেই।

(তিন) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর অপর ছাত্র বশীর ইবনে নাহীকও একটি সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁকে এ সংকলন পড়ে শুনান এবং তিনি তা সত্যায়িত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত অবগতির জন্য ডঃ হামীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত সহীফায়ে ইরনে হাম্মাম-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(চার) মুসনাদে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু ঃ সাহাবীদের যুগেই এই সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছিল। এর একটি হস্তলিখিত কপি উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর পিতা এবং মিসরের গভর্ণর আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান (মৃত্যু ৮৬ হিজরী)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি কাসীর ইবনে মুররাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে সাহাবায়ে কিরামের যেসব হাদীস বর্তমান আছে তা লিপিবদ্ধ করা আমার কাছে পাঠাও। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস লিখে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কেননা, তা আমার কাছে লিপিবদ্ধ আকারে বর্তমান আছে। আল্লামা ইমাম ইবনে

তাইমিয়া (র.) এর স্বহস্তে লিখিত মুসনাদে আবি হুরায়রা (রাঃ) এর একটি কপি জার্মানির গ্রন্থাগারে বর্তমান আছে। (তিরমিযীর শরাহ্ তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১৬৫)

(পাঁচ) সহীফায়ে হযরত আলী (রা.) ঃ ইমাম বুখারী (র) এর ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, এ সংকলনটি বেশ বড় ছিল। এর মধ্যে যাকাত, মদীনার হেরেম, বিদায় হজ্জের ভাষণ ও ইসলামী সংবিধানের ধারাসমূহ বিস্তারিত বর্ণিত ছিল। (সহীহ বুখারী কিতাবুল ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড পৃ. ৪৫১)

(ছয়) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর লিখিত ভাষণ ঃ মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু শাহ ইয়ামানী (রা)-র আবেদনক্রমে তাঁর দীর্ঘ ভাষণ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ ভাষণ মানবাধিকারের দিক নির্দেশনা সম্বলিত। (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ২০)

(সাত) সহীফায়ে হযরত জাবির (রা) ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ তাঁর ছাত্র ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ (মৃত্যু ১১০ হিজরী) ও সুলইমান ইবনে কায়েস লশকোরী লিপিবদ্ধ আকারে সংকলন করেছিলেন। এ সংকলনে হজ্জের নিয়মাবলী ও বিদায় হজ্জের ভাষণ লিপিবদ্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।

(আট) রেওয়ায়েতে আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ঃ হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ তাঁর ছাত্র ও বোনপুত্র উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (তাহযীবুত তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩)

(নয়) আহাদীসে ইবনে আব্বাস (রা) ঃ এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহের সংকলন। তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবন জুবায়ের তাঁর হাদীসসমূহ লিখিত আকারে সংকলন করতেন।

(দশ) সহীফা আনাস ইবন মালেক (রা) ঃ সাঈদ ইবনে হেলাল বলেন, আনাস (রা) তাঁর স্বহস্তে লিখিত একখানা সংকলন বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন এ হাদীসগুলো আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে শুনেছি এবং লিপিবদ্ধ করার পর তা পাঠ করে তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি। (সহীফায়ে হাম্মামের ভূমিকা পৃ. ৩৪)

(এগার) আমর ইবনে হাযম (রাঃ) ঃ যাঁকে ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় নবী করীম (সা.) একটি লিখিত নির্দেশনামা দিয়েছিলেন। তিনি শুধু এ নির্দেশনামাই সংরক্ষণ করেননি, বরং এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আরও ফরমানযুক্ত করে একটি সুন্দর সংকলন তৈরি করেন। (ডঃ হামীদুল্লাহ, আল ওয়াসায়িকুস সিয়াসিয়া, পৃ. ১০৫)

(বার) রিসালা সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) ঃ তাঁর ছেলে এটা তাঁর কাছে থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। এটা হাদীসের একটা উল্লেখযোগ্য সংকলন। এতে অনেকগুলো হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছিল। (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৬)

(তের) সহীফায়ে সা'দ ইবনে উবাদা (রা) ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী। তিনি জাহিলী যুগ থেকেই লেখাপড়া জানতেন। তিনি যে সকল হাদীস বর্ণনা করতেন তা এ সংকলনে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

(চৌদ্দ) মাআন থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে একটি কিতাব এনে শপথ করে বললেন, এটা আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) স্বহস্তে লিখিত কিতাব। (জামিউল ইলম, পৃ. ৩৭)

(পনর) মাকতুবাতে নাফে' (র) ঃ সুলাইমান ইবনে মূসা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন আর তাঁর আযাদকৃত গোলাম ও ছাত্র নাফে' তা লিপিবদ্ধ করতেন। (দারিমী, পৃঃ ৬৯, সহীফা ইবনে হাম্মামের ভূমিকা, পৃঃ ৪৫)

যদি গবেষণা ও অনুসন্ধানের ধারা অব্যাহত রাখা হয় তবে উল্লিখিত সংকলনগুলো ব্যতীত আরো অনেক সংকলনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এ যুগে সাহাবায়ে কিরাম ও প্রবীণ তাবিঈগণ বেশিরভাগ নিজেদের ব্যক্তিগত স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ আরো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ যুগের হাদীস সংকলকগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ভাণ্ডারের সাথে নিজ নিজ শহর ও অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের সংগৃহীত হাদীস সমূহও সংযোজন করেন।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগটি প্রায় দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমার্ধে গিয়ে শেষ হয়। এ যুগে তাবিঈদের একটি বিরাট দল স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা প্রথম যুগের লিখিত ভাণ্ডারকে ব্যাপক আকারে সংকলনসমূহে একত্র করেন।

এ যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস সংগ্রহকারীগণ

(ক) মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী ইনি ইমাম যুহরী নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ (মৃত্যু ১২৪ হিজরী)। তিনি নিজ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা), আনাস ইবনে মালেক (রা), সাহল্ ইবনে সা'দ (রা) এবং তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) ও মাহমুদ ইবন রাবী (র) প্রমুখের কাছে থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আওযায়ী (র) ও ইমাম মালেক (র) এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র)-এর মত প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমামগণ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত। ১০১ হিজরীতে উমার ইবনে আব্দুল আযীয (র) তাঁকে হাদীস সংগ্রহ করে তা একত্র করার নির্দেশ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মদীনার গভর্নর আবু বাকর মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে

হাযম্‌কে নির্দেশ দেন যেন তিনি আবদুর রহমান কন্যা আমরাহ ও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের কাছে হাদীসের যে ভান্ডার সংগৃহীত রয়েছে তা লিখে নেন। এই আমরাহ (র) ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) বিশিষ্ট ছাত্রী এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ হলেন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত আয়েশা (রা) নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। (তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৭ পৃ. ১৭২)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) ইসলামী রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে হাদীসের এ বিরাট ভান্ডার সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে হাদীসের এক বিরাট ভান্ডার রাজধানীতে পৌঁছে গেল। খলীফা সংগৃহিত হাদীসসমূহের সংকলন প্রস্তুত করিয়ে দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিলেন। (তাযাকিরাতুল হুফ্‌ফাজ, খ, ১ পৃ. ১০৬; জামিউল ইল্‌ম, পৃ. ৩৮)

ইমাম যুহরীর সংগৃহীত হাদীস সংকলন করার পর এ যুগের অন্যান্য আলেমগণও হাদীসের গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। আবদুল মালেক ইবনে জুরাইজ (মৃত্যু ১৫০ হিজরী) মক্কায়, ইমাম আওযায়ী (মৃত্যু ১৫৭ হিজরী) সিরিয়ায়, মা'মার ইবনে রাশেদ (মৃত্যু ১৫৩ হিজরী) ইয়ামানে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু ১৬১ হিজরী) কুফায়, ইমাম হাম্মাদ ইবনে সালামা (মৃত্যু ১৬৭ হিজরী) বসরায় এবং ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃত্যু ১৮১ হিজরী) খোরাসানে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন।

(দুই) ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ) ঃ (জন্ম ৯৩ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী) ইমাম যুহরীর পরে মদীনায় হাদীস সংকলন ও শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি নাফে', ইমাম যুহরী ও অপরাপর আলেমের ইলম দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। তাঁর শিক্ষকদের সংখ্যা নয় শত পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তাঁর জ্ঞানের প্রস্রবণ থেকে সরাসরি হিজায, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন, মিসর, আফ্রিকা ও আন্দালুসিয়ার (স্পেন) হাজারো হাদীসের শিক্ষা কেন্দ্র তৃপ্ত হয়েছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে লাইস ইবনে সা'দ (মৃত্যু ১৭৫ হিজরী), ইবনুল মুবারক (মৃত্যু ১৮১ হিজরী), ইমাম শাফিঈ (মৃত্যু ২০৪ হিজরী) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (মৃত্যু ১৮৯ হিজরী)-এর মত মহান ইমামগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এ যুগে হাদীসের অনেকগুলো সংকলন রচিত হয়, যার মধ্যে ইমাম মালেক (র) রচিত মুওয়াত্তা মুসলিম বিশ্বে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ গ্রন্থ ১৩০ হিজরী থেকে ১৪১ হিজরীর মধ্যে বার বছরে সংকলিত হয়। এতে মোট ১৭০০ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে ৬০০টি মারফূ হাদীস, ২২৮টি মুরসাল হাদীস, ৬১৩টি মাওকুফ হাদীস এবং তাবিঈদের থেকে বর্ণিত ২৮৫টি মাক্‌তূ হাদীস। এ যুগের আরও কয়েকটি সংকলনের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

১। জামে' সুফিয়ান সাওরী (মৃত্যু ১৬১ হিজরী) ২। জামে' ইবনুল মুবারাক, ৩। জামে' ইবনে আওযায়ী (মৃত্যু ১৫৭ হিজরী), ৪। জামে' ইবনে জুরাইজ (মৃত্যু ১৫০ হিজরী), ৫। ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮৩ হিজরী) রচিত কিতাবুল খিরাজ, ৬। ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসার। এ যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস, সাহাবীদের আসার (বাণী) এবং তাবিঈদের ফতোয়াসমূহ একই সংকলনে সন্নিবিষ্ট করা হত। কিন্তু সাথে একথাও বলে দেয়া হত যে, কোনটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস এবং কোনটি সাহাবী অথবা তাবিঈদের বাণী।

তৃতীয় যুগ

এযুগ দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রায় শেষার্ধ থেকে শুরু হয়ে চতুর্থ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) এ যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসসমূহকে সাহাবীগণের আসার ও তাবিঈদের বাণী থেকে পৃথক করে সংকলন করা হয়।

(২) নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের পৃথক সংকলন প্রস্তুত করা হয়। এভাবে যাচাই-বাছাই এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর দ্বিতীয় যুগের সংকলনসমূহ তৃতীয় যুগের বিরাট বিরাট গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(৩) এ যুগে হাদীসসমূহ শুধু সন্নিবেশ করাই হয়নি, বরং ইলমে হাদীসের হিফাযতের মহান মুহাদ্দিসগণ এ ইলমের এক শতাধিক শাখার ভিত্তি স্থাপন করলেন, যার উপর ভিত্তি করে বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন।

সংক্ষিপ্তভাবে এখানে হাদীসের জ্ঞানের কয়েকটি শাখার পরিচয় দেয়া হল

(১) ইল্‌ম আসমাউর রিজাল (রিজাল শাস্ত্র) ঃ এ শাস্ত্রে হাদীস বর্ণনাকারীদের পরিচয়, জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিবরণ, তাদের জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যাপক ভ্রমণ এবং নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য হওয়া সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। জ্ঞানের এ শাখা বহু ব্যাপক, উপকারী ও আকর্ষণীয়। কোন কোন গোঁড়া প্রতিচ্যবিদও স্বীকার না করে পারেননি যে, রিজাল শাস্ত্রের বদৌলতে পাঁচ লাখ বর্ণনাকারীর জীবনে ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম জাতির এ নজীর অন্য কোন জাতির মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। রিজাল শাস্ত্রের ওপর শত শত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) তাহযীবুল কামাল ঃ গ্রন্থকার ইমাম ইউসুফ আল মিযযী (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী) রিজাল শাস্ত্রের এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

(খ) তাহযীবুত তাহযীব ঃ গ্রন্থকার সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী) গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে সমাপ্ত এবং হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) থেকে প্রকাশিত।

(গ) তাযকিরাতুল হুফফাজ : গ্রন্থকার শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী) গ্রন্থটি পাঁচ খন্ডে সমাপ্ত।

(২) ইল্‌মু মুসতালাহুল হাদীস (উসূলে হাদীস) : এ শাস্ত্রের সাহায্যে হাদীসের সহীহ ও দয়ীফ যাচাইয়ের নিয়ম-কানুন জানা যায়। এ শাখার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে 'উলুমুল হাদীস'। এটা 'মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ' নামে পরিচিত। এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু উমর উসমান ইবনুস সালাহ্ (মৃত্যু ৫৭৭ হিজরী)

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উসূলুল হাদীসের উপর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (ক) তাওজীহুন নাজার, গ্রন্থকার আল্লামা তাহের ইবনে সালেহ আলজাযাইরী (মৃত্যু ১৩৩৮ হিজরী) এবং (২) কাওয়াইদুল হাদীস, গ্রন্থকার আল্লামা সায়্যিদ জামালুদ্দীন কাসিমী (মৃত্যু ১৩৩২ হিজরী)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে হাদীসের মূলনীতি (উসূল হাদীস) শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থে এ শাস্ত্রকে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

(৩) ইল্‌মু আরীবুল হাদীস : এ শাস্ত্রে হাদীসের কঠিন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ শাস্ত্রে আল্লামা যামাখশারী (মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী)-এর 'আল্-ফায়িক' এবং ইবনুল হাছীর (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী)-এর 'নিহায়া' নামীয় গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

(৪) ইল্‌মু তাখরীজিল আহাদীস : প্রসিদ্ধ তাফসীর, ফিক্‌হ, তাসাওউফ ও আকাইদ-এর গ্রন্থসমূহে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে– ইল্‌মের এ শাখার মাধ্যমে তার উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। যেমন– বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবি বাক্‌র আল মারগীনানী (মৃত্যু ৫৯২ হিজরী)-এর 'আল হিদায়া' নামক ফিক্‌হ্ গ্রন্থে এবং ইমাম গাযালী (মৃত্যু ৫০৫ হিজরী)-এর ইহ্‌য়াউ উলুমুদ্দীন নামক গ্রন্থে অনেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তাদের সনদ ও গ্রন্থ বরাত উল্লেখ করা হয়নি। এখন কোন পাঠক যদি জানতে চায় এ হাদীসগুলো কোন্ পর্যায়ের এবং হাদীসের কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে তা উল্লেখ আছে, তবে প্রথমোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেয যাইলাঈ (মৃত্যু ৭৯২ হিজরী)-এর 'নাসাবুর রাইয়াহ' ও হাফেয ইবনে হাজার আল আসকালানীর 'আদ-দিরাইয়াহ' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নিতে হবে। আর শেষোক্ত গ্রন্থের জন্য হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হিজরী)-এর 'আল-মুগনী আন হামলিল আসফার' গ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

(৫) ইলমুল আহাদিসি মাওদুআহ

এ বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ আলেমগণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং মাওদু' (মনগড়া) বর্ণনাগুলো হাদীস শাস্ত্র থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। এ বিষয়ের উপর কাযী

শাওকানী (মৃত্যু ২৫৫ হিজরী)-এর ফাওয়াইদুল মাজমূআহ' এবং হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরী)-এর 'আল-লায়ীল মাসনুআহ' নামীয় গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৬) **'ইলমুন নাসিখ ওয়াল মানসূখ'** ঃ এ শাস্ত্রের উপর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুসা হাযিমী (মৃত্যু ৭৮৪ হিজরী)-এর রচিত কিতাবুল ইতিবার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের গ্রন্থকার মাত্র ৩৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

(৭) **ইলমুত তাওফীক বাইনাল আহাদীস** ঃ যেসব হাদীসের বক্তব্যের মধ্যে বাহ্যত পারস্পরিক বৈপরিত্য দৃষ্টিগোচর হয়, জ্ঞানের এ শাখায় তার সঠিক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ (মৃত্যু ২০৪ হিজরী) এ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। তাঁর রচিত 'মুখতালিফুল হাদীস' নামক প্রবন্ধটি খুবই প্রসিদ্ধ। ইমাম তাহাবী (মৃত্যু ৩২১ হিজরী)-এর 'মুশকিলুল আছার'ও এ বিষয়ের ওপর একখানি সহায়ক গ্রন্থ।

(৮) **ইলমুল মুখতালিফ ওয়াল মুতালিফ** ঃ হাদীস শাস্ত্রের এ শাখায় হাদীসের যেসব বর্ণনাকারীর নাম, ডাকনাম, উপাধি, পিতা ও দাদার অথবা শিক্ষকদের নাম পরম্পরা সংমিশ্রিত হয়ে গেছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর ইবনে হাজার আল আসকালানী (র)-এর 'তাবীরুল মুশ্তাবিহ' নামক গ্রন্থখানি অধিক পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য।

(৯) **ইল্মু আতরাফিল হাদীস** ঃ হাদীস শাস্ত্রের এ শাখার সাহায্যে কোন হাদীস কোন গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং কে কে তার বর্ণনাকারী জানা যায়। যেমন ঃ কোন ব্যক্তির 'ইন্নামাল আমালু বিন-নিয়াত' হাদীসের একটি বাক্য মনে আছে। সে পূর্ণ হাদীসটি এবং সকল বর্ণনাকারী ও হাদীসের কোন্ গ্রন্থে তা সন্নিবেশিত হয়েছে তা জানতে চায়। তখন তাকে এ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে। এ বিষয়ে হাফেজ মিযযী (মৃত্যু ৭৪২ হিজরী) রচিত 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থখানি অধিক প্রসিদ্ধ ও বিস্তৃত। এ গ্রন্থে সিহাহ্ সিত্তার সব হাদীসের সূচি এসে গেছে। এ গ্রন্থের বিন্যাসে তাঁর ২৬ বছর সময় ব্যয় হয়েছে। কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থখানি পূর্ণত্ব লাভ করে।

বর্তমান কালে আধুনিক প্রতীচ্যবিদগণ এসব গ্রন্থের সাহায্যে কিছুটা নতুন ঢং-এ হাদীসের সূচি প্রস্তুত করেছেন। যেমন ঃ 'মিফতাহু কুনুযিস্ সুন্নাহ' গ্রন্থখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯৩৪ খৃ. মিসর থেকে এর আরবি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'আল মু'জামুল মাফাহরাস লি-আলফাজিল হাদীসিন্ নাবাবী' নামে একটি সূচি এ. জে. ব্রিল কর্তৃক লাইডেন (নেদারল্যান্ড) থেকে আরবিতে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থখানা বৃহৎ সাত খণ্ডে সমাপ্ত এবং এতে সিহাহ সিত্তা ছাড়াও মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমদ ও দারিমীর হাদীস সমূহের সূচিও যোগ করা হয়েছে।

(১) **ফিকহুল হাদীস ঃ** এ শাখায় হুকুম-আহকাম সম্বলিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর হাফিজ ইবনুল কাইয়্যেম (মৃত্যু ৭৫১ হিজরী)-এর 'ই'লামুল মুকিঈন' এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (মৃত্যু ১১৭৬ হিজরী) রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞ আলেমগণ জীবন ও কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন– অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আবু উবায়েদ আসিম ইবনে সাল্লাম (মৃত্যু ২২৪ হিজরী)-এর 'কিতাবুল আমওয়াল' গ্রন্থ খানা সুপ্রসিদ্ধ এবং যমীন, উপশর, খাজনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু ১৮২ হিজরী) রচিত 'কিতাবুল খারাজ' নামক গ্রন্থখানি একটি সর্বোত্তম সংকলন। অনন্তর হাদীস শরীআ আইনের অন্যতম দ্বিতীয় উৎস হওয়া সম্পর্কে এবং হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীদের (মুনকিরীনে হাদীস) ছড়ানো ভ্রান্ত মতবাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অত্যন্ত উপকারী।

(১) কিতাবুল উম্ম ৭ খণ্ড (২) আর-রিসালা ইমাম শাফিঈ, (৩) আল মুওয়াফিকাত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থখানার রচয়িতা হচ্ছেন আবু ইসহাক শাতিবী; (মৃত্যু ৭৯০ হিজরী), (৪) সাওয়াইক মুরসিলা ২ খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থখানার রচয়িতা ইবনুল কাইয়্যেম, (৫) ইবনে হাযম আন্দালুসী (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরী) রচিত 'আল-আহকাম', (৬) মাওলানা বদরে আলম মীরাঠি রচিত মুকাদ্দামা তারজুমানুস সুন্নাহ (উর্দু), (৭) অত্র গ্রন্থের সংকলকের পিতা মাওলানা হাফিজ আবদুস সাত্তার হাসান উমরপুরী রচিত ইসবাতুল খাবার' (৮) মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী রচিত 'হাদীস আওর কুরআন'। অনন্তর (৯) ইনকারে হাদীস কা মানজার আওর পাস-মানজার' নামে জনাব ইফতেখার আহমদ বালখীর রচিত গ্রন্থখানিও সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এযাবৎ গ্রন্থটির দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ইলমে হাদীসের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার আল-আককালানী (র) রচিত 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থের ভূমিকা, হাফেজ ইবনে আবদিল বার আল আন্দালুসী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী) রচিত 'মারিফাতুল উলুমিল হাদীস, মাওলানা আবদুর রহমান (মুহাদ্দিস) মুবারকপুরী (মৃত্যু ১৩৫৩ হিজরী)-রচিত 'তুহফাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থের ভূমিকা। কাছে অতীতে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এ শেষোক্ত গ্রন্থটি আলোচনার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। অনুরূপভাবে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রচিত 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থের ভূমিকা এবং মাওলানা মানাজির আহসান গীলানীর 'তাদবীনে হাদীস' (উর্দু)

গ্রন্থদ্বয়েও ইল্‌মে হাদীসের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (বাংলা ভাষায় মাওলানা আবদুর রহীম রচিত হাদীসের হাদীস সংকলনের ইতিহাস মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রহঃ) রচিত হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস নামক গ্রন্থ দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় যুগের হাদীস সংকলনকারীগণ

এ যুগের প্রসিদ্ধ কয়েক জন সংকলনকারী ও নির্ভরযোগ্য কয়েক খানা সংকলনের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হল।

(এক) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ঃ (জন্ম ১৬৪ হিজরী; মৃত্যু ২৪১ হিজরী) রচিত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন 'মুসনাদে আহমদ' নামে পরিচিত। এতে তিরিশ হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তিসহ) বর্তমান রয়েছে। গ্রন্থটি চব্বিশ খণ্ডে সমাপ্ত। উল্লেখযোগ্য সব হাদীস এতে সংগৃহীত হয়েছে। এতে বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাসের পরিবর্তে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথক সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের হাদীসগুলোর বিষয়সূচি অনুযায়ী বিন্যাস করার কাজ শায়খ হাসানুল বান্না শহীদের পিতা আহমাদ আবদুর রহমান সাআতী করেছেন। তাঁর এ গ্রন্থটি ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

(দুই) ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ঃ (জন্ম ১৯৪ হিজরী, মৃ. ২৫৬ হিজরী) তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সহীহ বুখারী। এর পূর্ণ নাম "আল-জামিউস সহীহুল মুসনাদুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাসল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।"

ইমাম বুখারী সুদীর্ঘ ষোল বছর যাবৎ অবিরাম কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এ গ্রন্থখানার সংকলন সমাপ্ত করেন। তাঁর কাছে সরাসরি বুখারী শরীফ অধ্যয়নকারী ছাত্রের সংখ্যা হবে প্রায় ৯০ হাজার। কখনও কখনও একই মসলিসে উপস্থিতদের সংখ্যা ২ হাজারে পৌঁছে যেত। এ ধরনের মজলিসে পরস্পরা পৌঁছে দেয়া লোকদের সংখ্যা তিন শতের অধিক হত (কারণ তখন মাইক বা লাউড স্পীকারের সুবিধা ছিল না)। এ গ্রন্থে মোট ৯,৬৮৪টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। পুনরুক্তি ও তা'লীকাত (সনদবিহীন রিওয়ায়াত), শাওয়াহিদ (সাহাবীদের বাণী) ও মুরসাল হাদীস বাদ দিলে শুধু মারফূ' হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৩০ এ। ইমাম বুখারী (র) অপরাপর মুহাদ্দিসের তুলনায় অধিক শক্ত মানদণ্ডে বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই করেছেন।

(তিন) ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশাইরী নিশাপুরী ঃ (জন্ম ২০২ হিজরী; মৃ. ২৬১ হিজরী)। ইমাম বুখারী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর উস্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী, আবু হাতিম রাযী ও আবু বকর

ইবনে খুযাইমা তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'সহীহ মুসলিম' বিন্যাসগত দিক থেকে সুপ্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে মোট ৯,১৯০টি হাদীস (পুনরুক্তিসহ) সন্নিবেশিত হয়েছে।

(চার) ইমাম আবু দাউদ আশআছ ইবনে সুলাইমান আল-সিজিস্তানী ঃ (জন্ম ২০২ হিজরী; মৃত্যু ১৭৫ হিজরী) 'সুনান আবী দাউদ' নামে প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পরিপূর্ণরূপে একত্র করা হয়েছে। ফিকহী ও আইনগত বিষয়ের জন্য এ গ্রন্থখানা একটি উত্তম উৎস। এ গ্রন্থে ৪,৮০০ হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

(পাঁচ) ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী ঃ (জন্ম ২০৯ হিজরী ; মৃত্যু ২৭৯ হিজরী)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'জামে'আত তিরমিযী' নামে পরিচিত। এতে ফিকহী মাসয়ালাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং একই বিষয়ে যে যে সাহাবীর বর্ণিত হাদীস তার নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

(ছয়) ইমাম আহমদ ইবনে শুআইব নাসাঈ ঃ (মৃত্যু ৩০৩ হিজরী)। তাঁর সংকলনের নাম 'আস-সুনানুল মুজতাবা' যা সুনানে নাসাঈ' নামে পরিচিত।

(সাত) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজা হকাযবীনী ঃ (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী)। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ 'সুনানে ইবনে মাজাহ' নামে প্রসিদ্ধ। মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থ ছাড়া উল্লিখিত ছ'টি গ্রন্থকে হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় 'সিহাহ সিত্তাহ' বলা হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থের পরিবর্তে ইমাম মালেকের 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও এ যুগে আরো অনেক প্রয়োজনীয় এবং পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া সম্ভব নয়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এ তিনটি গ্রন্থকে একত্রে 'জামি' বলা হয়। অর্থাৎ আকীদা, বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা পারস্পরিক লেনদেন ও আচার আচরণ ইত্যাদি শিরোনামের অধীন হাদীসসমূহ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনান বলা হয়। অর্থাৎ এ গ্রন্থগুলোতে বাস্তব কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত হাদীসই বেশি স্থান পেয়েছে।

হাদীসের গ্রন্থাবলীর স্তর বিন্যাস

হাদীস বিশারদগণ রিওয়ায়াতের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার তারতম্য অনুসারে হাদীসের গ্রন্থাবলীকে চার স্তরে বিভক্ত করেছেন ঃ

প্রথম স্তর ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম– এ তিনটি গ্রন্থ সনদে বিশুদ্ধতা ও বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী

দ্বিতীয় স্তর ঃ আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ এ তিনটি গ্রন্থের কোন কোন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে প্রথম স্তরের গ্রন্থাবলীর বর্ণনাকারীদের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু তবুও তাঁরা নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত। মুসনাদে আহমাদও এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় স্তর ঃ দায়মী (মৃত্যু ২২৫ হিজরী) ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, দারুকুতনী (মৃত্যু ৩৮৫ হিজরী), তাবরানী (মৃত্যু ৩৬০ হিজরী), ইমাম তাহাবীর (মৃত্যু ৩১১ হিজরী) গ্রন্থাবলী মুসনাদে শাফেয়ী, হাকেমের (মৃত্যু ৪০৫ হিজরী) মুসতাদরেক। এসব গ্রন্থবলীতে সহীস দয়ীফ সর্ব প্রকারের হাদীসের সংমিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য হাদীসের সংখ্যা অধিক।

চতুর্থ স্তর ঃ ইবনে জররীর তাবারীর (মৃত্যু ৩১০ হিজরী) গ্রন্থাবলী; খতীবে বাগদাদীর (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরী); গ্রন্থাবলীদ আবু নুআইম (মৃত্যু ৪০২ হিজরী) ইবনে আসাকির (মৃত্যু ৫৭১ হিজরী) দায়লমীর (মৃত্যু ৫০৯ হিজরী) ফিরদাউস, ইবনে আদীর (মৃতু ৩৬৫ হিজরী) কামিল, ইবনে মারদুইয়ার (মৃত্যু ৪১০ হিজরী) সংকলনসমূহ এবং ওয়াকেদী (মৃত্যু ২০৭ হিজরী) প্রমুখের গ্রন্থাবলী এ স্তরে গণ্য হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থে সহীহ, জয়ীফ সর্ব প্রকার হাদীসই রয়েছে। এমনকি 'মওদূ' (মনগড়া) হাদীসও এসব গ্রন্থে যথেষ্ট রয়েছে। সাধারণ ওয়ায়েয, ইতিহাস ও কাহিনী লিখকগণ এবং তাসাউফপন্থীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থাবলীর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করলে, এসব গ্রন্থেও অনেক মনিমুক্তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

চতুর্থ যুগ

এ যুগ হিজরী পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয় এবং তা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে তৃতীয় যুগের গ্রন্থ রচনায় কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত পৌছে যায়। এ যুগে যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার কয়েকটি বিস্তৃত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল ঃ

(১) এ যুগে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

(২) ইতিপূর্বে হাদীসের যেসব শাখা-প্রশাখার কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেসব বিষয়ের ওপর এ যুগেই অসংখ্য গ্রন্থ এবং এসব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হয়েছে।

(৩) বিশেষজ্ঞ আলেমগণ নিজেদের আগ্রহ অথবা প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয় যুগের রচিত গ্রন্থাবলী থেকে হাদীস চয়ন করে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) মিশকাতুল মাসাবীহ ঃ সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব তাবরীযী। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটাই সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। এতে সিহাস সিত্তার প্রায় সব হাদীস এবং আরও দশটি মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও আচার- ব্যবহার, চরিত্র, নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং আখিরাত সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(খ) রিয়াদুস সালেহীন ঃ সংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী)) তিনি সহীহ মুসলিমেরও ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ গ্রন্থখানা বেশির ভাগ চরিত্র, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত হাদীস সম্বলিত একটি চয়নিকা। প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে প্রাসঙ্গিক আয়াতও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সহীহ বুখারীর সংকলন এবং বিন্যাস পদ্ধতিও প্রায় এরূপ।

(গ) মুনতাকাল আখবার ঃ সংকলক মাজদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৬৫২ হিজরী)। তিনি শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হিজরী)-র দাদা। আল্লামা শাওকানী 'নাইনুল আওতার' নামক (আট খণ্ডে) এ গ্রন্থের একটি শরাহ (ভাষ্য গ্রন্থ) লিখেছেন।

(ঘ) বুলুগুল মারাম ঃ সংকলক সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আল-আককালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী)। এই চয়নিকায় ইবাদত ও মুআমালাত সম্পর্কিত হাদীসই অধিক সন্নিবেশিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আস-আনআনী (মৃত্যু ১১৮২ হিজরী) 'সুবুলুস সালাম' নামীয় আরবী ভাষায় এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (মৃত্যু ১৩০৭ হিজরী), 'মিসকুল খিতাম' নামক ফারসী ভাষায় এর ভাষ্য লিখেছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (রহ.) (মৃত্যু ১০৫২ হিজরী) সুসংগঠিতভাবে ইলমে হাদীসের চর্চা আরম্ভ করেন। তাঁর পরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) (মৃ. ১১৭৬ হিজরী), তাঁর পুত্রগণ, পৌত্রগণ এবং সুযোগ্য শাগরিদবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীর এ অংশ সুন্নাতে নববীর আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে।

পৃথিবীর এ অংশে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর থেকে হাদীসের অনুবাদ গ্রন্থ, ব্যাখ্যা এবং চয়নিকা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পূণ্যময় কাজ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। 'ইন্তেখাবে হাদীস' গ্রন্থখানিও এ প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংকলকও হাদীসের সেবকগণের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

এ সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী (সা.)-এর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কোন একটি যুগেও হাদীসের চর্চা বন্ধ হয়নি। ভবিষ্যতেও এ ধারা অবিরত জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা

হাদীস ঃ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.), সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানিল্লাহি আলাইহিম ও তাবেঈনের বাণী, কর্ম ও অনুমোদনকে সাধারণত হাদীস বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যাক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

মারফূ' ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে একে হাদীসে মাওকূফ বলে।

মাকতূ ঃ যেসব হাদীসের বর্ণনা সূত্র কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে একে হাদীসে মাকতূ' বলে।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের মনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সংরক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি একে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতে' ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, একে মুনকাতি' হাদীস বলে।

মুরসাল ঃ সনদের মধ্যে তাবিঈর পর বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম বাদ পড়লে একে মুরসাল হাদীস বলে।

মুদ্বাল ঃ যে হাদীসের সনদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে দু'জন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ে গেছে একে হাদীসে মুদ্বাল বলে।

মুদাল্লাছ ঃ যে সব হাদীসে বর্ণনাকারী উর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর সন্দেহযুক্ত শব্দ প্রয়োগে উল্লেখ করেছেন, একে মুদাল্লাস হাদীস বলে।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসে সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে একে মুআল্লাক হাদীস বলে।

মুআল্লাল ঃ যে হাদীসের সনদে বিশ্বস্ততার বিরপীত কার্যাবলী গোপনভাবে নিহিত থাকে, একে মুআল্লাল হাদীস বলে।

মুদ্বতারিব ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকরী মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকার এলোমেলো করে বর্ণনা করেছেন একে মুদ্বতারিব হাদীস বলে।

মুদরায ঃ যে হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী তাঁর নিজের অথবা কোন সাহাবী (রঃ) বা তাবিঈর উক্তি সংযোজন করেছেন একে মুদরাজ হাদীস বলে।

মুসনাদ ঃ যে মারফূ হাদীসের সনদ সম্পূর্ণরূপে মুত্তাসিল একে মুসনাদ হাদীস বলে।

মুনকার ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী দুর্বল এবং তার বর্ণিত হাদীস যদি অপর দুর্বল বর্ণনাকরীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হয়, তাহলে একে মুনকার হাদীস বলে।

মাতরূক ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী যদি হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা প্রমাণিত না হয়ে দৈনন্দিন কথায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়, একে মাতরূক হাদীস বলে।

মাওদূ' ঃ বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন আর যদি তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন তবে এর বর্ণিত হাদীসকে মাওদূ' হাদীস বলে।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এমন হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে।

মতন ঃ হাদীসের মূল শব্দাবলীকে মতন বলে।

মুতাওয়াতির ঃ যে সব হাদীসের সনদে বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তাদের সকলের একযোগে কোন মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব। আর এ সংখ্যাধিক্য যদি সর্বস্তরে সমান থাকে তবে একে মুতাওয়াতির হাদীস বলে।

মাশহুর ঃ যেসব হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'এর অধিক কিন্তু মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে না, এমন হাদীসকে মাশহুর হাদীস বলে।

মা'রূফ ঃ কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল বর্ণনাকারীর হাদীসকে মা'রূফ হাদীস বলে।

মুতাবি' ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম হাদীসের মুতাবি' বলে।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উদ্ধৃত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদীসখানি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত, একে সহীহ হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল বলে প্রমাণিত, একে হাসান হাদীস বলে।

দ্বায়ীফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন হাসান বর্ণনাকারীর গুণসম্পন্ন নন একে দ্বায়ীফ হাদীস বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতি স্তরে কমপক্ষে দু'জন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, একে আযীয হাদীস বলে।

গারীব ঃ যে সহীহ্ হাদীস কোন স্তরে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, একে গারীব হাদীস বলে।

শায ঃ যে হাদীস কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী একাকী বর্ণনা করেছেন এবং তার সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, তাকে শায হাদীস বলে।

আহাদ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সংখ্যা পর্যন্ত পৌছেনি তাকে আহাদ হাদীস বলে।

মুত্তাফাকুন আলাইহি ঃ যে হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একই রাবী থেকে স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে।

আদালত ঃ বর্ণনাকারী মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী হওয়া এবং ফিসকের উপায় উপকরণ থেকে মুক্ত এবং মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকাকে আদলত বলে।

যাবৃত ঃ শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে স্মৃতিশক্তি এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়, তাকে সবৃত বলে।

সিকাহ ঃ যে বর্ণনাকারীর মধ্যে আদালত ও দ্বাবৃত পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিকাহ বা সাবিত বলে।

শাইখ ঃ হাদীসের শিক্ষাদানকারী বর্ণনাকারীকে শাইখ বলে।

শাইখাইন ঃ মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র)-কে শাইখানই বলে।

হাফিয ঃ যিনি হাদীসের সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন, তাঁকে হাফিয বলে।

হুজ্জাত ঃ যিনি তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলে।

হাকিম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ করেছেন তাঁকে হাকিম বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে রিজাল বলে।

তালিব ঃ যিনি হাদীস শাস্ত্র শিক্ষায় নিয়োজিত তাঁকে তালিব বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ ঃ হাদীস শাস্ত্রের প্রধান ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের সমষ্টিকে সিহাহ সিত্তাহ বলে।

সুনানে আরবাআ ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহকে একত্রে সুনানে আরবাআ বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ যে হাদীসের মূল ভাব মহান আল্লাহ্র এবং ভাষ্য মহানবী (স)-এর নিজস্ব, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের মূল ভিত্তি

ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ

١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ اِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ

قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا عُمَرُ اَتَدْرِىْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اِنَّهُ جِبْرَائِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ ـ

১. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর বর্ণনা ঃ একদিন আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত থাকাবস্থায় হঠাৎ আমাদের সামনে একজন লোক উপস্থিত হলেন। সে ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুল ছিল কুচকুচে কাল বরণের। সফরকারী ব্যক্তি হিসেবে কোন চিহ্নও তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না আর আমরা কেউই তাঁকে চিনতে পারি নি। আগমনকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসেই নিজের দুই হাঁটু তাঁর দুই হাঁটুর সাথে ঠেকিয়ে বসে নিজের দু' হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বলেন 'হে মুহাম্মদ (সঃ)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ ইসলাম হচ্ছে তুমি স্বাক্ষী দেবে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ. (সা.) আল্লাহ্র রাসূল, সালাত আদায় করবে, যাকাত দেবে, রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং হজ্ব করার তোমার সামর্থ থাকলে হজ্ব আদায় করবে। (তখন) আগমনকারী ব্যক্তি বলেন, 'আপনি সঠিক বলেছেন'। হযরত উমর (রা.) বলেন, আগমনকারী ব্যক্তির একথাগুলোতে আমরা সবাই বিস্মিত হলাম। আগমনকারী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রশ্ন করার পর আবার তাঁর (সা.) বক্তব্যের সমর্থন করলেন। আগমনকারী পুনরায় বলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূল (সা.) বললেন ঃ ঈমান হল আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাতের প্রতি এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি তোমার ঈমান আনয়ন করা। তখন আগমনকারী বলেন, আপনি সত্য কথাই বলেছেন। আগমনকারী আবার বলেন, আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে অবহিত করুন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে নিমগ্ন হবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে যদি তুমি

দেখতে না পাও, তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। আগমনকারী পুনরায় বলেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ বিষয় প্রশ্নকারীর তুলনায় জিজ্ঞেসিত অধিক জ্ঞাত নয়। আগন্তুক বললেন, তবে এর আলামত সম্পর্কে কিছু বলুন, রাসূল (সাঃ) বললেন, ক্রীতদাসীরা তাদের মনিবকে প্রসব করবে এবং তুমি নগ্নপদ ও নগ্নদেহ বিশিষ্ট গরীব মেষ রাখালদেরকে সুউচ্চ ইমারতে অবস্থান করে অহংকার করতে দেখবে। বর্ণনাকারী হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আগমনকারী ব্যক্তি চলে যাবার পর আমি দীর্ঘ সময় সেখানে অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বললেন, হে উমর! তুমি কি চিনতে পেরেছ এ প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-ই অধিক জ্ঞাত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ এ আগমনকারী ব্যক্তি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তিনি এসেছিলেন তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, কিতাবুল ঈমান)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ১. আলোচ্য হাদীসটিতে ইসলাম, ঈমান ও ইহ্সান-এর প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে যেখানেই ঈমান ও ইসলামের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই ঈমান প্রসঙ্গে উল্লিখিত রয়েছে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন এবং ইসলাম প্রসঙ্গে রয়েছে মৌখিকভাবে তাওহীদ-রিসালাতের স্বীকারোক্তি এবং ইবাদত-বন্দেগীর বেলায় একনিষ্ঠতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইহ্সান শব্দটি হুসনুন শব্দ থেকে উৎপত্তি এর অর্থ হল সৌন্দর্য আর ইবাদাতের সৌন্দর্য তখনি সৃষ্টি হবে যখন চিন্তা-চেতনায় এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, আমরা আল্লাহ্র সামনেই দাঁড়িয়েছি এবং আমরা তাঁকে আমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। ইবাদাতের বেলায় চিন্তা-চেতনায় এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলেও এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আল্লাহ্ আমাকে অবশ্যই দেখছেন। কেননা বান্দার যে কোন কাজ বা আমলই তাঁর গোচরীভূত। আমরা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে যা কিছুই করছি সেগুলোর সবই তিনি দেখছেন। প্রকাশ্য ছাড়াও আমাদের অন্তরে যা রয়েছে তাও তিনি অবহিত। এজন্য তাকে আলিমুল গায়িব বলা হয়।

২. "ক্রীতদাসীরা অর্থাৎ চাকরানীরা তাদের মনীবকে প্রসব করবে" একথার তাৎপর্য এটাই যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে

দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা, স্বার্থপরতা ও সম্পর্ক ছিন্ন করার মত মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে, বয়োজ্যেষ্ঠরা অসম্মানিত হবে, আদব কায়দা উঠে যাবে, আনুগত্যের মানসিকতা এমনি পর্যায়ে পৌঁছবে যে, ছেলে-মেয়েরা পিতামাতার অবাধ্য হবে, কেউ কারো নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। বিচারে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার প্রধান্য পাবে। সৎ কথায় মানুষ কান দেবে না। সন্তান মায়ের সাথে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করবে, যেন মনীব চাকরানীর সাথে ব্যবহার করছে, এসব কার্যকলাপ থেকে একথাই মনে হবে যেন মা সন্তানকে নয়, বরং নিজের মনিবকে প্রসব করেছে।

৩. নগ্নপদ, নগ্নদেহ অর্থাৎ কাঙ্গাল ও রাখালরা সুউচ্চ ভবনসমূহে গর্ব-অহংকার করার তাৎপর্য হল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সভ্যতা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অজ্ঞানরাই জ্ঞানীদের উপদেশ দেবে, অভদ্র, ভদ্রদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, অমানুষেরা মানুষ বলে প্রচার করবে, নীচু প্রকৃতির লোকদের হাতে সম্পদ চলে যাবে এবং তারা সম্পদের অহংকারে একে অপরের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। মোটকথা কিয়ামত নিকটবর্তীকালে সমাজে এক সুষ্ঠু পরিস্থিতির উলট-পালট সৃষ্টি হবে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং তাতে জীবন হবে বিপর্যস্ত। তাছাড়া অনেক রকমের ফিতনার সৃষ্টি হবে।

٢ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

(صحيح مسلم)

২. হযরত আবুযর (রা.)-এর বর্ণনায়—রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই) একথা আন্তরিকভাবে স্বীকার করে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আলোচ্য হাদীসে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলাই কেবল বা মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই প্রধান্য দেয়া হয়নি, বরং এমন স্বীকারোক্তিকে বলা হয়েছে যার সাথে আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্মের যোগসূত্র ওৎপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। যেমন এক হাদীসে উল্লেখিত আছে ঃ

'মুসতাকিনান বিহা কালবুহু', সিদকান বিহা কালবুহু।'

অর্থাৎ আন্তরিক সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সততার সাথে নিবিষ্ট মনে এ স্বীকারোক্তি করতে হবে। আর তখন একথা এভাবে সুস্পষ্ট হবে যে, আল্লাহর একত্ব যখন এভাবেই স্বীকার করবে তখন ব্যক্তি জীবনে আচার-আচরণ ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তখন জীবনের প্রতিটি দিকে সুন্দর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। আর তখনই মানব জীবন সার্থক হবে।

٣ - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِّىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -

৩. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ আস-সাকাফীর (রা.) বর্ণনায় রয়েছে—আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বললাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দিন যে, এ বিষয়ে আপনার পর আর কারো কাছে এর মর্মার্থ আর জিজ্ঞেস করতে না হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তুমি বল, "আমি আল্লাহর উপর আন্তরিকভাবে ঈমান এনেছি" আর এ কথার উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপনে অবিচল থাক। (মুসলিম)

٤- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا -

৪. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা.)কে রাসূল হিসেবে মনে প্রাণে গ্রহণ করে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ (পরিপূর্ণরূপেই) পেয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত)

٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ

وَتَرَكْتُمُونِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ مُوسٰى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِىْ ـ

৫. হযরত হযরত জাবির (রা.) বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সে মহান সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে রয়েছে মুহাম্মাদের প্রাণ! হযরত মূসা আলাইহিস সালামও যদি এ সময় তোমাদের কাছে উপস্থিত হন এবং তখন তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেও তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে। মূসা (আঃ) যদি এখন জীবিত থাকতেন আর আমার নবুওয়াতী যুগ পেত তবে, তিনিও আমার অনুসারীই হতেন। অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তিনি আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর আর কোন উপায় থাকত না। (দারিমী, মিশকাত)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য

٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে ; রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা বাসনা আমার আনীত বিধান মোতাবেক না হবে। (মিশকাত)

নবী প্রেমিকের দৃষ্টান্ত

٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তাঁর কাছে তার পিতা, সন্তান ও অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলে বিবেচিত না হব। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালবাসাকে আলোচ্য হাদীসে ব্যক্তি জীবনে ঈমানের একমাত্র পূর্বশর্ত স্বরূপ উল্লেখ ও নির্দেশ করা হয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ শর্তারোপের বিশ্লেষণ করেছেন যেমন বান্দাদের ঈমানী সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। সমাজে এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির সাথে পরিপূর্ণ আনুগত্য তখনই সৃষ্টি হয়, যখনই সে এ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি পোষণ করবে। যদি তার মধ্যে এসব কার্যকলাপ বিদ্যমান না থাকে তাহলে সে আনুগত্য বিমুখ হয়ে পাড়বে। উল্লিখিত হাদীসে এ পরিপ্রেক্ষিতেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভালবাসাকে ঈমানের জন্য পূর্বশর্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের উদ্বৃতি "লা ইউ'মিনু" (لَا يُؤْمِنُ) -এর ঈমান দ্বারা "পরিপূর্ণ ঈমানকে" বুঝানো হয়েছে, শাব্দিক অর্থে ঈমানকে উপলক্ষ করে বুঝানো হয়নি। কেননা, সাধারণ ঈমানের বেলায় মৌখিক স্বীকারোক্তির দ্বারাই তা অর্জন হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ভালবাসা, আনুগত্য ও অনুসরণ করা ঈমানের পূর্ণত্বের বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তি জীবনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। অতএব দ্ব্যর্থহীনভাবে এখানে একথা বলা যায় যে, ঈমান বলতে পরিপূর্ণ ঈমানের কথাই এ হাদীসের আলোচ্য উদ্দেশ্য এবং এ কথার প্রতিই ইংগিত প্রদান করা হয়েছে।

৮ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَ تُمْسِىَ وَ لَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غَشٌّ لِاَحَدٍ اِفْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَىَّ وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ (رواه الترمذى)

৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ হে বৎস! তোমার পক্ষে সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) এভাবেই অতিবাহিত কর যেন কারও প্রতি কোনরূপ প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ তোমার মনে উদয় না হয়। এরপর তিনি বলেন ঃ

প্রিয় বৎস! এটাই হল আমার দেয়া জীবন বিধান বা সুন্নাত, আর যে আমার সুন্নাতকে (অনুসরণ করে) ভালবাসে সে যেন আমাকেই ভালবাসে। আর আমাকে যে ভালবাসে সে জান্নাতে অবশ্যই আমার সাথী বলে চিহ্নিত হবে।

(তিরমিযী, মিশকাত)

রাসূল (সা.)-এর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন

৯- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُوْنَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوْا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوْهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَهُ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْئٍ مِنْ رَائِى فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ ـ

৯. হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় যখন হিজরত করে এসেছিলেন তখন মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে তা'বীর করছে দেখতে পেয়ে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমরা কি করছ? তখন লোকেরা বলল, আমরা তাবীর করছি, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ মনে হয় তোমরা এরূপ না করলেই ভাল হত। এতে তারা তা'বীর করা পরিত্যাগ করল, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে, খেজুরের ফলন কমে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানালে তিনি বললেন ঃ আমিও একজন মানুষ। আমি যখন তোমাদের দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিবে তখন তা তোমরা গ্রহণ করবে। অপরদিকে আমি যখন তোমাদেরকে জাগতিক কোন ব্যাপার সম্পর্কে আমার নিজের মত অনুযায়ী নির্দেশ দেব, তখন তোমরা মনে করবে যে, আমিও একজন মানুষ। (মিশকাত)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (সা.) বলেন ঃ তোমাদের পার্থিব বিষয়সমূহ তোমরাই (আমার চেয়ে) অধিক ভাল জান।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ উল্লেখিত এ হাদীসে মানবীয় চিন্তাধারার অভিমত সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) যেহেতু একজন মানুষই ছিলেন, তাই পার্থিব জগতের বিষয়সমূহে তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সঠিক হবে তা নিশ্চিন্ত করে বলা যায় না। কেননা তিনি যে সমস্ত নির্দেশ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রাপ্ত হয়ে তাতে কোনরূপ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। উল্লেখিত হাদীসে দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে পেশাভিত্তিক পার্থিব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আমাদের জীবন উপযোগী পার্থিব বিষয়সসমূহ। এখানে একথা সুস্পষ্ট লক্ষ্যণীয় যে, নবী-রাসূলগণ ধরনের পার্থিব কোন বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্য দুনিয়াতে তাঁদের আগমন ঘটেনি। হাদীসের নির্দেশ থেকেও এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

তকদীর বিশ্বাসীর দৃষ্টান্ত

١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اَحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجُزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَاتَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ مَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تُفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ ـ

১০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে দৃঢ় ঈমানের মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম। অবশ্য তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব যে বস্তু তোমার উপকারী তাই আকাঙক্ষা করে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। মনোবল হারাবে না। তুমি যদি কোন ক্ষতির সম্মুখীন বলে আশংকা কর এবং তখন এরূপ বলবে না যদি আমি এ কাজটা এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত তখন এক্ষেত্রে বরং বল, আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা হয়েছে এবং তিনি অমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই হয়েছে (এতেই আমার জন্য কল্যাণ নিহিত)। এক্ষেত্রে “যদি” কথাটি ইবলীসের তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত করে। (মুসলিম, মিশকাত)।

এ হাদীসে সুদৃঢ় মুমিন বলতে এমন বান্দাহকে নির্দেশ করে চিহ্নিত করেছে, যে মনোবলের দিক থেকে নিষ্ঠাবান ও দৃঢ় চেতনার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ 'দুর্বল ঈমানসম্পন্ন মুমিন' বলতে তাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে, যে সামান্য ব্যর্থতায় আত্মবিশ্বাস বা মনোবল হারায়।

١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ اِنِّي اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ اِذَا سَاَلْتَ فَاسْاَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْئٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ -

১১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিছনে থাকা অবস্থায় তিনি বললেন ঃ হে বালক! তোমাকে আমি কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যদি সেগুলো আন্তরিকতার সাথে সংরক্ষণ করে পরিপূর্ণ বিশ্বাস কর তাহলে আল্লাহ্ তোমার হিফাযত করবেন আর যদি আল্লাহকে তুমি স্মরণ কর তাহলে তাঁকে তোমার সামনেই উপস্থিত দেখবে যদি কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে সরাসরি তাঁর কাছেই চাইবে, জেনে রেখ! পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি তোমার কিছু উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয় তবুও এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমার জন্য যতটুক নির্ধারণ করে রেখেছেন ততটুকুই তারা তোমার উপকার করতে পারবে। অপরদিকে তারা যদি তোমার ক্ষতি করতে একত্রিত হয় তাহলেও তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ্ তোমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। এক্ষেত্রে চুল পরিমাণও ব্যক্তিক্রম হবার নয়। (তিরমিযী, মিশকাত)

١٢- عَنْ اَبِىْ خُزَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوٰى بِهٖ وَتُقَاةً نَتَّقِيْهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ -

১২. হযরত আবু খুযামা (রা.) তাঁর পিতা ইয়ামার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রোগমুক্তির জন্য আমরা ঝাড়ফুঁকের স্মরণাপন্ন হই, চিকিৎসার আশ্রয় নিয়ে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করি। অতএব এগুলোর দ্বারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীরের প্রতিরোধ করা সম্ভব কি না এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ এসব কিছুই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

পরকালের পাথেয়

١٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْاَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ -

১৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তানেরই পা স্বস্থান থেকে একটুও নড়াচড়া করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয়ে তাদের জিজ্ঞেস করা না হবে।

১. সে তার পরিপূর্ণ জীবনটা কি কাজে ব্যয় করেছে।

২. সে তার যৌবন কি কাজে ব্যয় করেছে।

৩. তার ধন-সম্পদ অর্জনের উৎস ছিল কিরূপ।

৪. এবং কোন কাজে ব্যয় করেছে।

৫. সে তার অর্জিত জ্ঞানানুযায়ী কতটা আমল করেছে। (তিরমিযী)

হাদীসে মানুষের জীবন মৃত্যু ইত্যাদির দিকে নির্দেশ করে তাতে বলা হয়েছে মরণের পরই মানুষের জীবনের শেষ নয় বরং তখন থেকেই শুরু। আল্লাহ মানুষকে হায়াত দিয়ে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছ মানুষ পৃথিবীতে বিচরণ করাকালীন জীবনের হিসেব-নিকেশ পরবর্তী মৃত্যু তৎপরবর্তী জীবনে আল্লাহ্‌র কাছে যে প্রদান করতে হবে এটাই হাদীসের ইংগিত। নাস্তিক মতবাদের শিক্ষা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল।

পার্থিব জীবনে করণীয়

١٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ ـ

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউস (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তা তোমরা করতে পার। কেননা কবর যিয়ারতের বেলায় পার্থিব জগতের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি হয়ে আখিরাতের কথা স্মরণে আসে। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكَبِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ـ

১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস করবে যেন তুমি একজন ভিনদেশী অথবা পথিক মুসাফির। ইবনে উমর (রা.) বলতেন, তোমার সন্ধ্যা পর্যন্ত হায়াত থাকলে ভোরের অপেক্ষা করবে না এবং ভোর পর্যন্ত হায়াত থাকলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না বরং এরূপ ক্ষেত্রে সুস্থাবস্থায় অসুস্থাবস্থার জন্য এবং জীবিতাবস্থায় মৃত্যু পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। (বুখারী, মিশকাত)

١٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ

قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ -

১৬. হযরত আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন–পাঁচটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে অতীব মূল্যবান মনে করবে ঃ

১. বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে যৌবনকে,

২. রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে,

৩. দরিদ্রতার শিকারে পতিত হওয়ার পূর্বে সচ্ছলতাকে,

৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে,

৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকালকে। (তিরমিযী, মিশকাত)

١٧- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَعِظْنِىْ وَاَوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعِ الْاَيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ -

১৭. হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল, অল্প কথায় আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তুমি এমনভাবে সালাত আদায় করবে যেন এটাই তোমার জীবনের সর্বশেষ সালাত আর এমন কথা বলবে না যার জন্য তোমাকে আগামীকাল লজ্জিত হতে হবে এবং অন্যের কাছে আছে এমন বস্তুর প্রতি আশা পোষণ করা থেকে বিরত থাকবে। (মিশকাত)

١٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِى الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلٰى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ـ

১৮. হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তুমি যখন দেখবে যে, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ অঢেল ধন ও নানাবিধ পার্থিব উপকরণ দিয়ে রেখেছেন, তখন মনে করবে যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, "অতপর তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যখন তা ভুলে যায় তখন আমি তাদের জন্য পার্থিব সম্পদের সকল দরজা খুলে দেই। তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমি তাদের পাকরাও করব তখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে। (মুসনাদ, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কোন ব্যক্তিকে অথবা সম্প্রদায়কে শুধু পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখে এরূপ ধারণা করা সঠিক হবে না যে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকেই তাদের এরূপ করেছেন। বরং এটা তাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ এর পরেই হঠাৎ দেখা যাবে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত শাস্তি এদেরকে গ্রাস করবে। পরীক্ষা স্বরূপের ইসলামী পরিভাষায় ব্যাখ্যা হল কোন শিকারীর বড়শীতে মাছ আটকে যাওয়ার পরপরই যেমন শিকারী মাছটিকে ডাঙ্গায় তুলে নেয় না বরং সুতা ছাড়তে থাকে। মাছটি ছুটাছুটি করে যখন ক্লান্ত হয় তখন শিকারী হঠাৎ এক টানে মাছটিকে ডাঙ্গায় তুলে নেয়। কিন্তু নির্বোধ মাছ মনে করে যে, সে তখনও মুক্ত স্বাধীন পরিবেশই চলাফিরা করছে।

١٩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

১৯. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর বর্ণনা। রাসূল (সা.) বলেন ঃ যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ নিয়ত অনুযায়ী তার কাজের প্রতিদান পাবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে তার হিজরত এ উদ্দেশ্যেই বিবেচিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে হিজরত করে সে তাই লাভ করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার সংকল্পে হিজরত করলে সে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে বলে পরিগণিত হবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ নিয়ত শব্দটি আরবী, আভিধানিক অর্থ মনের সুদৃঢ় সংকল্প, অন্তরের ঐকান্তিক প্রবল ইচ্ছা বাসনা ইত্যাদি বুঝায়। শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহ্র নির্দেশ পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজের প্রতি অন্তরের সংকল্প প্রয়োগ করাকে নিয়ত বলা হয়। এ হাদীসে এ নিয়তের কথা উপলক্ষ করে উল্লেখ করা হয়েছে–কোন কিছুর প্রস্তুতিতে যে নিয়ত বা কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের গুরুত্বই অপরিসীম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিয়তের উপরই নির্ভর করে কাজের ফলাফল তথা সফলতা ও বিফলতা । কোন কাজের বা সংকল্পের শুরুতেই মুলতঃ কাঙ্খিত লক্ষ্য এবং নিয়তের উপরই নির্ভরশীল থাকতে হবে। তাই সফলতা প্রাপ্তির মোকাবেলায় নিয়তের বিশুদ্ধতা ব্যক্তি জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় বলে বিবেচিত হয়।

٢٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهٗ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

২০. হযরত আবু মূসা (আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস) আল-আশ্আরী (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, কোন ব্যক্তি যদি গনীমাত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে আর অপর ব্যক্তি যদি সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে এবং কোন ব্যক্তি যদি বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে তাহলে উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে আল্লাহ্র পথে জিহাদ

করেছে বলে গণ্য হবে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যে যুদ্ধ করেছে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে বলে গণ্য হবে।

(অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তি যে কাজ করেছে তাকে সে কাজেরই অনুবর্তী বলে গণ্য করা হবে একজনের কাজ অন্যজনের বেলায় পরিগণিত হবে না।) (মুসলিম)

٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ -

২১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের দৈহিক আকৃতি, বাহ্যিক সৌন্দর্য, বেশভূষা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না ; বরং তিনি শুধু তোমাদের অন্তরের ও কার্যাবলীর দিকেই দৃষ্টিপাত করেন। (মুসলিম, মিশকাত)

অর্থাৎ মানুষ লোক দেখানোর জন্য যত কিছুই করুক, তা সবই তিনি অবগত, বোকারা তা বুঝে না।

٢٢- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ -

২২. হযরত আবু উমামা (সুদাইয়ি ইবনে আজলাম) আল-বাহিলী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঘৃণা করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান করে অথবা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দান থেকে বিরত থাকে সে নিশ্চিতভাবেই ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে নিয়েছে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

জীবনের দিকনির্দেশনা

٢٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا ـ

২৩. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী আমল করবে এবং এতে তোমরা বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ বিরক্ত হন না। (বুখারী, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যতক্ষণ মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে নিজেকে বঞ্চিত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দাহর জন্য সওয়াবের দরজা বন্ধ করেন না।

٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَاكُلُوْنَ اَشْيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ اَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ وَاَنْزَلَ كِتَابَهُ وَاَحَلَّ حَلَالَهُ حَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا اَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ـ

২৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এর বর্ণনা , তিনি বলেন, অন্ধকার যুগের লোকেরা কিছু বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত আর কিছু বস্তু অপবিত্র মনে করে পরিত্যাগ করত। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা.)কে যখন দুনিয়ায় পাঠিয়ে তাঁর প্রদত্ত জীবন বিধানে হালাল ও হারাম নির্ধারিত করে দিলেন, আর যে সমস্ত বিষয়ে তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন তা উদারতার মধ্যে গণ্য রইল। (আবু দাউদ, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানুষের জীবন-যাপনের যে সমস্ত বস্তুর বেলায় আল্লাহর সরাসরি অনুমতি ব্যক্ত হয়নি এবং নিষেধও আরোপিত হয়নি, শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যবহারে কোন দোষ বা ক্ষতি নেই। তা নিয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত।

٢٥- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْسَنَ الْقَصْدُ فِى الْغِنٰى مَا اَحْسَنَ الْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَمَا اَحْسَنَ الْقَصْدُ فِى الْعِبَادَةِ ـ

২৫. হযরত হুযায়ফা ইবনূল ইয়ামান (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ মানুষের জন্য সুসময়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কতই না উত্তম, দরিদ্রাবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখা কতই না ভাল এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা কতই না সৌন্দর্যময়। (মুসনাদে বাযযার, কানযুল উম্মাল)

٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْئٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ـ

২৬. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই দ্বীন হচ্ছে মানুষের জীবন-যাপনের বেলায় একটি সহজ পদ্ধতি। যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করবে দ্বীন তাকে পরাজয়ী করবে। তাই তোমরা সহজ ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এর দ্বারা সুসংবাদ গ্রহণ করে সকাল-সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু অংশে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য কামনা কর। (বুখারী, নাসাঈ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যেমন পথিক ব্যক্তি অবিরত পথ অতিক্রমকালে অবসর সময়ে সে নিজে এবং বাহনকেও বিশ্রামের সুযোগ দেয়, দ্বীনের পথের পথিকের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া উচিত। সামর্থের অতিরিক্ত কঠোরতার মধ্যে নিজেকে পতিত না করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ না করে নফল ইবাদাত নিয়ে অনর্থক বাড়াবাড়ি করার কারণে দ্বীনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ উম্মুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এ বিশৃঙ্খলায় প্রবৃত্ত হয়ে দ্বীনের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় সে তার এ জঘণ্যকর্মে দ্বীনের কোন বিকৃতি সাধন অথবা কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, বরং সেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। একথা অনস্বীকার্য।

٢٧- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِىْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُذِلَّ نَفْسَهٗ قَالُوْا وَكَيْفَ يَذُلُّ نَفْسَهٗ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ -

২৭. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুমিনের জন্য নিজের মর্যাদাহানি করা কখনো শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ আরয করলেন, মুমিন কিভাবে নিজের মর্যাদাহানি করে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ নিজেকে সামর্থের অতিরিক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ করা। (তিরমিযী)

٢٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى يَمْشِىْ شَيْخٌ يُحَادِىْ بَيْنَ اِبْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوْا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِىْ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهٗ وَاَمَرَهٗ اَنْ يَرْكَبَ -

২৮. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর বর্ণনা–নবী করীম (সা.) এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার দুই ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে পা হেঁচড়ে যেতে দেখে, তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এ ব্যক্তির কি হয়েছে ? তখন লোকেরা বলল, সে পায়ে হেঁটে আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারত করতে মনস্থ করেছে। বললেন ঃ এ ব্যক্তিকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা থেকে আল্লাহ্ মুক্ত। তিনি (সাঃ) তাকে তখন বাহনে আরোহণ করার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অনেকেই মনে করে যে, নিজেকে যত বেশী কষ্ট, যাতনা ও কঠোরতায় নিক্ষেপ করা যায় আল্লাহ্ তার প্রতি ততই বেশী সন্তুষ্ট হবেন। এরা মূলতঃ ভুলের মধ্যেই নিমজ্জিত রয়েছে বলে উল্লেখিত হাদীসে এ ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে সংশোধনমূলক পথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ

النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَافْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَاصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَصَوْمُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُّهُ صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَاقْرَاءِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوٗدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ وَاقْرَءْ فِىْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ! আমি কি খবর পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রেখে রাতভর সালাত আদায় কর। (তখন) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাঁ, আমি তাই করে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ এরূপ করো না। কখনও রোযা পালন করবে এবং রোযা ভংগ করবে, রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে এবং বিশ্রামও করবে। কেননা, তোমার উপর তোমার দেহেরও হক রয়েছে, তোমার উপর রয়েছে তোমার চোখের হক, তোমার স্ত্রীর হকও রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি সারা জীবন সিয়াম বা রোযা রাখল সে মূলত রোযা রাখেনি। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা সারা বছরের রোযা রাখারই সমান। অতএব প্রতি মাসে তিন দিন তুমি রোযা রাখবে এবং প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করবে। তখন আমি বললাম, আমি এর থেকেও অধিক করার সামর্থ রাখি। তিনি (সাঃ) বললেন ঃ তবে তুমি দাউদ (আ)-এর মত সর্বোত্তম রোযা রাখ, একদিন পরপর রোযা এবং সপ্তাহে একবার কুরআন খতম কর, এর অতিরিক্ত কিছু করতে যেও না, (এটাই হল সর্বোত্তম পন্থা)। (বুখারী, ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য কেবল না বুঝেই পাঠ করা নয়, এক্ষেত্রে তা ভালভাবে বুঝে অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে পাঠ করাই এর বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়েছে। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে অন্ততঃ তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা সংগত নয়।

٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ مِنْ وَجْعٍ اِشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجْعِ مَاتَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَا يَرِثُنِىْ اِلَّا اِبْنَةٌ لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ـ

৩০. হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের বছর কঠিন রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে দেখতে এলে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার রোগের অবস্থা যে প্রচণ্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আপনিই দেখতে পাচ্ছেন। আমার অনেক সম্পদ আছে এবং একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করতে পারব। একথা বলা মাত্র তিনি (সাঃ) বললেন ঃ না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, অর্ধেক? বললেন ঃ না! আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক-তৃতীয়াংশ? তিনি (সাঃ) বললেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ দান করতে পার, তবে তাও অনেক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে দরিদ্রাবস্থায় অন্যের কাছে হাত পাতার মত অবস্থায় রেখে যাবার অপেক্ষা সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই উত্তম। (বুখারী, মুসলিম)

কল্যাণমূলক কাজ

٣١- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا اَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ ـ

৩১. হযরত মিকদাম ইবনে মাদীয়াকারিব (রা.) এর বর্ণনা–তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছেন ঃ তুমি নিজে যে খাবার খেয়েছ তা তোমার জন্য সদকাহ, তুমি তোমার ও সন্তানদের যা খাওয়াও সেটাও তোমার জন্য সাদকা এবং তুমি তোমার স্ত্রীকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকাহ এবং তুমি তোমার চাকর-চাকরাণীকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে। (আদাবুল মুফবাদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কোন ব্যক্তি যদি হালাল উপার্জনের পন্থায় নিজের স্ত্রী সন্তান-সন্ততি এবং উত্তরাধিকারীদের বা অন্যান্যদের জন্য যে সম্পদ ব্যয় করে তার জন্য সে সওয়াবের অধিকারী হবে। (আর অসৎ পন্থায় অর্জনকারী হবে ধিকৃত ও লজ্জিত।)

٣٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِىْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَاتِىْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ حَرَامٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ وِزْرٌ كَذَالِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ.

৩২. হযরত আবুযর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ প্রতিবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), প্রতিবার তাহমীদ (আলহামুদ লিল্লাহ) বলা একটি সাদকা আর ভাল কল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান করাও একটি সদকা আর অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করাও একটি সদকা এবং তোমাদের স্ত্রী-সহবাসও একটি সদকা। তখন সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের স্ত্রীসহবাসেও কি সওয়াব রয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সে যদি হারাম পথে তার কাম-লালসা চরিতার্থ করত তাহলে সে তো গুনাহগার হতো! অনুরূপভাবে সে যখন হালাল উপায়ে নিজের কাম চরিতার্থ করেছে তখন সে সওয়াবেরও অধিকারী হবে। (মুসলিম)

পার্থিব জীবনে চিন্তা-চেতনা

٣٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ـ

৩৩. হযরত আবু সাঈদ (সাদ ইবনে মালেক) আল-খুদরী (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ মানুষের পার্থিব জীবন হচ্ছে সুমধুর। আল্লাহ পৃথিবীতে তোমাদের খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে দেখছেন, তোমরা কেমন কাজ কর। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাগণের জন্য পৃথিবীতে যেসব নিয়ামতরাজী প্রদান করেছেন এসবের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্। মানুষকে শুধু খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অতএব মানুষ এ পার্থিব সম্পদ দ্বারা প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা পূরণ করাই হবে মানুষের একমাত্র দায়িত্ব।

٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

৩৪. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ পৃথিবীটা মুমিনের জন্য কারাগার স্বরূপ এবং কাফিরের জন্য আনন্দদায়ক স্থান। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুমিনদের জীবন-যাপনের বেলায় শরীআতের সীমা রক্ষা করে প্রতিনিয়ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় বলে পৃথিবী তাদের কাছে কয়েদখানার মতই মনে হয়। পক্ষান্তরে কাফিররা পৃথিবীতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে বলে তারা যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত। এজন্যই তারা নিজের ইচ্ছামত যত্রতত্র বিচরণ করতে পারে কিন্তু মুমিনের বেলায় তা সম্ভব হয় না।

সারমর্ম ঃ হাদীসে পৃথিবীর চাকচিক্যে মোহিত না হয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা মুমিন এবং কাফিরের উভয়ের জীবনের একটা ধারণা পেয়েছি।

চিন্তা-চেতনার মূল্যায়ন

٣٥- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ۔

৩৫. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের জীবনের হিসেব করে অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু তৎপরবর্তী জীবনের উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে নিজের সত্তাকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে এবং এরপরও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশা করে। (তিরমিযী, মিশকাত)

٣٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَّتِهٖ يَحُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِيْمَانِ فَاَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

৩৬. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মুমিনের ঈমানের উপমা হচ্ছে সেই খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার মত যে চতুর্দিকে ঘুরেফিরে আবার খুঁটির কাছেই চলে আসে। অনুরূপ মুমিন ভুল করলেও সে পুনরায় ঈমানের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। অতএব তোমরা মোত্তাকীদেরকে সর্ব প্রকার সাহায্য সহায়তা কর এবং ঈমানদারদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। (বায়হাকী, মিশকাত)

٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ اُعْطِيَهُنَّ اُعْطِىَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَزَوْجَةٌ لَاتَبْغِيْهِ خَوْنًا فِىْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهٖ۔

৩৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা চারটি বস্তু যাকে দান করেছেন তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কল্যাণই দান করা হয়েছে ঃ কৃতজ্ঞ হৃদয়, আল্লাহর যিকরকারী জিহ্বা, বিপদে ধৈর্যধারণকারী দেহ, এমন গুণবতী এবং পুণ্যবতী স্ত্রী যে তার নিজের ক্ষেত্রে ও স্বামীর সম্পদে বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে (আল্লাহর ভয়ে) বিরত থাকে। (বায়হাকী)

٣٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِىْ لَايُخَالِطُهُمْ وَلَايَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুসলিমদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে মুসলিম সর্বসাধারণের সাথে উঠাবসা করাকালে তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুসলমানের থেকে উত্তম যে সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের দেয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ কিংবা অংশীদার হয় না। (তিরমিযী)

٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ بِرِوَايَةِ فُضَالَةَ) وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبَ -

৩৯. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বার অনিষ্ট থেকে অপর মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুমিন সে ব্যক্তি যার সম্পর্কে লোকেরা তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে নির্ভয়ে থাকে। (তিরমিযী, নাসাঈ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ রাসূল (সা.)-এর বাণী এর অর্থ হল ঃ "এক মুসলমান অপর মুসলমানের দ্বীনী ভাই"। এ ভাই যদিও রক্ত সম্পর্কীয় নয়, তবুও এ ভাইয়ের গুরুত্ব অধিক বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, আল-কুরআনের শাশ্বত বিধানে এমর্মে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই" (৪৯ ঃ ১০)।

ভাই ভাইয়ের জন্য যেমন দায়িত্বশীর তেমনি এক মুসলমান অপর মুসলমানকে দ্বীনি ভাই মনে করে তার সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। কোনক্রমেই যেন তার দ্বারা অপর মুসলমান ভাইয়ের অধিকার বিনষ্ট না হয় সেদিকে অবশ্যই সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এটাই মুমিন ভাইগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীনী শিক্ষার ফযীলত

জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা

٤٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -

৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রতিযোগিতা পোষণ করা নাজায়িয নয়।

এক. যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদের অধিকারী করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার মন-মানসিকতাও দিয়েছেন।

দুই. আল্লাহ যাকে ইল্‌মী জ্ঞান দান করেছেন এবং সে এ জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা অন্যান্যদেরকেও শিক্ষা দেয়। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এখানে ঈর্ষা বা প্রতিযোগীতার মূলে 'হাসাদ' শব্দ। শব্দটির অর্থ কারো প্রতি প্রতিহিংসা নয় ; বরং কারো সমকক্ষতা অর্জন করার আকাঙ্খা পোষণ করাই এখানে শব্দটির তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ 'প্রতিযোগিতা'ও করা যেতে পারে)। অর্থাৎ এ নেক দু'টি কাজের ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষণ করা বা প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে।

٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ اَحْيَائِهَا -

৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাতের কিছু সময় জ্ঞানচর্চা করা সারা রাতের নফল ইবাদত অপেক্ষা অধিক উত্তম। (দারিমী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ রাত জাগরিত থেকে নফল ইবাদাতের সওয়াব অনেক, তবু জ্ঞানচর্চা কত কল্যাণকর তা আলোচ্য হাদীস থেকে লক্ষ্য করা যায়।

٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا ـ

৪২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ জ্ঞানের কথা জ্ঞানী ব্যক্তির হারানো সম্পদ। যেখানেই তা পাবে সেই হইবে তার যোগ্য অধিকারী। (তিরমিযী)

٤٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

৪৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ একজন জ্ঞানবান আলিম ইবলীসের কাছে এক হাজার আবেদ অপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ একজন আবিদ ও যাহিদ (যাঁরা কঠোর সাধনায় লিপ্ত)। সে তার এ নেক আমল দ্বারা একটা সমাজ-পরিবেশকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইবলীসের যড়যন্ত্র প্রতিহত করাও তার সাধ্যের বাইরে। এজন্য ইল্‌মী জ্ঞানের আলিমই ইবলীসের জন্য একমাত্র প্রতিবন্ধক।

٤٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوْعٰى لَهَا مِنْ سَامِعٍ ـ

৪৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনে, তা সুন্দরভাবে মুখস্থ করে সংরক্ষণ করেছে এবং যেমন শুনেছে তেমনিভাবে তা অপরের কাছে পৌছে দেবে, আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তিকে চিরসবুজ সতেজ রাখবেন। কখনো কখনো এরূপও হয় যে, যে ব্যক্তি পরোক্ষ শুনেছে সে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণকারী অপেক্ষা অধিক সুন্দরভাবে তা স্মরণ রাখতে পারে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

আদর্শ প্রচারের পন্থা

٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ (مَرَّتَيْنِ)

৪৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা দ্বীনের শিক্ষা সহজভাবে উপস্থাপন কর। তিনি একথাটি তিনবার বলেছেন। তুমি যদি উত্তেজিত হয়ে পড় তখন নীরবতা অবলম্বন কর। এ কথাটি তিনি দুবার বলেছেন। (আদাবুল মুফরাদ)

٤٦- عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِىْ كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اَنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنْ ذَالِكَ اَنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاَنِّىْ اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا ـ

৪৬. তাবিঈ হযরত শাকীক (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার আকাঙ্খা আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করতেন। তিনি বলেন.

এমন একটা আশংকাই আমাকে তা করতে বাধা প্রদান করে। তোমাদের বিরক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি প্রতিদিন ওয়াজ-নসীহত করা অপছন্দ করি। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নীতিই অনুসরণ করে থাকি। পরবর্তীতে আমরা তাঁর নসীহতে বিরক্ত হয়ে যাই তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। (বুখারী)

٤٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّجُلَ بِشَيْئٍ يَكْرَهُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ وَعَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِاَصْحَابِهٖ لَوْ غَيَّرَ اَوْ نَزَعَ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ ـ

৪৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণনা–কারো কোন আচরণ অপছন্দ হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন তার এ দোষ মুখোমুখী সাধারণতঃ কমই প্রকাশ করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এল এবং তার পরিধানে ছিল হলুদ রংয়ের বস্ত্র। যখন সে মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াল তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদের বললেন, সে যদি এ রংটি পরিষ্কার করে ফেলত। (আদাবুল মুফরাদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ সমাজের দায়িত্বশীল প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যদি প্রতি পদক্ষেপেই লোকের ভুলভ্রান্তির প্রতি নির্দেশ দেয় তাতে সুফলের পরিবর্তে কুফল, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা ইত্যাদি সৃষ্টির আশংকা দেখা দিবে। এজন্য সংস্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞোচিত ও সুচিন্তিত ধ্যান ধারণার দ্বারাই কর্মপন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

٤٨- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلَا اُلْفِيَنَّكَ تَاتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعَ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلَّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابَهُ لَايَفْعَلُوْنَ ـ

৪৮. তাবিঈ হযরত ইকরিমা (রা.) এর বর্ণনা–হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রতি শুক্রবার দিন একবার ওয়াজ-নসীহত করবে । যদি পীড়াপীড়ি করে তাহলে দুবার, এরপরও যদি আকাংখা করে তাহলে তিনবার। লোকদেরকে এ কুরআনের ব্যাপারে বিরক্ত করবে না। এমন অবস্থা যেন না হয় যে, তুমি যখন লোকদের কাছে যাবে তখন তাদেরকে কোন কথাবার্তায় নিমগ্ন দেখতে পাবে, আর তখন তুমি এ অবস্থায় তাদের কাছে ওয়াজ-নসীহত শুরু করলে তখন তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটবে তখন তাদের অন্তর তোমার প্রতি ঘৃণায় বিদ্বেষী হয়ে উঠবে। বরং তুমি তখন এ অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করবে। তারা যদি আগ্রহ করে তোমার কাছে কিছু শুনতে ইচ্ছা করে তাহলে তাদেরকে কিছু বলবে। দোয়ার মধ্যে কাব্যের ছন্দ জুড়ে দিবে না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে দেখেছি, তাঁরা কখনো এরূপ করতেন না। (বুখারী, মিশকাত)

٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

৪৯. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামান পাঠানোর সময় বলেছেন ঃ তুমি আহলে কিতাবদের (ইহুদী-নাসারা) দের এলাকায় যাচ্ছ, সর্বপ্রথম তাদেরকে "আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, মুহম্মদ আল্লাহ্র রাসূল" এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান জানাবে তারা যদি এটা স্বীকার করে তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে

"আল্লাহ্ তাদের উপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন"। যদি তারা এটাও মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দেবে "আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দেবে"। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তাহলে বেছে বেছে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ নেয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। নির্যাতিতের ফরিয়াদ থেকে আত্মরক্ষা করবে। কেননা, নির্যাতিত ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দার প্রতিবন্ধকতা নেই। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

٥٠- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهُ -

৫০. হযরত আলী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি কতই না উত্তম। তার মুখাপেক্ষী হলে সে জ্ঞান দান করে তার উপকার করে এবং তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে সে হয় আত্মনির্ভরশীল। (মিশকাত)

٥١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا -

৫১. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন কথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। যখন তিনি কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন তখন তিনি তাদের তিনবার সালাম প্রদান করতেন। (বুখারী)

পারিবারিক জীবনে করণীয়

٥٢- عَنْ اَيُّوْبَ ابْنِ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلُ مِنْ اَدَابٍ حَسَنٍ -

৫২. হযরত আইউব ইবনে মূসা (রা.) থেকে তার পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন পিতা তার সন্তানদের উত্তম আচার-আচরণ অপেক্ষা অধিক ভাল আর কোন বস্তু দান করতে পারেনি। (তিরমিযী, মিশকাত)।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ পিতা-মাতাকে তাদের সন্তান সন্ততিকে উত্তম রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেয়া অপেক্ষা অধিক ভাল ও মূল্যবান আর কোন বস্তু উপহার দেয়ার মত নেই।

তাই ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের এরূপ পরিবেশে গড়ে তোলাই উচিত। আজ যাদের সন্তান-সন্ততি বিপথগামী তাদের মূলত দেখা যায় ছোট বেলায় তাদের প্রশ্রয় দেয়ার কারণেই এরূপ হয়েছে। এ কারণেই ছোট বেলায় দ্বীনী শিক্ষা দিলে তার প্রভাবে পরবর্তীতে অনুরূপ আশা করা যায়।

٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ -

৫৩. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার যাবতীয় জাগতিক কর্মকান্ডের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এরপরও তিন প্রকার কাজ তার নেক কাজের মধ্যে গণ্য হতে থাকে।

১. সদকায়ে জারিয়া।

২. এমন ইলম যা দ্বারা তার মৃত্যুর পরও লোকেরা উপকৃত হতে থাকে।

৩. এমন সৎকর্ম পরায়ণ সন্তান সন্তুতি যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম, মিশকাত)

٥٤- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ -

৫৪. হযরত আমর ইবনে শুআইব (রা.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণনা–তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সাত বছর বয়স হলে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের সালাতের নির্দেশ দেবে আর দশ বছর হওয়ার পর যদি তারা এ কাজে প্রবৃত্ত না হয় তখন তাদের প্রহার করবে আর তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আমাদের প্রত্যেকের উচিত সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই দ্বীনী শিক্ষার সাথে পরিচিত করে তোলা। তাদেরকে নানাভাবে তাকিদ করা সত্ত্বেও যদি তারা সালাতে মনোযোগী না হয় তাহলে তাদের বয়স দশ বছর পূর্ণ হলে তাদের উপর প্রয়োজনে কঠোরতা অবলম্বন করা যাবে। তারা দশ বছরে পদার্পণ করলে পর তাদের বিছানা পৃথক করে দেয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনতা

٥٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَائِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعده من النار -

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করবে সে যেন জাহান্নামে নিজের প্রকৃত ঠিকানা করে নেয়। অন্য এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি না জানা সত্ত্বেও কুরআন সম্পর্কে কথাবার্তা বলবে সে নিজের ঠিকানা জাহান্নামেই ঠিক করে নিল। (তিরমিযী)

٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ هَجَرْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اِخْتَلَفَا فِىْ اٰيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِىْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ اِنَّهُ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِى الْكِتَابِ -

৫৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.)-এর বর্ণনা। একদিন আমি দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ব্যক্তির সুউচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তারা দু'জনে কুরআনের কোন একটি আয়াত নিয়ে মতবিরোধ করছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে এলেন তখন তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হল। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হবার কারণেই এরা ধ্বংস হয়েছে। (মুসলিম, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কুরআন পাঠ ও আলোচনায় পারস্পরিক মতবিনিময় করাই সঙ্গত। কিন্তু এ নিয়ে বিরোধ করা ও বিতর্ক করা সম্পূর্ণ সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।

٥٧- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَقُصُّ اِلَّا اَمِيْرٌ اَوْ مَامُوْرٌ اَوْ مُخْتَالٌ۔

৫৭. হযরত আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমীর এবং তার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও ধোকাবাজ ব্যতীত আর কেউ কিচ্ছা-কাহিনী বলে না। (আবু দাউদ)

٥٨- عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعَيْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا اِبْنَ عُمَرَ اِذْ سَالَهٗ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا يَسْاَلُنِىْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ وَقَدْ قَتَلُوْا اِبْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هُمَا رَيْحَانَىْ فِى الدُّنْيَا ۔

৫৮. হযরত ইবনে আবু নু'আ'ইম (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রা.)-এর কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁকে মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কোথাকার লোক ? সে বলল, ইরাকের। তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তির প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর, সে আমার

কাছে মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ এরাই নবী করীম (সা.)-এর কলিজার টুকরা দৌহিত্র হোসাইনকে হত্যা করেছে। আমি নবী করীম (সা.)কে বলতে শুনেছি, "তাঁরা দু'জনই (অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন) দুনিয়াতে আমার দু'টি ফুল।" (আদাবুল মুফরাদ)

٥٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلٰى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلٰى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَانَهُ۔

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে অজ্ঞতা প্রসূত ফতোয়া দেয়া হয় তার গুনাহ ফতোয়াদানকারীর উপরই পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দেয় যে সম্পর্কে সে জানে যে, কল্যাণ এর বিপরীতমুখী রয়েছে, সে নিসন্দেহে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে গণ্য হবে। (আবু দাউদ)

নিকৃষ্ট বিদ্যা অর্জনকারীর পরিণতি

٦٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا۔

৬০. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বিদ্যা অর্জন করল যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, কিন্তু সে পার্থিব উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করেছে, সে ব্যক্তির জান্নাতের সুগন্ধটুকুও নসীব হবে না। (আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ -

৬১. হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির কাছে এমন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যা সে অবগত আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা গোপন করল, কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তিকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

٦٢- عَنْ سُفْيَانَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِكَعْبٍ مِنْ اَرْبَابِ الْعِلْمِ قَالَ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ اَلطَّمْعُ -

৬২. হযরত সুফিয়ান (রা.) এর বর্ণনা–হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কাআ'ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, ইলমের অধিকারী কারা? তখন তিনি বললেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেছে। হযরত উমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আলিমদের অন্তর থেকে ইলম কিসে বের করে দেয়? হযরত কাআ'ব (রা.) বলেন, লোভ-লালসা। (দারিমী)

٦٣- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ -

৬৩. হযরত কাআ'ব ইবনে মালেক (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আলিমের সামনে আত্মগোচর করার উদ্দেশ্যে অথবা নির্বোধদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য অথবা নিজের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অর্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযী)

٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ يَقُوْلُوْنَ نَأْتِى الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبَ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلَهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لَا يَجْتَنِيْ مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكَ كَذٰلِكَ لَا يَجْتَنِىْ مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِى الْخَطَايَا ـ

৬৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ অচিরেই আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক দ্বীন সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান অর্জন করবে এবং তারা কুরআনও পাঠ করবে এবং বলবে, "আমরা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী ও ক্ষমতাধরদের কাছে গিয়ে তাদের কাছ থেকে কিছু পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করব এবং আমরা নিজেদের দ্বীনকে অক্ষুণ্ন রেখে তাদের কাছ থেকে সরে পড়ব"। কিন্তু তা কি সম্ভব! যেমন কাঁটাযুক্ত কাতাদ গাছ থেকে কাঁটা ছাড়া আর কোন কিছু লাভ করা যায় না, তেমনি এসব ব্যক্তিদের কাছ থেকেও ভাল কোন কিছু লাভ করা যায় না, কিন্তু ....। অধস্তন রাবী মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ (রা.) বলেন, "রাষ্ট্র পরিচালক ও ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে গুনাহ ব্যতীত আর কিছুই উপার্জনের আশা করা যায় না।" ('কিন্তু' শব্দটির দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) সেদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।) (ইবনে মাজাহ)

٦٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَضَعُوْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ سَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ أَهْلَ الدُّنْيَا لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ أَحْوَالَ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ ـ

৬৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আলিমগণ যদি ইলমের হিফাযত আন্তরিকভাবে করে তা উপযুক্ত পাত্রে দান করত, তাহলে তারা তাদের যুগের নেতৃত্বপদে বহাল থাকত। (মূলত দেখা গেছে) তারা এ সব ইলম দুনিয়াদার লোকদেরকে দান করেছে, যাতে তারা তাদের পার্থিব সম্পদে ভাগ বসাতে পারে। ফলে এ ধরনের আলিমগণ দুনিয়াদার লোকদের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা-ভাবনা একমাত্র আখিরাতের দিকেই ধাবিত করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর পার্থিব অবস্থা ও পরিস্থিতি যার সকল চিন্তা-ভাবনার মূল হয়, তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন ওয়াদা নেই, সে দুনিয়ার কোন প্রান্তরে ধ্বংস হলেও আল্লাহ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। (ইবনে মাজাহ)

٦٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَعُوْذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا قَالَ اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَكَذَا ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ فِيْهِ وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ قَالَ الْمُحَارِبِىْ يَعْنِى الْجَوْرَةَ ـ

৬৬. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে পরিত্রাণের নিমিত্ত আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'জুব্বুল হুযন' কি? তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের একটি সুগভীর সংকীর্ণ উপত্যকা যার থেকে জাহান্নাম দৈনিক চারশতবার আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তখন জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! এতে কারা প্রবেশ করবে? তখন তিনি বলেন ঃ কুরআনের সে সকল আলিম যারা নিজেদের আমলের প্রদর্শনী করত। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)। ইবনে মাজাহ গ্রন্থে আরো আছে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সর্ব নিকৃষ্ট আলিম হল যারা সমসাময়িক শাসকগোষ্ঠীর দরবারে যাতায়াত করে। রাবী মুহারিবী (রা.) ব্যাখ্যা করেন, এখানে শাসকগোষ্ঠী বলতে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (মিশকাত)

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বীনী কাজের সফলতা

দ্বীনের রক্ষণা-বেক্ষণ

٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَءَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ (صحيح مسلم) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ هُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ سُنَّتِىْ -

৬৭. হযরত আবূ হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ ইসলাম অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্য দিয়ে সমাজে প্রবেশ করে তা অচিরেই যেভাবে আরম্ভ হয়েছিল ঠিক সে অবস্থায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে। এক্ষেত্রে যারা প্রতিকূল পরিবেশে দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগ করে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে তাদের জন্যই রয়েছে মহাসুসংবাদ। (মুসলিম)

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ এরাই হবে সেসব লোক যারা আমার পরে লোকজন কর্তৃক বিপর্যস্ত করা আমার দেয়া জীবন বিধান সঠিক করে পুনঃ পরিচালিত করবে। (মিশকাত)

٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ -

৬৮. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে আমার উম্মাতের অধপতন ও বিপর্যয় সময়ে আমার জীবন বিধানকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তার জন্য নিহিত রয়েছে শত শহীদের সওয়াব। (বায়হাকী থেকে মিশকাতে)

٦٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -

৬৯. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে তখন দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকা লোকেরা জ্বলন্ত আগুনের কয়লা ধারণকারীর অনুরূপ। (তিরমিযী, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানব জীবনে দ্বীন শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দ্বীনের উত্থানেই বাতিল প্রচারকারীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দ্বীন শব্দকে যদি কেবল পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তখন কোন বাতিল শক্তিই দ্বীনের কথায় ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রচলিত তাবলীগ জামাতের ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।

٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِىْ بِلَادِ اللّٰهِ -

৭০. হযরত উমর (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি শাস্তি কার্যকর করা আল্লাহ্র জনপদসমূহে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার চাইতেও অধিক কল্যাণকর। (ইবনে মাজাহ)

٧١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -

৭১. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যালিম স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলবে, সেটাই তার জন্য সর্বোত্তম জিহাদ বলে বিবেচিত হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

٧٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

৭২. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় কাজ করতে দেখে সে যেন তার হাতের সাহায্যে তা বাধা প্রদান করে। সেরূপ সামর্থ না থাকলে সে যেন কথার দ্বারা তা বাধা প্রদান করে। যদি সে সামর্থও তার না থাকে সে যেন এরূপ কাজের প্রতি ঘৃণিত মনোভাব পোষণ করে। আর এটাই হল ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

٧٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُدَّهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُّوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلاَهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَسْفَلِهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلاَهَا فَتَاَذَّوْا بِهٖ فَاَخَذَ فَاْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ قَدْ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلاَبُدَّ لِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ ـ

৭৩. হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি প্রদানে যারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে আর যারা লংঘনকারী তাদের দৃষ্টান্ত হল ঃ যেমন একদল লোক সমুদ্রগামী

জাহাজে আরোহণের জন্য লটারী করল। তাদের কতক লোক জাহাজের উপর তলায়, আর কতক লোক নিচ তলায় স্থান পেল। অতপর নিচ তলার এক ব্যক্তি বার বার পানির জন্য উপর তলায় যাতায়াত করতে লাগল। তাতে উপর তলার লোকেরা কষ্টবোধ করত। তাই নিচ তলার এক ব্যক্তি হাতিয়ার দিয়ে জাহাজের তলা ছিদ্র করতে লাগল। উপর তলার লোকেরা এসে তাকে বলল, তুমি এটা কি করছ? সে জবাব দিল, আমার বার বার পানির জন্য যাতায়াতে তোমরা যেহেতু কষ্টবোধ করছ। আর আমারও পানির প্রয়োজন তাই এটা করছি। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি উপর তলার লোকেরা তাকে হাত ধরে বিরত করে তবে তারা তাকেও বাঁচাল এবং নিজেরাও বাঁচল। আর যদি বাধা প্রদান না করে তাহলে তারা তাকেও ধ্বংস করল এবং নিজদেরকেও ধ্বংসের মুখে নিশ্চিত ঠেলে দিল। (বুখারী ও তিরমিযী)

দ্বীনী চিন্তা-চেতনার মূল্যায়ন

٧٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِذَا كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اِلَّا اَنْ تَنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৭৪. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কখনো দু'টি কাজের মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হলে তিনি সহজ কাজটিই বেছে নিতেন, যদি তা গুনাহের পর্যায়ে না পড়ত। যদি তা গুনাহের পর্যায়ে পড়ত তাহলে তিনি তা থেকে সর্বাপেক্ষা বেশিই দূরে অবস্থান নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হবার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কখনো দ্বিধাবোধ করতেন না। (আদাবুল মুফরাদ)।

٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى اِحْمَرَّ وَجْهُهُ

حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِىَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِى هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَلَّا تَتَنَازَعُوْا فِيْهِ ـ

৭৫. আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন আমাদের কাছে এলেন তখন আমরা তাকদীর সম্পর্কে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এতে তিনি এতই অসন্তুষ্ট হলেন যে তাঁর চেহারা মোবারক লাল হয়ে তাঁর দুই গালে যেন ডালিমের রস নিংড়ে দেয়া হয়েছে। (এমন ভাব পরিলক্ষিত হল।) আমাদের তিনি বলেন ঃ এ কাজের জন্য কি তোমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এ উদ্দেশ্যেই কি আমি প্রেরিত হয়েছি? এসব বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণেই তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি ঃ সাবধান! এসব বিষয়ে তোমরা কখনো আর বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে না। (তিরমিযী)

٧٦- عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَمْنَعَنَّ رَجُلٌ اَهْلَهٗ اَنْ يَاتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ اِبْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاِنَّا نَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى مَاتَ ـ

৭৬. হযরত মুজাহিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "কেউ যেন তার স্ত্রীকে মসজিদে আসতে বাধা না দেয়"। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর এক পুত্র বলল, আমরা অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেব। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বলছি, আর তুমি একথা বলছ! আবদুল্লাহ (রা.) ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এ ছেলের সাথে আর কথা বলেননি। (মুসনাদে আহমদ)

٧٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ مُتَخَلِّقٌ بِخَلُوْقٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَاَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعْرَضْتَ عَنِّىْ قَالَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ جَمْرَةٌ -

৭৭. হযরত আলী (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলুদ রংয়ের সুগন্ধি মেখেছিল। তিনি লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাদের সালাম দিলেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করলে লোকটি বলল আপনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমার দুই চোখের মাঝখানে জ্বলন্ত অঙ্গার রয়েছে।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এখানে সুগন্ধি 'খালুক; শব্দ এর দ্বারা এমন আতর বুঝানো হয়েছে যার সাথে কুমকুম মিশ্রিত থাকে এবং তা কাপড়ে মাখলে হলুদ বরণ ধারণ করে। এ রং রাসূলুল্লাহ (সা.) অপছন্দ করতেন। এ হাদীসের মর্মানুযায়ী পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সালাম না দেয়ার নির্দেশ গ্রহণ করা যায়।

٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَاتَعُوْدُوْا شَارِبَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِضُوْا -

৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) এর বর্ণনা মদ পানকারী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তোমরা তাকে দেখতে যাবে না বা সেবা করবে না। (আদাবুল মুফরাদ)।

٧٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا بَلَغَهَا اَنَّ اَهْلَ بَيْتٍ فِىْ دَارِهَا كَانُوْا سُكَّانًا فِيْهَا عِنْدَهُمْ نَرْدٌ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِمْ لَئِنْ لَمْ تَخْرُجُوْهَا لَاُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِىْ وَاَنْكَرَتْ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ -

৭৯. হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা, তিনি জানতে পারলেন, তার বাড়িতে বসবাসকারী একটি পরিবারের কাছে দাবা খেলার সরঞ্জামাদি রয়েছে।

তিনি তাদেরকে বলে পাঠালেন, যদি তোমরা এগুলো ফেলে না দাও তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার বাড়ী থেকে বের করে দেব। তিনি তাদের দাবা খেলার ব্যাপারে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। (আদাবুল মুফরাদ)।

٨٠- عَنْ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ اَتَاهُ الدِّهْقَانُ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّيْ قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَاُحِبُّ اَنْ تَاْتِيَنِيْ بِاَشْرَافِ مَنْ مَعَكَ فَاِنَّهُ اَقْوٰى لِيْ فِيْ عَمَلِيْ وَاَشْرَفُ لِيْ قَالَ اِنَّا لَانَسْتَطِيْعُ اَنْ نَدْخُلَ كَنَائِسَكُمْ هٰذِهٖ مَعَ الصُّوَرِ الَّتِيْ فِيْهَا ـ

৮০. হযরত উমর (রা.)-এর আযাদকৃত দাস আসলাম (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, যখন আমরা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর সাথে সিরিয়া পৌছলাম তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্য খানার আয়োজন করেছি। আমার ইচ্ছা আপনি আপনার সম্মানিত সহচরদের নিয়ে আমার বাড়ীতে আসুন। এতে আমার কাজের উদ্দ্যম বৃদ্ধি পাবে এবং আমার সম্মান বর্ধিত হবে। তখন উমর (রা.) বলেন, আমরা তোমাদের এসব গির্জায় মূর্তি থাকা অবস্থায় তাতে প্রবেশ করতে পারি না। (আদাবুল মুফরাদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় বসবাসের সময় কা'বা ঘরে দু' রাকআত সালাত আদায়ের ইচ্ছা করেছিলেন। অথচ তখন কাবাঘরে শত শত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে হযরত উমর (রা.) কি রাসূল (সা.) অপেক্ষা অধিক সতর্ক ছিলেন? এর প্রকৃত ব্যাখ্যা হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় অবস্থানকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না ; বরং তখন অত্যন্ত অসহায় ও নির্যাতিতের জীবন অতিবিহিত করছিলেন। এ অবস্থায় উল্লেখিত পরিবেশ সহ্য করা শরীআতের দৃষ্টিতে দুষণীয় ছিল না। কিন্তু বিজয়ীর বেশে উমর (রা.) রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তখন সিরিয়া গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় এ ধরনের একটি নাফরমানী কাজে পরিবেশের উদারতা প্রদর্শন ইসলামী দৃষ্টিভংগীর পরিপন্থী কাজ বলে পরিগণিত।

٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَالِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَكُوْنَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلَاعَرِيْفًا وَشُرْطِيًّا -

৮১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ শেষ জমানায় স্বৈরাচারী শাসক, অসৎ মন্ত্রী, বিশ্বাসঘাতক বিচারক ও মিথ্যাবাদী ফকীহদের আবির্ভাব হবে। যারা তোমাদের মধ্যে সে যুগ পাবে তারা যেন তাদের কর আদায়কারী তহসিলদার না হয় এবং তাদের কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ না করে ও তাদের অধীনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে যেন সম্মত না হয়। (তাবারানী)।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে উল্লেখিত নির্দেশনা এজন্য প্রদান করা হয়েছে যে, এ ধরনের যালিম ব্যক্তিদের অধীনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করলে একজন মুমিনের জীবনে অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে এবং সে তাদের অনুকরণ ও অনুসরণে অনেক নাফরমানী কাজে লিপ্ত হবে তাই এ নিষেধাজ্ঞা।

٨٢- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ -

৮২. হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে সম্মান প্রদর্শন করবে সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে তাকে সাহায্য করল বলে বিবেচিত হল। (বায়হাকী)।

٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهٖ نَفْسَهٗ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ -

৮৩. হযত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে কোন দিন জিহাদ করেনি এবং মনে জিহাদের আকাঙ্খাও জাগেনি, সে এক প্রকারের মুনাফিকি অবস্থায় যেন মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)।

٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَانِ لَاتَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ দুই প্রকারের চোখকে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না।

১. যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় কেঁদেছে ।

২. রাতভর যে চোখ রাত জেগে আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারারত ছিল। (তিরমিযী)

চতুর্থ অধ্যায়

ইবাদাতের ফযীলত

সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা

٨٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاإِيْمَانَ لِمَنْ لَاأَمَانَةَ لَهُ وَلَاصَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَاصَلَاةَ لَهُ إِنَّمَا مَوْضَعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضَعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ -

৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমানতদারি যার নেই তার ঈমান নেই, যার পবিত্রতা নেই তার সালাত নেই, যার সালাত নেই তার দ্বীনও নেই। দ্বীনের মধ্যে সালাতের স্থান শরীরের মধ্যে মাথার স্থানের সমতুল্য। (তাবারানী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ সালাত শব্দটি আরবী। বাংলা একে নামায বলা হয়। সালাত এর সুপ্রসিদ্ধ চারটি শাব্দিক অর্থ রয়েছে। যেমন (১) ইবাদাত বা প্রার্থনা, (২) অনুগ্রহ, (৩) পবিত্রতা, ৪. ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। পরিভাষায় সালাত এমন একটি সুনির্দিষ্ট ইবাদত যা নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একাগ্রচিত্তে আদায় করা হয়ে থাকে। ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির মধ্যে প্রধানই হল সালাত। এ সালাতের মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। বান্দাহ পারত্রিক জীবনের পরম পাওয়া সুমহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় সালাতের মধ্যে নিমগ্ন থেকে তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে। এজন্য ইসলামে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ "সালাত হচ্ছে মুমিনের মি'রাজ"।

(১) সালাত জান্নাতের চাবি।

(২) সালাত আদায়ের মাধ্যমেই দ্বীনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সালাত পরিত্যাগে দ্বীনের ধ্বংস সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"সালাত হচ্ছে দ্বীনের মূল ভিত্তি। যে সালাত আদায় করে সে দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে। আর যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে সে দ্বীনকে ধ্বংস করে।

বান্দার সালাত আদায়ের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র প্রতি তার চরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কুরআনে সালাত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে"। (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)

٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالُوْا لَايَبْقَى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْئٌ قَالَ فَذَالِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা কি ধারণা কর, যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার দেহে কি কোন ময়লা থাকবে? সাহাবীগণ আরয করলেন, তার দেহে কোন ময়লা থাকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ এটাই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তুলনা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের গুনাহসমূহ মাফ করেন। (বুখারী)

٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهٖ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهٖ الدَّرَجَاتُ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ ـ

৮৭. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন পথ দেখাব না যার দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি করা হবে? সাহাবীগণ আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই আমাদেরকে তা বলে দিন। তখন তিনি বলেন ঃ কষ্টকর পরিস্থিতিতেও পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা, মসজিদসমূহে বেশি বেশি যাওয়া এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী ওয়াক্তের প্রতীক্ষায় থাকা। এটাই হচ্ছে তোমাদের 'রিবাত' (অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশে সীমান্ত প্রহরায় থাকার সওয়াবের সমান)। ইমাম মালেক (রা.) এর বর্ণনায় আরও রয়েছে, এটাই হচ্ছে 'রিবাত' কথাটি রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'বার বলেছেন। (মুসলিম)

٨٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ الْاِيْمَانَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

৮৮. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যখন তোমরা দেখ কোন ব্যক্তি নিয়মিত মসজিদে গমনাগমন করছে তখন তোমরা তার ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করবে। কেননা, আল্লাহ্ বলেন ঃ "আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারীগণই আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ রাখে"। (সূরা তওবা ঃ ১৮) (তিরমিযী)

٨٩- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৮৯. হযরত বুরাইদা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীগণকে ক্বিয়ামতের দিন যদি পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ প্রদান করুন। (তিরমিযী)

٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدْ اِضْطَرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِنْبَسَطَتْ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَعَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا ـ

৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কৃপণ ও দানকারী দু' ব্যক্তি এমন দুই ব্যক্তির সাথে দৃষ্টান্তস্বরূপ, যাদের পরিধানে রয়েছে লৌহবর্ম। তাদের উভয়ের হাত বুক ও কণ্ঠনালীর মাঝখানে আটকে রয়েছে। দানকারী ব্যক্তি যখনই দান করে তখনই তার লৌহবর্ম প্রশস্ত হয়। আর কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা পোষণ করে তখনই তার লৌহবর্ম আরও সংকীর্ণ হয়ে যায় এর প্রতিটি বৃত্ত স্ব স্ব স্থানে অনড় থাকে। (মুসলিম)

٩١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ ـ

৯১. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ কোন সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রন হলে তা এ সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (মুসনাদে ইমাম শাফিঈ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলামী চিন্তাবিদগণ 'যাকাতের সম্পদের সংমিশ্রণ'-এর দ্বিবিধ অর্থ করে বলেন ঃ

১. যে সম্পদের উপর যাকাত ফরয তা থেকে যাকাতের অংশ যদি পৃথক না করা হয় তাহলে গোটা সম্পদই বরকতহীনে পরিণত হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা মুসলমানের জন্য ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে যায় এবং তা লয়প্রাপ্ত হয়।

২. কোন সামর্থবান ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যাকাত যদি গ্রহণ করে এটা নিজ হালাল পন্থায় অর্জিত সম্পদের সাথে একত্রিত করে, তাহলে সে যাকাতের সম্পদের কারণে সম্পূর্ণ সম্পদই অপবিত্র সম্পদে পরিণত হবে।

রোযার ফযীলত ও মাহাত্ম্য

৯২- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ لَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

৯২. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না তার (সিয়াম পালন) পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ রোযা হল ফারসী শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ সাওম। কোরআনে সিয়াম হল প্রচলিত শব্দ। বাংলা ভাষায় সিয়ামের পরিবর্তে রোযা শব্দটিই প্রচলিত হয়েছে। আমাদের উচিত রোযাকে সিয়াম হিসেবেই চিহ্নিত করা। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, আত্মসংযম, অবিরাম চেষ্টা সাধনা ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ পালনের সংকল্পে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার ও যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকেই সাওম বা রোযা বলে। ইসলামে ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরেই সিয়ামের স্থান। এটা ইসলামের চতুর্থ রোকন। মানবজীবনে কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য এটিকে অপরিহার্য ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সাওম মানুষকে কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা করে এবং সহনশীলতার উপলব্ধি ও শিক্ষা দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "সিয়াম হল ঢাল স্বরূপ।" আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই সিয়াম রাখা হয়। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখিত হয়েছে, সাওম পালনকারীকে আল্লাহ্ উদ্দেশ্য করে বলেন, "একমাত্র সাওম আমারই জন্য, আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব।"

হজ্বের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

৯৩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتٰى هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

৯৩. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ কা'বা ঘরের হজ্ব করে কোন অশ্লীল এবং অসৎ কাজে জড়িত হয়না, সে ব্যক্তি মায়ের উদর থেকে জন্মদিনের মতই নিষ্পাপ। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ হজ্ব আরবী শব্দ এর আভিধানিক অর্থ হল ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা সংকল্প, সাক্ষাত, মহান সংকল্প, বাসনা পোষণ করা। ইসলামী পরিভাষায় সুমহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের অভিপ্রায়ে নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে পবিত্র কা'বা ঘর যিয়ারত করাকে হজ্ব বলা হয়। এটি ইসলামের পঞ্চম রোকন। হজ্ব পালন করা প্রত্যেক সামর্থবানদের জন্য ফরয। হজ্ব হল ইসলামী উম্মাহর আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন। হজ্বের মাধ্যমে বিশ্বের মুসলমানদের মিলন ও ঐক্যের শপথ নেয়ার এক অনন্য সুযোগ হয়, এর মাধ্যমেই ইহ্‌কাল ও পারলৌকিক মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

নফল ইবাদতে সফলতা

٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذَالِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَالِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسْبِ ذَالِكَ -

৯৪. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম সালাতের হিসেব নেয়া হবে। সে তা সঠিক হিসেব দিতে পারলে কৃতকার্য আর যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হবে। যদি তার ফরযসমূহের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকে তাহলে মহান

আল্লাহ বলবেন ঃ দেখ, আমার বান্দার কোন নফল ইবাদাত রয়েছে কিনা ? যদি থাকে তাহলে তা দিয়ে তার ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। এরপর একইভাবে তার অন্যান্য ইবাদাতেরও হিসেব নেয়া হবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, এরপর এভাবেই তার যাকাতেরও হিসেব নেয়া হবে। তারপর এ নিয়মেই তার অন্যান্য ইবাদাতের হিসেব নেয়া হবে। (আবু দাউদ)

٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ

৯৫. হযরত আবু হোরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহশীল হোন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজ স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং সেও নামায পড়ে। যদি স্ত্রী ঘুম থেকে উঠতে না চায় তাহলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ্ সে মহিলাকেও রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং নিজের স্বামীকেও ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয় এবং সেও সালাত আদায় করে। স্বামী ঘুম থেকে উঠতে না চাইলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। (আবু দাউদ)

٩٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ ـ

৯৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে মুসলিম পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঘুমিয়ে গভীর রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কল্যাণ ও বরকতের জন্য যে প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। (মুসনাদ)

যিকর ও কোরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

٩٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهَا جُمَّاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رُهْبَانِيَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهٖ فَاِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَاَخْزِنْ لِسَانَكَ اِلَّا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّكَ بِذَالِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ -

৯৭. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌ভীতি নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে। কেননা আল্লাহ্‌ভীতিই হল যাবতীয় কল্যাণের উৎস। আর নিজের জন্য জিহাদকেও অপরিহার্য কর। কেননা জিহাদই মুসলমানদের বৈরাগ্য। আর তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র যিকর এবং কুরআন পাঠ করবে। কেননা, কুরআন পৃথিবীতে তোমার জন্য আলোকবর্তিকা এবং উর্ধ্ব জগতে তোমার আলোচনা হওয়ার একমাত্র অবলম্বন। নিজ জিহ্বাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত কর এবং দোষণীয় কাজ থেকে বিরত থাক। তবে এভাবে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হতে পারবে। (তাবারানীর আল-মু'জামুস সগীর)

٩٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَاُ كَمَا يَصْدَاُ الْحَدِيْدُ اِذَا اَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا جَلَاءُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ -

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে' উমর (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ লোহাতে পানি পড়লে যেভাবে মরিচা পড়ে তেমনি

মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের এ মরিচা কিভাবে দূর করা যায়? তিনি বললেন ঃ অত্যাধিক পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেই তা দূর করা যায়। (বায়হাকী)

৯৯- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ ـ

৯৯. হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কুরআনের সাথে তোমাদের মন যতক্ষণ নিবিষ্ট থাকবে ততক্ষণই তা পাঠ করবে। যখন অনীহা ভাব দেখা দিবে তখন তিলাওয়াত বন্ধ করে দেবে। (বুখারী)

মানব জীবনে সফলতা

১০০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوْبٰى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

১০০. আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক বেদূঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, কোন প্রকারের মানুষ উত্তম? তখন রাসূল (সা.) বললেন ঃ সুসংবাদ তার জন্য যে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছে আর তার মধ্যে ভাল কাজসমূহের সমারোহ হয়েছে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি ধরনের কাজ সর্বোত্তম? তিনি জবাবে বললেন ঃ তুমি পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিবে যখন তোমার রসনা আল্লাহ্র যিকরে সিক্ত। (মুসনাদ, তিরমিযী)

١٠١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْتَجَعَ مَضْجَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ -

১০১. আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ননা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্থানে বসল অথচ তখন সে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করল না, আল্লাহ্‌র আদেশে এ বসা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। অনুরূপ কোন ব্যক্তি কোন বিছানায় শুতে যেয়ে সে স্থানে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ না করলে আল্লাহ্‌র আদেশে এ শয়ন তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। (আবু দাঊদ)

١٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحْمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ -

১০২. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ বান্দার দোয়া তখনই কবুল করা হয়, যখন সে পাপ কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করার দোয়া করে এবং দোয়া কবুলের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ না করে। তখন জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অস্থিরতার অর্থ কি ? তখন তিনি বললেন ঃ বান্দার এরূপ বলা, আমি অনেক দোয়া করেছি, অথচ আমার কোন দোয়াই কবুল হল না। এরপর থেকে সে বিরক্ত ও নিরাশ হয়ে দোয়া করা থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম)

١٠٣- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْاَعْلٰى لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ

لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ لَآإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

১০৩. হযরত আবদুল্লাহর ইবনে যুবায়ের (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখনই সুউচ্চ স্বরে বলতেন ঃ “আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং যাবতীয় প্রশংসাও তাঁরই সকল বস্তুর ওপরই তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপায় ও শক্তি নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করি। সব নিয়ামত, সব অনুগ্রহ এবং সব প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। একনিষ্ঠভাবে দ্বীনকে কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে, কাফিরদের যতই তা অপছন্দনীয় হোক না কেন।” (মুসলিম)

١٠٤- عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ قَالَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَ وَسَقٰى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ـ

১০৪. হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন পানাহার করতেন তখন বলতেনঃ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, তিনি খাদ্যবস্তুকে সহজে কণ্ঠনালী অতিক্রম করিয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত পৌছালেন এবং (অপ্রয়োজনীয় অংশ) বেরিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছেন।” (আবু দাউদ)

١٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ

الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

১০৫. হযরত ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা—রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সফরের উদ্দেশে উটের পিঠে আরোহণ করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলে তারপর বলতেন ঃ 'মহান ও পবিত্র সে সত্তা, যিনি এটিকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হত না এবং আমরা আমাদের রবের দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ্! আমরা আমাদের এ সফরে আপনার কাছে পুণ্য ও তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং আপনার পছন্দনীয় যাবতীয় কাজ করার সুযোগ কামনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে আপনি আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে সফরের কষ্ট থেকে, বিষাদিত দৃশ্য থেকে এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদে অকল্যাণকর পরিবর্তন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন তখনও তিনি এ দোয়াই পাঠ করতেন এবং আরও যোগ করতেন ঃ "আমরা তওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হিসেবে ফিরে এলাম। (মুসলিম)

١٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىْ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ

لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ -

১০৬. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আপনি আমার দ্বীন সঠিক করে দিন যা পবিত্র করবে আমার কর্মপন্থা, সঠিক করে দিন আমার পার্থিব জগত যা আমার জীবন যাপনের ক্ষেত্র, সঠিক করে দিন আমার পরকাল যেখানে আমাকে ফিরে যেতে হবে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে আমার হায়াত বৃদ্ধি করুন এবং প্রতিটি অকল্যাণকর কাজ থেকে আমার মৃত্যুকে আমার জন্য শান্তিদায়ক করে দিন। (মুসলিম)

١٠٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلاَمًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ بَلٰى قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ االدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَالِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِيْ -

১০৭. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমার জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দেবো না যা পাঠ করলে আল্লাহ্ তোমার দুশ্চিন্তা দূরীভূত করে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন? সে বলল, অবশ্যই তা বলে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় বলবে, "হে আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে তোমার

কাছে প্রার্থনা করছি, অপারগতা ও অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই; কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের শত্রুতা থেকে তোমার আশ্রয় চাই"। লোকটি বলল, অমি এ দোআ পড়তে থাকলাম আর আল্লাহ্ আমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন এবং ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। (আবু দাউদ)

١٠٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاتِىَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اَنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذَالِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا

১০৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হওয়ার সময় বলে, "আল্লাহ্র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং যে সন্তান তুমি দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ," তাহলে এ মিলনের ফলে আল্লাহ্ তাকে সুসন্তান প্রদান করলে শয়তান কখনও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী-মুসলিম)

١٠٩- عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَهْلِهِ.

১০৯. হযরত আবু মালেক (কাব ইবনে আসেম) আল-আশআরী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ্! আমার ঘরে প্রবেশ এবং বের হওয়া যেন কল্যাণকর হয়। আমি আল্লাহর নামে ঘরে প্রবেশ করেছি এবং আপনারই ওপর ভরসা করেছি।" এরপর সে তার ঘরে পরিবারবর্গকে সালাম দেবে। (আবু দাউদ)

١١٠- عَنْ أُمِّ مَعْبَدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُـوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّـرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَـاقِ وَعَـمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَـانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ۔

১১০. হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন–"হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে মুনাফিকি থেকে, আমার কাজকে রিয়া থেকে, আমার রসনাকে মিথ্যা থেকে আমার দৃষ্টিকে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয় আপনি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে অবগত।" (বায়হাকী)

পঞ্চম অধ্যায়

চরিত্রের পরিপূর্ণতা

নৈতিকতার বিধি-বিধান

١١١- عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ ـ

১১১. হযরত ইমাম মালেক (রা.) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমি মানবজাতির মধ্যে মহোত্তম নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (মুওয়াত্তা)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মূল হাদীসে 'মাকারিমূল আখলাক' উদ্ধৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন মহোত্তম নৈতিক ধ্যান-ধারণা, মুলনীতি ও গুণাবলী যার উপর ভিত্তি করে একটি পবিত্র ও উন্নত মানব জীবন এবং সৎকর্মশীল মানব সমাজ গড়ে উঠে।

সর্বোত্তম মু'মিন

١١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ـ

১১২. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসে উত্তম আখলাক ও চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

١١٣- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ

فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا الْاِثْمُ قَالَ اِذَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ شَىْءٌ فَدَعْهُ ـ

১১৩. হযরত আবু উমামা (রা.) এর বর্ণনা–এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ যখনই তোমার ভাল কাজগুলো তোমাকে আনন্দ দান করবে এবং তোমার মন্দ কাজ তোমাকে পীড়া দেবে তখনই তুমি মুমিন হিসেবে বিবেচিত হবে। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুনাহ কি? তিনি বললেন ঃ যখন কোন কাজ করতে তোমার বিবেক বাধা দেয় তখনই তা পরিত্যাগ কর। (মুসনাদে আহমদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী পাপ-পুণ্যের তখনই নির্ভরযোগ্য হতে পারে যখন মানুষের বিবেক জাগ্রত থাকে এবং স্বভাব-প্রকৃতি পারিপার্শ্বিকতার কুপ্রভাবে ও নিজের কুকর্মের দ্বারা কলুষিত না হয়।

চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ ভীরুতার দৃষ্টান্ত

١١٤- عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهٖ حَذْرًا لِمَا بِهٖ بَأْسٌ -

১১৪. আতিয়া আস-সাদী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে যে কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারবে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানব জীবনে অনেক সময় বৈধ কাজ অবৈধ কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন মুমিন ব্যক্তির সামনে কেবল বৈধতার দিকটিই থাকবে না ; বরং এ বৈধ কাজ কোথাও যেন অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুত্তাকী সুলভ জীবনের দৃষ্টান্ত

١١٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -

১১৫. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ হে আয়েশা! ছোট ছোট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন কর। কেননা এর জন্যও তোমাকে আল্লাহর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। (ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ গুনাহে কবীরা যেমন কোন মুসলমানের মুক্তিপথকে বিপদগ্রস্ত করে, তেমনি ছোট গুনাহেও কম বিপদ আনয়ন করে না। ছোট গুনাহকে নগণ্য মনে হলেও তা বার বার করলে তা বড় গোনাহতে পরিণত হয়।

হাফিজ ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) এর মতে গুনাহ যত ছোট বরং সে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে স্মরণ কর যাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃসাহস করা হচ্ছে। আল্লাহ্র ভয়ংকর শাস্তির স্মরণ থাকলে মানুষ কখনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গুনাহেরও দুঃসাহস করতে পারে না।

١١٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقُهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ إِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.

১১৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন জীবই মৃত্যুবরণ করবে না। সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, বৈধ পন্থায় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে তা উপার্জনে অবৈধ পথে পরিচালিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা কেবল তার আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। (ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসটিতে যে সত্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ।

১. যদি কোন ব্যক্তি রিযিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অথবা বিলম্ব অনুভব করে তাহলে তার কোন অবস্থাতেই হতাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তার জন্য যে পরিমাণ রিযিক নির্ধারণ করেছেন তা সে বিলম্বেই হোক অথবা সহসাই হোক, অবশ্যই সে তা লাভ করবে।

২. আমরা অনেক সময় দেখতে পাই যে, কোন কোন মানুষ আল্লাহ্র অবাধ্যতা সত্ত্বেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ্র তরফ থেকে এদের জন্য একটা অবকাশ স্বরূপ। এর পরই দেখা যাবে হঠাৎ একদিন এদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হবে। প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ একমাত্র আল্লাহ্র প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব।

١١٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالُ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْهُ فَيُبَارِكُ

لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيْثَ ـ

১১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ অসৎ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ থেকে কোন ব্যক্তি তা দান করলে তা কবুল হবে এবং সে তার এ সম্পদে বরকত প্রাপ্ত হবে এরূপ কখনও হতে পারে না। তার পরিত্যক্ত হারাম সম্পদ কেবল তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় হতে পারে। আল্লাহ্র চিরন্তন নিয়ম হচ্ছে, তিনি মন্দের দ্বারা মন্দকে নিশ্চিহ্ন করেন না বরং ভাল দ্বারাই মন্দকে নিশ্চিহ্ন করেন। নাপাক দ্বারা নাপাক দূর করা যায় না। (মুসনাদে আহ্মদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসে কেবল উদ্দেশ্যের পবিত্রতা বা সৎ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হয়েছে এবং এর সাথে উপায়-উপকরণের পবিত্রতাও সংযুক্তকরণ একান্ত অপরিহার্য।

মুসলমানের করণীয়

١١٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ـ

১১৮. হযরত আবূ হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করতে পারে না, তাকে অপমান করতে পারে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে না। তিনি নিজ বুকের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ

তাকওয়ার অবস্থান এখানেই, তাকওয়ার অবস্থান এখানেই, তাকওয়ার অবস্থান এখানেই। কোন লোক নিকৃষ্ট গণ্য হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। প্রত্যেক মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের কাছেই সম্মানের বস্তু। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুসলমানদের জীবন-যাপন সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ হাদীসে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১. ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাবি এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উপর নিজেও অত্যাচার উৎপীড়ন করবে না এবং তাকে যালিমদের হাতেও তুলে দিবে না এবং নিজের আর্থিক, বংশীয়, দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের ভিত্তিতে অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করবে না।

২. অন্তরই হচ্ছে তাকওয়ার মূল কেন্দ্রস্থল মানুষের অন্তরে যদি তাকওয়ার বীজ বপন করা যায় এবং তাতে যদি শিকড় গাড়তে পারে তাহলে তার বাহ্যিক দিকও সৎ কাজের পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠবে। যদি অন্তরেই তাকওয়ার নিদর্শন না থাকে তাহলে তাকওয়ার বাহ্যিক মহড়ায় নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনে দুনিয়া এবং আখিরাতের সাফল্য আসতে পারে না।

৩. মুসলিম সমাজে কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ ও যাবতীয় বিষয়সমূহে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা নিকৃষ্টতম অপরাধ বলে বিবেচিত। এ কারণে তার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জীবনে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের কর্মকান্ডে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত।

দ্বীনী চিন্তা-চেতনার দৃষ্টান্ত

١١٩- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ اَلصِّدْقُ طَمَانِيْنَةٌ وَالْكِذْبُ رِيْبَةٌ.

১১৯. সাইয়িদুশ শাবাবি আহলিল জান্নাত হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)এর মুবারক জবান থেকে আমি এ কথা মুখস্থ করে রেখেছি ঃ যে বিষয় সংশয়ের মধ্যে পতিত করে তা পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহের উর্ধ্বে তাই গ্রহণ কর। কেননা, সততাই শান্তি এবং মিথ্যা সন্দেহউদ্রেককারী। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ উপরোক্ত হাদীসে সাইয়্যিদুশ শাবাবি আহলিন জান্নাত হযরত হাসান (রা.) বলেন, আমি নানাজী রাসূলুল্লাহ (সা) আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ২টি মূলনীতি মুখস্থ করে রেখেছি। (১) সন্দেহযুক্ত বিষয় বা বস্তু পরিত্যাগ করে সন্দেহবিহীন বস্তু বা বিষয় গ্রহণ করবে। (২) সততাতেই শান্তি এবং মিথ্যায় সন্দেহের সৃষ্টি। প্রত্যেক মুসলমানের এ নীতিই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

١٢- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمْ اَلَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ-

১২০. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ভাল লোক সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবীগণ আরয করলেন নিশ্চয়ই; হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই তা করুন। তিনি বললেন ঃ যাদের দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণে আসে তারাই তোমাদের মধ্যে ভাল লোক। (ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুমিন ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি ও মন-মানসিকতা দেখেই অনুমান করা যায় যে, তিনি একজন আদর্শবাদী এবং এর জন্য কোন প্রচারের প্রয়োজন নেই। লোকদের তার তাকওয়ার ও তার পরিবেশের দিকে প্রভাবিত করবে।

মুসলমানের করণীয়

١٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَاْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْاَلْ وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْاَلُ-

১২১. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার কোন মুসলিম ভাইয়ের কাছে যাবে তখন সে খাবার তার খাবার ও পানীয় পান করবে এবং এর অনুসন্ধানে লিপ্ত হবে না। (বায়হাকী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কোন মুসলমানের উপহার অথবা দাওয়াতের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের প্রসঙ্গ না তোলাই উচিত। কোন মুসলমান সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করা উচিত যে, সে নিজেও হালাল খায় এবং অপরকেও হালাল খাওয়ায়। অবশ্য যার সম্পর্কে স্পষ্ট।

আল্লাহ্ ভরসার সুফল

١٢٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اَطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ قَالَ اَعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ ـ

১২২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করব, না একে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–আগে উটকে বেঁধে নাও, তারপর আল্লাহ্র ওপর ভরসা কর। (তিরমিযী)

١٢٣- عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ـ

১২৩. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র ওপর ভরসা করতে তাহলে তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করতেন। সকালে যেমন পাখিরা খালিপেটে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরাপেটে বাসায় ফিরে আসে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) পাখিদের সাথে উপমা দিয়ে রিযিকের তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার নাম আল্লাহর ওপর ভরসা নয় ; বরং আল্লাহ্র দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও উপায় উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্য তাঁর ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করার নামই হচ্ছে প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

١٢٤-عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا اَدْبَرَ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ الْعِجْزَ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ اَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

১২৪. হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ব্যক্তির বিরোধ মীমাংসা করে দিলেন। যার বিপক্ষে ফয়সালা হল সে ফিরে যাওয়ার সময় বলল, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম পৃষ্ঠপোষক। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ আল্লাহ্র কাছে অক্ষমতা অবশ্যই নিন্দনীয়। বিবেক বুদ্ধি সহকারে তোমার কাজ করাই সঙ্গত ঃ আর অসাধ্য কাজের বেলায় বলবে "হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল"। (আবু দাউদ)

তাওয়াক্কুলকারীর মর্যাদা

١٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

১২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ 'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্ঠপোষক) । এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তাদের ভয় কর এ সংবাদে মুসলমানদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। তারা বলল, "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল।" (সহীহ্ বুখারী)

١٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ ـ

১২৬. হযরত আবূ হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল সিয়াম পালনকারীর সমতুল্য। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ধৈর্য সহকারে যে নফল রোযা রাখে এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে হালাল খাদ্যে জীবন-যাপন করে, তারা উভয়েই আল্লাহ্‌র কাছে সমমর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত। হালাল খাদ্য খেয়ে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায়কারীর কত সুউচ্চ মর্যাদা এ হাদীসটি থেকে তা অনুমান করা যায়।

١٢٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ اَجْدَرُ اَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ-

১২৭. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে তোমাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের, তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং যে ব্যক্তি তোমাদের অপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের তার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। তবে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র যেসব নিয়ামতরাজী রয়েছে তাকে তুচ্ছ মনে করার মনোবৃত্তি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে। মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে তোমাদের কারও দৃষ্টি যখন সম্পদ ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর পতিত হয়, তখন সে যেন নিজের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে। (মুসলিম)

ধৈর্যধারনের সুফল

١٢٨- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ لَهٗ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ

اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ـ

১২৮. হযরত সুহাইব (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুমিনের ব্যাপারই আশ্চর্যজনক! প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। এটা মুমিন ব্যতীত আর কারও বেলায় হয় না। সে যদি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করে, তবে তা তার জন্য হয় কল্যাণকর। সে যদি সুখী অবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

ধৈর্যধারণকারীর মর্যাদা

١٢٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اِتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّى فَاِنَّكَ لَمْ تُصِبْ بِمُصِيْبَتِى وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى ـ

১২৯. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মহিলাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় সে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদতে দেখে তিনি তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। এতে মহিলা বলল, তুমি নিজের পথ দেখ। তুমি তো আর আমার মত বিপদে পড়োনি। নবী (সা.)কে মহিলা চিনতে পারেনি (বলে তাকে একথা বলল), কেউ (পরে তাকে) বলল, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)। এতে সে ভীত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীর দরজায় হাজির হয়ে সেখানে সে কোন প্রহরী দেখতে না পেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে বলল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ বিপদের প্রথম আঘাতেই ধৈর্যধারণ হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্যশীলতা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

আনুগত্যের সফলতা

١٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ـ

১৩০. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মানুষের অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ জান্নাতকে এবং আকর্ষণীয় বস্তুসমূহ জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (মুসলিম, তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ কামনা-বাসনা ইত্যাদির বেলায় ইসলামী বিধিনিষেধই সামনে রেখে পথ অতিক্রম করতে হবে তা না হলে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সু-ব্যবহারকারীর মর্যাদা

١٣١- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ اَسَاءَ اَظْلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءَ فَلَا تَظْلِمُوْا ـ

১৩১. হুযাইফা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা কালের দাস হয়ে যেও না যে, বলবে ঃ লোকেরা যদি আমাদের সাথে সুব্যবহার করে তাহলে আমরাও সুব্যবহার ব্যবহারই করব। আর যদি দুর্ব্যবহার করে তাহলে আমরা অত্যাচার করব। বরং এক্ষেত্রে তোমরা নিজেরা আদর্শের অনুসারী হও। লোকেরা ভাল ব্যবহার করলে তোমরাও ভাল ব্যবহার কর এবং তারা দুর্ব্যবহার করলে তোমরা অত্যাচার করো না। (তিরমিযী)

ধৈর্যধারণকারীর মর্যাদা

١٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرْ حَتّٰى اِذَا

مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ -

১৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) এক দিন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় সূর্য ঢলে পড়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এরপর তিনি লোকজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষ কামনা করবে না ; বরং আল্লাহর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে তখন ধৈর্যধারণ কর। জেনে রেখো, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত। (বুখারী)

মর্মার্থ ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্খা করা উচিত নয় এবং এরূপ করতে প্রস্তুতি নেয়া হলে সাহসিকতার সাথে তাদেরও প্রতিরোধ প্রতিহত করতে হবে।

সবরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

١٣٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْئٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ -

১৩৩. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) এর বর্ণনা–আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাদের দান করেন। এরপরও তারা প্রার্থনা করলে তিনি আবারও দান

করেন। ফলে তাঁর কাছে যা ছিল তা শেষ হলে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে যে সম্পদ যা আসে তা তোমাদের দিয়ে দেই আর আমি কখনও পুঞ্জীভূত করে রাখি না। যে ব্যক্তি কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাকে বিরত থাকার উপায় করে দেন। যে কারও মুখাপেক্ষী হতে চায় না আল্লাহ্ তাকে কারো মুখাপেক্ষী করেন না। আর যে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করেন। ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ততম কোন দান কেউ কখনো লাভ করতে পারে না। (বুখারী)

সৎ কাজের আদেশ

١٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حَصَنٍ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُوْقِعَ بِهٖ فَقَالَ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ ـ

১৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–উয়াইনা ইবনে হিসন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর শপথ, আপনি আমাদের বেশী দান করেন না এবং ইনসাফের ফয়সালাও করেন না। এ কথায় উমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে, তাকে আক্রমণ করতে ইচ্ছা করলেন। তখন (হিসন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) হুর ইবনে কায়েস (রা.) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)কে বলেন ঃ "ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন কর এবং সৎ কাজের আদেশ দাও। আর মুর্খদের থেকে বিরত হও। রাবী বলেন, আল্লাহর শপথ! এ আয়াতটি শোনামাত্রই তিনি স্তব্ধ হয়ে যান এবং আল্লাহর কুরআনের কাছে নিস্তব্ধ হয়ে যান। (বুখারী)

١٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوْا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى

لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَاعَارَتْهُ فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حَتّٰى اَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُ مَجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسٰى بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي فَقَالَ تَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذَالِكَ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْهُ.

১৩৫. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন, আমাকে হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াদ্বের মাধ্যমে হারিসের কন্যা থেকে বর্ণনা করেছেন–তার গোত্রের লোকেরা যখন খুবাইবকে হত্যা করার জন্য সমবেত হল, তখন খুবাইব (রা.) ক্ষৌরকার্যের জন্য হারিসের কন্যার নিকট একখানা ক্ষুর ধার চাইলেন, তিনি তাকে ক্ষুর দিলেন। হারিসের কন্যা বলেন, আমার অসতর্কতার কারণে আমার শিশু পুত্র তাঁর কাছে চলে যায়। আমি দেখতে পেলাম যে, আমার শিশু পুত্রটি তাঁর উরুর ওপর উপবিষ্ট আর ক্ষুরটি তার হাতে। এ অবস্থায় আমি ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লাম। খুবাইব (রা.) আমার চেহারা দেখেই তা অনুভব করতে পারলেন। তিনি বললেন, তুমি কি আশংকা করছ যে, আমি তাকে হত্যা করব? একাজ আমি করব না। হারিসের কন্যা বলেন, আমি হযরত খুবাইব অপেক্ষা উত্তম বন্দী কক্ষনো দেখিনি। (বুখারী)

আত্মসংযমকারীর দৃষ্টান্ত

١٣٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ

১৩৬. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কুস্তিতে পরাক্রমশালী ব্যাক্তিই প্রকৃত বীর নয় ; বরং রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে ব্যক্তিই প্রকৃত বীর। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِىْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّ ذَالِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ ـ

১৩৭. হযরত অবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি কয়েকবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবারই বললেন ঃ রাগান্বিত হয়ো না। (বুখারী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ অধিকাংশ সময় মানুষ যে দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয় হাদীসটিতে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকটিকে এ দুর্বলতা থেকে বাঁচার জন্যই বারবার একই বাক্য দ্বারা উপদেশ প্রদান করেন।

١٣٨- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْإِيْمَانِ مَنْ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِىْ بَاطِلٍ وَمَنْ إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ وَمَنْ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ ـ

১৩৮. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ তিনটি বস্তু ঈমানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

১. ঈমানদার ব্যক্তি রাগান্বিত হলে সে রাগ তাকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে না ঃ

২. আনন্দিত হলে সে আনন্দ তাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

৩. ক্ষমতার অধিকারী হলে সে ক্ষমতাবলে এমন কোন বস্তুই ভোগ দখল করে না যার উপর তার কোন অধিকার নেই। (তাবারানী)

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত হাদীসে ঈমানী চরিত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো কোন মুমিনের কাছে না থাকলে তার ঈমান সৌন্দর্যবিহীন হয়ে যায়। অতএব প্রত্যেক মুমিন তার চরিত্রের মধ্যে এ তিনটি গুণ চরিতার্থ করা উচিত।

ক্ষমার অভিনব দৃষ্টান্ত

١٣٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِىْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اَنْ تَنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ -

১৩৯. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের কোন ব্যাপারে কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম হলে তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হতেন। (বুখারী)

উদারতা প্রদর্শনকারীর মর্যাদা

١٤٠- عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ الْجُشَمِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِىْ وَلَمْ يُضِفْنِىْ ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذَالِكَ أَاُقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اَقِرَّهُ -

১৪০. হযরত আবুল আহওয়াস আল-জুশামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা–তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বললাম, যদি আমি কোন ব্যক্তির কাছে যাই এবং সে আমার মেহমানদারি না করে এবং পরে সে যদি আমার কাছে আসে তাহলে তখন কি আমি তার মেহমানদারি করব,, না কি তার মেহমানদারী না করে তার প্রতিশোধ নেব? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তুমি তার মেহমানদারি করবে। (তিরমিযী)

ঈমানের অঙ্গ

١٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَانَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اِخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ -

১৪১. হযরত ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) আনসারদের এক ব্যক্তির কাছে যাবারকালে দেখেন সে তার ভাইকে তিরস্কার করে লজ্জাশীলতার উপদেশ দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জাশীলতা ঈমানেরই অঙ্গ। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ 'হায়া' আরবী শব্দ আভিধানিক বাংলা অর্থ পরিবর্তন ও নম্রতা। শব্দটি লজ্জাশীলতা ও ভীরুতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থ ঃ জুনাইদ বাগদাদী (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলার অগণিত নিআমত ভোগ করার পর নিজের ত্রুটি অবলোকন করে নিজের স্বভাবের

মধ্যে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে "হায়া" বলে।

١٤٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهٗ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ -

১৪২। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের ইচ্ছা করলে যমীনের কাছাকাছি (নিচু) না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উত্তোলন করতেন না। (তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারিমী)

١٤٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّىْ فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ ـ

১৪৩. হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা উলঙ্গ হওয়া থেকে বিরত থাক। কারণ তোমাদের সাথে এমন সৃষ্টি অর্থাৎ ফিরিশতা রয়েছেন যাঁরা পায়খানা-পেশাব ও স্ত্রী সহবাসের সময় ব্যতীত কখনও তোমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না। অতএব তোমরা তাঁদের কারণে লজ্জাবোধ কর এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। (তিরমিযী)

সালাতের ক্ষেত্রে করণীয়

١٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تَسْرَعُوْا ـ

১৪৪. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা যখন ইকামত শুনতে পাবে তখন ধীরে ও গাম্ভীর্যের সাথে নামাযের দিকে অগ্রসর হবে, তাড়াহুড়া করবে না। (বুখারী, ইবনে মাজাহ)

নিয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করণীয়

١٤٥- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعِيْنُوْا عَلٰى اِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ فَاِنَّ كُلَّ ذِىْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ ـ

১৪৫. মুআয ইবনে জাবাল (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ প্রয়োজনীয় বস্তু লাভের বেলায় তোমরা গোপনীয়তার সাহায্য নাও। কারণ প্রত্যেক নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার পাত্র। (তাবারানী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হল, কোন কথাই নিজের পেটে রাখতে পারে না এবং নিজের যাবতীয় সংকল্পের কথা পূর্বাহ্নেই লোকদের কাছে বলে দেয়। এতে সে এক প্রকারের আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু এটা সর্বক্ষেত্রে আনন্দদায়ক হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় সে হিংসুকের হিংসা বা পরশ্রীকাতরদের কবলে পতিত হয় তখন আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

١٤٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدْرِ وَهُوَ مُوَاقِعُهُ وَيَرَى الْقَذَاةَ فِىْ عَيْنِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الْجِذْعَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَيُخْرِجُ الضَّغْنَ فِىْ نَفْسِ اَخِيْهِ وَيَدَعُ الضَّغْنَ فِىْ نَفْسِهِ وَمَا وَضَعْتُ سِرِّىْ عِنْدَ اَحَدٍ فَلُمْتُهُ عَلٰى اِفْشَائِهِ وَكَيْفَ اَلُوْمُهُ وَقَدْ ضِقْتُ بِهِ ذَرْعًا ـ

১৪৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাকদীরে অবিশ্বাসী তার ব্যাপারে আমি আশ্চর্যবোধ করি। অথচ সে তাকদীরের শিকারে পরিণত হবেই। যে অপরের এক চোখের ধুলিকণাও দেখতে পায় কিন্তু নিজের উভয় চোখের কড়ি কাঠের কথা সে ভুলে যায়। অর্থাৎ অপরের ক্ষুদ্রতম ত্রুটিও তার কাছে ধরা পড়ে আর নিজের বিরাট ভুলও তার কাছে ধরা পড়ে না। নিজের ভাইয়ের মনের হিংসা-বিদ্বেষ তাড়াতে সে সদা ব্যস্ত। অথচ নিজের অন্তর অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এরূপ কখনও হয়নি যে, আমি কারো কাছে আমার কোন গোপনীয় বিষয় বলেছি এবং তা ফাঁস করে দেয়ার জন্য তাকে তিরস্কারও করেছি। আমার নিজ অন্তরেই যখন গোপনীয়তা চেপে রাখতে পারিনি তখন অন্যকে কিভাবে আমার গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়ার কারণে তিরস্কার করব। (আদাবুল মুফরাদ)।

মহান ব্যক্তিত্বের আদর্শ

١٤٧- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ

تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ وَخِنْزِيْرٍ -

১৪৭. হযরত উমর (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখেন। সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট আর অন্য লোকের দৃষ্টিতে মহান ব্যক্তিত্ব। আর যে ব্যক্তি গর্ব-অহংকার করে তাকে আল্লাহ্ তাআলা অধঃপতিত করেন। সে নিজেকে যত বড়ই মনে করুক না কেন সে মানুষের কাছে নীচ ও মর্যাদাহীন ব্যক্তি। এমনকি সে লোক সমাজে কুকুর ও শূকর অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট।

١٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ -

১৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)কে হেলান দিযে কখনো আহার করতে দেখা যায়নি এবং তাঁর পেছনে দু'জন লোককেও চলতে দেখা যায়নি। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী বিনয়ী, নম্র, ভদ্র। তাই তিনি কখনো অহংকারীদের মত হেলান দিয়ে পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করেননি। আর গমনাগমনকালে তিনি আগে আগে যাবেন আর জনগণ তাঁর পেছনে পেছনে চলতে থাকবে তাও তিনি পছন্দ করতেন না। তাই আলোচ্য হাদীসে বর্ণনাকারী বলছেন যে, চলাচলের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে দু'জন লোককেও চলতে দেখেন নি। অর্থাৎ তিনি সব সময় দলের পেছনে থাকতেন। অতএব আমরা এ হাদীস থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, হেলান দিয়ে আহার করা ও দলের আগে আগে চলা অহংকারীদের স্বভাব, তা থেকে আমরা বিরত থাকব।

١٤٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ ـ

১৪৯. হযরত উম্মু সালমা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) আমাদের আফলাহ নামীয় গোলামকে সিজদা করার সময় মাটিতে ফুঁ দিতে দেখে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ হে আফলাহ! তোমার মুখ ধুলায় ধুসরিত কর। (তিরমিযী)

মুত্তাকী সুলভ জীবনের দৃষ্টান্ত

١٥٠- عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ ـ

১৫০. হযরত সাদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ মুত্তাকী, অমুখাপেক্ষী ও প্রচারবিমুখ বান্দাকে ভালবাসেন। (মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আত্মনির্ভরশীল ও অল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিও হতে পারে অভাবশূন্য। যদি অভাবশূন্যতা ও প্রাচুর্যের সাথে তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি যুক্ত থাকে তাহলে তাও আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশেষ এক বড় নিয়ামত।

মুসলমানের আদর্শ

١٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ ـ

১৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, জীবনধারণ উপযোগী খাদ্য প্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা দান করেছেন তাতে তাকে তুষ্ট থাকার তাওফীকও দান করেছেন, সে ব্যক্তিই সফলতা লাভ করেছে। (মুসলিম)

١٥٢- عَنِ ابْنِ الْفَارِسِيِّ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاسْئَلِ الصَّالِحِيْنَ ـ

১৫২. হযরত ইবনুল ফারেসী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি প্রয়োজনে মানুষের কাছে কিছু চাইতে পারি? নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ 'না'। যদি একান্তই তোমাকে চাইতে হয় তবে নেককার লোকদের নিকট চাইতে পার। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ প্রয়োজনবোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) নেককারদের কাছে সাহায্য চাবার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ, এ ধরনের লোকেরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই দান করেন। তাদের দানের মধ্যে পার্থিব কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না। তারা দানকৃত ব্যক্তিকে কোন সময় উপকারের খোঁটা দিয়ে তাকে মানসিকভাবে আহতও করবে না।

١٥٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ ـ

১৫৩. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোক ব্যতীত আর কারো পক্ষে ভিক্ষা করা জায়িয নয় ঃ

১. সর্বনাশা অভাবে পতিত ব্যক্তি,

২. ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি,

৩. যন্ত্রণাদায়ক রক্ত ঋণে দায়বদ্ধ ব্যক্তি। (আবু দাউদ)

এ হাদীসটির পটভূমি ঃ একবার মদীনাবাসী আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? সে বলল, একটি কম্বল আছে,যার একাংশ আমরা গায়ে দেই, অপর অংশ বিছিয়ে তার ওপর

শয়ন করি আর পানি পানের জন্য একটি কাঠের পেয়ালা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন ঃ দু'টি জিনিসই আমার কাছে নিয়ে এস। সে তা নিয়ে এলে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কম্বল ও পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন ঃ এ দু'টি বস্তু কে কিনতে প্রস্তুত আছ? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামে ক্রয় করতে রাজি আছি। একথা রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই অথবা তিনবার বললেন ঃ কে এক দিরহামের বেশী দিতে পারে? এক ব্যক্তি উঠে বলল, আমি দুই দিরহামে নিতে রাজি। বস্তু দু'টি তাকে দিয়ে দিরহাম দু'টি গ্রহণ করেন। তিনি তা আনসার ব্যক্তির হাতে দিয়ে বললেন ঃ যাও, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় কর আর তা নিজ পরিবার-পরিজনকে খেতে দাও। আর অপরটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে তা আমার কাছে নিয়ে এস।

যখন সে কুঠার কিনে নিয়ে এল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে তাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ যাও, বন থেকে কাঠ কেটে তা বিক্রয় করতে থাক। লোকটি চলে গিয়ে তার কথামত কাঠ কেটে বিক্রয় কবতে লাগল। পনের দিন পর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল। সে এখন দশ দিরহামের মালিক। সে তার কিছু দিয়ে কাপড়-চোপড় এবং কিছু খাদ্য দ্রব্য কিনল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন ঃ এটা তোমার জন্য অন্যের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করা অপেক্ষা অধিক উত্তম।

١٥٤- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ اِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًا فَاعْفُوْا يُعِزُّكُمُ اللّٰهُ وَلاَ فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ -

১৫৪। হযরত উম্মু সালমা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

১. যাকাতদাতার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

২. অত্যাচারীকে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, আল্লাহ এর পরিবর্তে তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। অতএব তোমরা ক্ষমা করার নীতি গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের মর্যাদাবান করবেন।

৩. যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য দরিদ্রতার দরজা উন্মুক্ত করেন। (তাবারানী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

১. যাকাত ও দানে সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। বরং পবিত্র কুরআনে তা বৃদ্ধি হয় বলে উল্লেখিত হয়েছে।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

"আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে তোমরা যে যাকাত প্রদান কর, প্রকৃতপক্ষে এরাই সমৃদ্ধিশালী। (সূরা রূম ঃ ৩৯)

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, যাকাত ও দান প্রদানকারীর সম্পদ কিছুটা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বাস্তবে কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন এবং তার মন মানসিকতারও প্রশস্ততা সাধিত হয়।

২. আমরা অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণ না করাকে সাধারণত নিজের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার নামান্তর বলে বিবেচনা করি, আলোচ্য হাদীস থেকে অবগত হওয়া যায় যে, অত্যাচারীকে মাফ করে দেয়াতে মানুষের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে সে ব্যক্তি নৈতিক দিক থেকে প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

৩. ভিক্ষা বৃত্তির পথ অবলম্বনকারী মনে করে যে, এ পথে তার আয় বাড়ছে। ফলে তার সম্পদও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুতঃ এ পথ অবলম্বনকারীর অভাব কখনো শেষ হয় না। এ কারণে সে সারাজীবন এ ভিক্ষা বৃত্তির পথ অবলম্বন করেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়। আমাদের এদেশে ভদ্রবেশী এক শ্রেণীর লোক আছে তারা মসজিদ মাদরাসার নামে দেশ বিদেশ থেকে টাকা তুলে নিজে টাকার পাহাড় বানালেও তাদের অভাব কখনো দূর হয় না।

মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারীর মর্যাদা

١٥٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا

১৫৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুল না, কারণ এতে দুনিয়ার প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, বৈধতার মধ্যে অবস্থান করে ঘর বাড়ি তৈরী করা, সম্পদ সঞ্চয় করা কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়।

এক্ষেত্রে হাদীসে নিষিদ্ধ পরিহার করতে বলা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার চাকচিক্যময় অবস্থানে মানুষের বেলায় সীমা অতিক্রমে পরিণত না হয় এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে যেন বাধা সৃষ্টি না করে। এটাই আলোচ্য হাদীসের মূল বক্তব্য।

١٥٦- عَنْ عَبْدِ الرُّوْمِى قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ طَلْقٍ فَقُلْتُ مَا اَقْصَرَ سَقَفُ بَيْتِكِ هٰذَا قَالَتْ يَابُنَىَّ اِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهِ اَنْ لَا تُطِيْلُوْا بِنَائَكُمْ فَاِنَّهُ مِنْ شَرِّ اَيَّامِكُمْ -

১৫৬. হযরত আবদে রুমী (র) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি তালক (রা.)-এর মায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ঘরের ছাদ এত নীচু কেন? তিনি বলেন, হে বাচ্চা! আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন ঃ নিজেদের ঘর-বাড়ী এবং দালানসমূহ বেশি উঁচু নির্মাণ করতে যেওনা। কেননা এটাতো তোমাদের নিকৃষ্ট যুগের নিদর্শন। (আদাবুল মুফরাদ)

١٥٧- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْاِيْمَانِ -

১৫৭. হযরত আবু উমামা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা কি শুনছো না, তোমরা কি শুনছো না? সরলতাই নিঃসন্দেহে ঈমানের অংশ। নিশ্চয়ই সরলতা ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ 'আল-বাযাযাহ' আরবী শব্দের অর্থ লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত সাধাসিধে জীবন। উত্তম পোশাক পরিধানে ও সৌন্দর্যপ্রিয়তায় ইসলাম কখনো বাধা প্রদান করে না। এক্ষেত্রে যদি তা সীমা অতিক্রম করে তা হয়ে দাঁড়ায় অপচয়, অহংকার। এ সমস্ত কারণে নিজের সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হয়। এজন্যই ইসলাম ভোগ-বিলাসিতা ও বৈরাগ্যের মাঝখানে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নীতিমূলক সুশিক্ষা দিয়ে সে দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশনা প্রদান করছে।

١٥٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا -

১৫৮. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সে অহংকারী নয় যে ব্যক্তি নিজ চাকরকে সাথে নিয়ে আহার করে, গাধার পিঠে আরোহণ করে বাজারে যায় এবং বকরী বাঁধে ও তার দুধ দোহন করে।

١٥٩- عَنْ جَدَّةِ صَالِحٍ قَالَتْ رَأَيْتُ عَلِيًّا اِشْتَرٰى تَمْرًا بِدِرْهَمٍ فَحَمَلَهُ فِىْ مُلْحَفَةٍ فَقَالَتْ لَهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَحَدٌ أَحْمِلُ عَنْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ لَا أَبُو الْعِيَالِ أَحَقُّ أَنْ يَحْمِلَ -

১৫৯. হযরত সালেহ (র)-এর দাদীর বর্ণনা-তিনি বলেন, আমি দেখতে পেলাম হযরত আলী (রা.) এক দিরহামের কিছু খেজুর কিনে তা চাদরে পেঁচিয়ে নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। সালেহের দাদী তাকে বলেন অথবা অন্য কেউ তাঁকে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে আপনার বোঝাটি বহন করতে দিন। তিনি তখন বললেন, না, সন্তানের পিতাই বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত। (আদাবুল মুফরাদ)

١٦٠- عَنْ عَمْرَةَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ مَاذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِىْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِىْ ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ -

১৬০. মহিলা তাবিঈ হযরত আমারাহ (রা.) থেকে বর্ণনা–হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূলুল্লাহ (সা.) বাড়িতে কি কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, যেহেতু তিনি একজন মানুষ ছিলেন তাই তিনি তাঁর কাপড়ে আটকে যাওয়া চোরকাঁটা বাছতেন এবং বকরীর দুধ দোহন করতেন। (আদাবুল মুফরাদ)

١٦١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ -

১৬১. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) এর বর্ননা–রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁকে ইয়ামানে গভর্নর হিসেবে পাঠান তখন বলেনঃ সাবধান! বিলাসী জীবনে নিমগ্ন হয়ো না। কারণ, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ভোগ-বিলাসের জীবন-যাপন করতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আরবী শব্দ 'তাজাম্মুল' (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত পোশাক পরিধান) এবং 'তানাউম' (অপব্যয়ী, ভোগবিলাসী জীবন)-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তাজাম্মুল প্রমাণিত। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) নতুন পোশাক পরিধান করে যে দোয়া পড়তেন তাতে একথাও বলতেন ঃ "এর দ্বারা জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চাই"। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে সুন্দর পোশাকেই উপস্থিত হতেন।

কিন্তু 'তাজ্জাম্মুল'-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে তা তানাউম-এর সূচনা করে। তাজাম্মুলে বেশী কৃচ্ছ্রতা করলে তা বৈরাগ্যের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। অতএব বাহুল্য ব্যয় ও কৃচ্ছ্রতার সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটি ইসলামী শরীয়ত মুমিন ব্যক্তির জাগ্রত ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিবেকের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। "নিজের মনের কাছে ফতোয়া চাও" এ হাদীসটি উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

١٦٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبِسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْ اِسْرَافٌ وَلَا مُخَيَّلَةٌ -

১৬২. হযরত আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (তার দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ পানাহার করবে, দান করবে, পরিধান করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অপব্যয় ও অহংকারের পর্যায়ে না যায়। (নাসাঈ)

উত্তম আচার-আচরণ

١٦٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ ـ

১৬৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ উত্তম আচার আচরণ বিনয়-নম্রতা ও মিতব্যয়িতা নবুওয়াতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ১. হাদীসের আলোচ্য বিষয়গুলো আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিতের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্ট্যগুলো অধিক পরিমাণে আত্মস্থ করতে পারবে, সে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর প্রিয় বলে গণ্য হবে।

২. সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা বা মিতাচারিতা অবলম্বনের উপায় এটাই যে, সমাজ জীবনে মানুষ যাবতীয় ব্যাপারে যাবতীয় কর্মপন্থা অবলম্বন কালে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করবে। ইসলামী শরীয়ত মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে।

١٦٤- عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهٖ مِئَنَّةٌ مِنْ فِقْهِهٖ فَاَطِيْلُوْا الصَّلَاةَ وَاَقْصِرُوْا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ـ

১৬৪. হযরত আম্মার (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির সুদীর্ঘ সালাত এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণই তার সুক্ষ্ম জ্ঞানেরর পরিচয় বহন করে। অতএব তোমরা সালাত সুদীর্ঘ কর আর ভাষণ সংক্ষিপ্ত কর। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসের আলোকে কেউ যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে জামাআতের নামায সুদীর্ঘ না করেন, কেননা এতে অংশগ্রহণকারী সকলে সমপর্যায়ের নয়। একাকী নামাযের বেলায় নামাযকে সুদীর্ঘ করা যেতে পারে।

١٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الدِّيْنِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ـ

১৬৫. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যে ইবাদাত নিয়মিত এবং স্থায়ীভাবে করে তা আল্লাহ্‌র কাছে অতীব প্রিয়। (বুখারী, মুসলিম)

١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

১৬৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না। সে রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠত, অতঃপর সে রাতে উঠা পরিত্যাগ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ফরয ও ওয়াজিব ইবাদাতসমূহ নিয়মিত আদায় করতেই হবে। আর নফল ইবাদতেও নিয়মানুবর্তী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটাই হাদীসের মর্মার্থ।

١٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لِاَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهُ وَيَتَنَكَّرَ لَهُ ـ

১৬৭. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ যখন তোমাদের কারো জন্য রিযিক প্রদানের কোন পথ প্রশস্ত করেন তখন তাতে কোন পরিবর্তন বা অচলাবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে যেন স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ না করে। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

١٦٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتْمَامُ الْمَعْرُوْفِ اَفْضَلُ مِنْ اِبْتِدَائِهِ -

১৬৮. হযরত জাবির (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ ভাল কাজের পূর্ণতা সাধন করা তা আরম্ভ করা অপেক্ষা উত্তম। (আল-মু'জামুস্ সাগীর)।

দানশীলতার দৃষ্টান্ত

١٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ مَا رَأَيْتُ اِمْرَأَتَيْنِ اَجْوَدَيْنِ مِنْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ وَهُمَا مُخْتَلِفٌ اَمَّا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْئَ حَتّٰى اِذَا كَانَ اِجْتَمَعَ عِنْدَهَا قَسَّمَتْ وَاَمَّا اَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ -

১৬৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আসমা (রা.)-র তুলনায় অধিক দানশীল অন্য দু'জন মহিলা আর কখনো দেখিনি। তাঁদের দানশীলতাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর আয়ের কিছু কিছু অংশ জমা করতেন। যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জমা হত তখন তা দান করে দিতেন। কিন্তু আসমা (রা.) আগামী দিনের জন্য কোন বস্তুই জমা রাখতেন না। (আদাবুল মুফরাদ)

চারটি বস্তুর মর্যাদা

١٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِىْ طُعْمَةٍ -

১৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যদি তোমার মধ্যে চারটি বস্তু থাকে তবে পার্থিব সববস্তু হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

(১) আমানতদারি, (২) সত্য কথা বলা, (৩) উত্তম চরিত্র, (৪) পবিত্র রিযিক। (আহমদ)

١٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ـ

১৭১. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দিবে আর যে তোমার আমানত রক্ষায় বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তুমি তার আমানত রক্ষায় (কখনো কোন মতেই তার সাথে) বিশ্বাসভঙ্গ করবে না। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য

চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি

١٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَّةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَاءِ وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ اَشَدُّهُنَّ ـ

১৭২. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ননা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ (মানুষের জন্য) তিনটি বস্তু মুক্তিদানকারী ও তিনটি বস্তু ধ্বংসকারী। (মুক্তিদানকারী বস্তুগুলো হচ্ছে ঃ)

(১) প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করা।

(২) সন্তুষ্টি ও রাগ উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা।

(৩) সুসময় এবং দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

আর ধ্বংসকারী বস্তুগুলো এই ঃ

(১) প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া।

(২) কৃপণ স্বভাব ও সংকীর্ণমনা হওয়া।

(৩) নিজ ধারণাই সঠিক এমন আত্মতৃপ্তি আর এটি হল সর্বাধিক মারাত্মক। (বায়হাকী)

লোক সমাজে ঘৃণ্যতর ব্যক্তি

١٧٣- عَنِ الْمِقْدَادِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ ـ

১৭৩. হযরত মিকদাদ (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) **বলেছেন ঃ তোমরা যখন প্রশংসাকারী বা চাটুকারদের দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম)**

প্রশংসার ক্ষেত্রে করণীয়

١٧٤ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زَكَّى قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ -

১৭৪. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, নবী করীম (সা.)-এর সাহাবীগণের মুখোমুখি প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! এরা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না এবং আমার যেসব দোষত্রুটি এদের অজানা রয়েছে তা ক্ষমা করে দাও। (আদাবুল মুফরাদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ সাধারণত অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে মানুষ অহংকার ও আত্মতৃপ্তি লাভ করে । কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কিরাম এসব অযাচিত বাক্য পছন্দ করতেন না।

দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন

١٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مُذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

১৭৫. হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানকর পোশাক পরিধান করাবেন। আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ খ্যাতি ও বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশক পোশাক দুই ধরনের হতে পারে।

(১) পোশাক পরিধানকালে ধনী বা দরিদ্র যেই হোক না কেন তার মনে যেন গর্ব বা অহংকার না জাগে।

তাই এ ধরনের পোশাক পরিধানকারীকে আলোচ্য হাদীসে সতর্ক করে পরিণামের দিক উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাত প্রবেশে বাধা

١٧٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ -

১৭৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণূ পরিমাণও অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্ররেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ পছন্দ করে যে, তার পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন ঃ আল্লাহ্ সৌন্দর্যময় এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। সত্যকে অস্বীকার করা এবং করে মানুষকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করাই হচ্ছে অহংকার। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানুষ শরীয়তসম্মত সীমার মধ্যে অবস্থান করে নিজের পদমর্যাদানুযায়ী সৎ পথে উপার্জিত অর্থে সৌন্দর্য প্রদর্শন করলে তাকে অহংকারের অপবাদ দেয়া যাবে না।

١٧٧- عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ثَوْبٍ دُوْنٍ فَقَالَ لِىْ اَلَكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ اَىِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ قَالَ فَاِذَا اَتَاكَ مَالًا فَلْيَرَ اَثَرَ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ -

১৭৭. হযরত আবুল আহওয়াস (রা)-এর তার পিতার সূত্রে বর্ণনা–তিনি বলেন, খুবই নিম্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বলেছেন ঃ তোমার কি কোন ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ কি ধরনের সম্পদ। আমি বললাম, উট, গরু, ঘোড়া, মেষ-বকরী, দাস-দাসী, সব সম্পদই আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তখন তাঁর নিয়ামতের নিদর্শনরাজী অবশ্যই তোমার দেহে প্রকাশ করা উচিত। (নাসাঈ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ব্যক্তি জীবন থেকে নীচ মন মানসিকতা দূরীভূত করাই এ হাদীসের লক্ষ্য। এসব কারণে আল্লাহর দেয়া সুযোগের প্রতি অকৃতজ্ঞতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিয়ামতের নির্দেশ প্রকাশ করতে গিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কখনো করা যাবে না, যা অহংকার প্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত হয়।

নিকৃষ্ট ব্যক্তির উদাহরণ

١٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَائِدُ فِىْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهٖ لَيْسَ لَهَا مِثْلُ السُّوْءِ -

১৭৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দান করে আবার তা ফেরত নেয়, সে কুকুর সমতূল্য, যে বমি করে তা পুনরায় গলদকরণ করে। এ সম্পর্কে এর থেকে নিকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে! (বুখারী)

মু'মিনের কাজ

١٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِىْ اِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَاِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا -

১৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন তার বোনের স্বামীর খাবার দখলের জন্য

তার তালাক দাবি না করে। আর সে বিয়ে করে নেয়। কেননা, তার তাকদীরে যা নির্ধারিত আছে (শিঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক) সে তা পাবেই। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যদি কোন ব্যক্তি একাধিক বিয়ে করতে ইচ্ছা করে তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর এ দাবি করা সংগত নয় যে, আগের স্ত্রীকে তালাক দাও, এরপর আমাকে বিয়ে কর। এ ধরনের মন মানসিকতা জঘন্যতম অপরাধের মধ্যে গণ্য, ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী।

প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়

١٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ -

১৮০. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করে আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অনাহারে কাতরায়, সে ব্যক্তি মুমিনের অন্তর্ভূক্ত নয়। (বায়হাকী)

দাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয়

١٨١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعٰى فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغْيِرًا -

১৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে যদি দাওয়াত করা হলে সে তা গ্রহণ না করলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করল। আর যে দাওয়াত না পেয়েও দাওয়াতে উপস্থিত হয় সে চোরের মত প্রবেশ করল আর ডাকাতের মত মজলিস থেকে বের হয়ে এল। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আপোসে উপঢৌকন বিনিময় করা ও দাওয়াত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তার মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত কবুল করে না, সে মূলত তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন ছিন্ন করে। কিন্তু বিনা দাওয়াতে কারো খাবার অনুষ্ঠানে হাযির হওয়া নিচু মানসিকতা এবং শিষ্টাচার বিরোধী। এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

পার্থিব জীবনে লালসার পরিণতি

١٨٢- عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُم -

১৮২. হযরত আমর ইবনে আওফ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি! তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্র্যের ভয় করি না বরং আমার আশংকা হয় তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের মত তোমাদের জন্যও পার্থিব ধন-সম্পদ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে তাদের মতইপার্থিব লালসার শিকারে তোমারাও পরিণত হবে। পরিণতিতে তা তাদের মত তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে। (বুখারী-মুসলিম)

যেসব কাজে জান্নাত প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হবে

١٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ -

১৮৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ; যেসব পুরুষ মহিলাদের বেশ ধারণ করে এবং যেসব মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করে আল্লাহ্ তাদের উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেন। (বুখারী, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এখানে পুরুষ অথবা মহিলা তার অবয়ব এমনভাবে বিকৃত করবে না যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। আজকাল সংস্কৃতির যে বিভসংৎরূপ সমাজে অনু প্রবেশ করছে তাতে কে নারী কে পুরুষ চিনতে কষ্টকর হয়। আজকাল শহরে এমনকি গ্রামেও মেয়েরা প্যান্ট শার্ট পরে তাতে প্রথম অবস্থায় কার পরিচয় কি চেনাই অসম্ভব হয়। আর এরা যে সমস্ত প্রদর্শনী করে এতে যে আল্লাহ্‌র গযব তাদের মাথায় বহন করছে তা তাদের ধারণাই আসে না। পরিবার সূত্রেও এদের কোন বাধা নেই। যে যত উলঙ্গ হবে তাতে সভ্যতা সংস্কৃতি বেশী প্রকাশ পাবে এরূপ তাদের মন-মানসিকতাই তাদের মনে বিদ্যমান। আলোচ্য হাদীসে এ ধরনের রূপান্তরকে অভিসম্পাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আজ অনেক মুসলিম পরিবারেই পাশ্চাত্যের জীবনধারা অনুপ্রবেশ করে দ্বীনী ব্যবস্থা পরিবার থেকে বিদায় হচ্ছে।

সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি

١٨٤- عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ مَسَاوِيْكُمْ اَخْلَاقًا اَلثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ ـ

১৮৪. হযরত আবু সা'লাবাতা আল-খুশানী (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চারিত্রিক দিক থেকে সর্বোত্তম সে কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে আর যে ব্যক্তি চারিত্রিক দিক থেকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম, বাচাল, অহঙ্কারভরে কথা বলে সে আমার কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য সে আমার কাছ থেকে সর্বাধিক দূরে থাকবে। (বায়হকী)

কৃত্রিমতা পরিহার করা

١٨٥- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ زَفَفْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ اَخْرَجَ عَسًا

مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ إِمْرَأَتَهُ فَقَالَتْ لاَأَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لاَتَجْمَعِيْ جُوْعًا وَكِذْبًا ـ

১৮৫. হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোন এক স্ত্রীকে বধূ বেশে সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠাতে আমরা সকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি দুধের পেয়ালা বের করে প্রথমে নিজে পান করেন এরপর নববধুকে পান করতে দিলেন। নববধূ বলেন, আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ ক্ষুধা ও মিথ্যাকে একত্র করো না। (মুজামুস সাগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যখন কোন বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে পানাহারের কোন বস্তু পেশ করা হয়, তখন ক্ষুধা ও খাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেবল লৌকিকতার কারণে নানান অজুহাত দেখিয়ে বিরত থাকা একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখিত হাদীসে এ ধরনের বাহ্যিক লৌকিকতা পরিহার করতে বলা হয়েছে যা কোন মতেই কাম্য নয়।

অপচয়কারীর পরিণতি

١٨٦ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَأَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ يَضَعُ إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى ثُمَّ يَتَغَنّٰى وَيَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ ـ

১৮৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে পায়ের উপর পা তুলে গানে মশগুল হয়ে আছে এবং সূরা বাকারা পাঠ করা পরিত্যাগ করে। (মু'জামুস সাগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ সঙ্গীত ও গান-বাদ্য শয়তানী কাজ। তাই গান-বাদ্য পরিত্যাগ করে কুরআনের মত মহান কিতাব পাঠ করা উচিত। এ হাদীসে বিশেষ করে সূরা বাকারার কথা উল্লেখ করার কারণ এটাই যে, সঙ্গীত ও গান-বাদ্যের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে মুনাফিকী সৃষ্টি হয়। যেমন অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, গান-বাদ্য মুনাফিকীর জন্ম দেয়। আর সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে নিফাক ও তার প্রতিকারের কথা উল্লেখ রয়েছে।

জাহান্নামের ইন্দন

١٨٧- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِاِمْرَأَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ -

১৮৭. হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলেছেন ঃ (কারো ঘরে) একটি বিছানা পুরুষের অপরটি তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয়টি মেহমানের জন্য থাকবে, চতুর্থটি থাকলে তা হবে শয়তানের জন্য। (মুসলিম)

١٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ

১৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ইবনু আ'ছ এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাদ (রা.)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন উযু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ হে সা'দ! এ অপচয় কেন? সাদ (রা.) বলেন, উযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি প্রবহমান নদীর তীরে থাকলেও অপচয় আছে। (আহমাদ, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ ধরনের কথার মাধ্যমে অপচয়ী মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। কোন কোন অবস্থায় যদিও অপচয়ের কোন ক্ষতিকর প্রভাব সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয় না, তবুও এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। অপব্যয় ও অপচয়ের এ অভ্যাস অন্যান্য ক্ষেত্রে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির কারণ হওয়ার আশংকাও রয়েছে। আরও স্মর্তব্য যে, অপচয় শুধু পার্থিব আচার-আচরণ ও ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রেও তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

١٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا -

১৮৯. হযরত আবূ হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের পরিধেয় বস্ত্র অহংকারের সাথে মাটিতে টেনে নিয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা গর্ব-অহংকার মোটেই পছন্দ করেন না। এ কারণে যেসব বিষয় গর্ব-অহংকার প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে, শরীয়তে সেসব কাজকর্ম এবং চালচলনের উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অনেকেই নামাযও পড়েন আবার পোশাকের ক্ষেত্রে অহংকার ভরে টাখনু গিরার নীচে প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গী ইত্যাদি পরিধান করেন, তাদের অবশ্যই এ হাদীসের সতর্কবাণীর দিকে লক্ষ্য করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

١٩٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِىْ اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذَالِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ -

১৯০. হযরত ইবনু উমর (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে বা সোনা রূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে, সে নিজের পেটে গড়গড় করে জাহান্নামের আগুনই প্রবেশ করায়। (দারে-কুতনী)

দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ

١٩١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ

১৯১. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দুঃখ-কষ্টে (বা রোগে) পতিত হলে সে যেন মৃত্যু কামনা না করে। একান্তই যদি তা করতে হয় তাহলে সে যেন বলে, "হে

আল্লাহ! আমার জন্য জীবন যতক্ষণ কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর মৃত্যু আমার জন্য যখন কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন। (বুখারী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলামে আত্মহত্যা তো দূরের কথা, মৃত্যু কামনা করা পর্যন্ত নাজায়িয। আল্লাহর অসংখ্য নিআমতসমূহের মধ্যে জীবনই হল অন্যতম বড় নিআয়ামত। নিআমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব। অকৃতজ্ঞতা কবীরা গুনাহ। অতএব জীবন রূপ নিআমতের নিঃশেষ হওয়ার কামনা করা অকৃতজ্ঞতার শামিল যা কবীরা গুনাহ।

١٩٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهٖ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اُخْرِجَ مِنْهُ شَئٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

১৯২. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের পেটের মধ্যে কিছু (বায়ু) অনুভব করে এবং সন্দেহ হয় যে, পেট থেকে কিছু বের হল কিনা, তখন সে যেন (উযু ছুটে গেছে ভেবে) মসজিদ থেকে বের না হয়, যে পর্যন্ত না সে কোন শব্দ শুনে অথবা দুর্গন্ধ প্রকাশ পায়। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ নিশ্চিত কারণ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নামায ভঙ্গ করা না জায়েয।

সপ্তম অধ্যায়

পার্থিব জীবন-যাপনে করণীয়

সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয়

١٩٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُكُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَقِهُوْا ـ

১৯৩. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ সে ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে ইসলামের দিক থেকে সর্বোত্তম যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন। (আদাবুল মুফরাদ)

١٩٤- عَنْ أَبِى مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِىْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا ـ

১৯৪. হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, নামাযে দাঁড়াতে গিয়ে কাতার সোজা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাত আমাদের কাঁধের উপর ফিরিয়ে বলতেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, আগ-পিছ হয়ে দাঁড়াবে না, এতে তোমাদের অন্তরসমূহেও বিভেদ সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক বুদ্ধিমান তারা যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে, এরপর যারা এ গুণে তাদের নিকটবর্তী তারা, তারপর যারা এ গুণে তাদের নিকটবর্তী তারা। আবু মাসউদ (রা.) বলেন, দুঃখের বিষয় এটাই যে তোমরা আজ অত্যন্ত বিভিন্নমুখী। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আলোচ্য হাদীসে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যারা বুদ্ধিসম্পন্ন ও দ্বীনের জ্ঞানে বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন তাদেরই ইমামের কাছাকাছি স্থানে দাঁড়ান উচিত। এরপর এসব গুণে যারা তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়াবে। তারপর লোকেরা পর্যায়ক্রমে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানই সঙ্গত।

١٩٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتّٰى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا وَمَا يُجْزٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهٖ -

১৯৫. হযরত ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্ব, উমরা ও অন্যান্য নেককাজ সমূহের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তাদের জ্ঞান ও বিবেকানুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে। (মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানুষ যদি আন্তরিকতা সহকারে ইবাদত সুসম্পন্ন করার বেলায় ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এতে যে আনন্দ ও স্বাদ উপভোগ করে অন্য কিছুর ব্যাপারে তা অর্জন করতে পারে না।

এখানে কুরআনে বলা হয়েছে।

اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا -

"তাদেরকে যখন তাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়ে উপদেশ প্রদান করা হয়, তখন তারা তার প্রতি অন্ধ-বধির হয়ে থাকে না"। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৩)

١٩٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ بُلْهٌ -

১৯৬. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ননা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। জান্নাতবাসীরা বোকা। (বুখারী, মুসলিম মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ঈমানদার ব্যক্তিরা এতটাই সাবধান ও সতর্ক যে, সে কখনও একবার প্রতারিত হলে দ্বিতীয়বার প্রতারিত হয় না। কিন্তু সে আল্লাহ্‌র ভয়ে কেবল হালাল পন্থায় উপার্জিত আয়ের উপর তুষ্ট থাকে তা পরিমাণে যত কমই হোক না কেন। তার সামনে বিরাট আকারের হারাম মাল পড়ে থাকলেও তার দৃষ্টি সেদিকে নিপতিত হয় না। এজন্য দুনিয়াদার লোকেরা তাকে (জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে) নির্বোধ মনে করে। এজন্য কোন হাদীসে মুমিন ব্যক্তিকে 'গির্‌রুন' বা সম্ভ্রান্ত বোকা এবং মোনাফিককে 'খিব্বুন লাইম' বা জঘন্য প্রতারক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইন্না আহ্‌লাল জান্নাতে বালহুন' অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা নির্বোধ হাদীসের তাৎপর্যও এটাই।

١٩٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَحَلِيْمَ اِلاَّ ذُوْ عَثْرَةٍ وَلاَ حَكِيْمَ اِلاَّ ذُوْ تَجْرِبَةٍ -

১৯৭. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ হোঁচট খাওয়া ব্যক্তিই শুধু ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হতে পারে। আর অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই শুধু প্রজ্ঞাবান হতে পারে। (মুসনাদ, মিশকাত)

পবিত্রতার মূল্যায়ন

١٩٨- عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ -

১৯৮. হযরত আবু মালেক আল-আশআরী (রা.) এর বর্ননা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতার শিক্ষাই কেবল ইসলাম দেয় না; ইসলাম বাহ্যিক পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম আচার-আচরণের প্রতিও নির্দেশ প্রদান করে। উল্লেখিত হাদীসে এ কারণে বাহ্যিক পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

١٩٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى -

১৯৯. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ডান হাত ছিল উযু ও পানাহারের জন্য এবং বাঁ হাত ছিল শৌচকার্য ও এ ধরণের অন্যান্য নাপাক দূর করার জন্য। (আবু দাউদ)

٢٠٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ -

২০০. হযরত ইবনে মুগাফফাল (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যেন নিজের গোসলখানায় পেশাব না করে, যেখানে তোমরা আবার গোসল অথবা উযু করবে। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ পেশাব ও গোসল পৃথক পৃথক স্থানে করার নির্দেশ। যদি কেহ এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহলে পাক-পবিত্রতার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হবে।

অনেকেই বিষয়টি না জানার কারণে অথবা অলসতার কারণে এ কাজটি করে থাকে। উল্লেখিত হাদীসের বাণীসমূহ অবগত হওয়ার পর থেকে যারা সাধারণতঃ এ কাজ করে তারা অবশ্যই বিরত থাকবেন।

٢٠١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهٖ -

২০১. হযরত আবূ মূসা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার প্রয়োজন অনুভব করলে একটি দেয়ালের গোড়ায় নরম বালুময় জায়গায় গিয়ে পেশাব করেন। এরপর বলেন ঃ তোমাদের কারো পেশাব করার ইচ্ছা হলে তখন সে যেন নরম জায়গার খোঁজ করে। (আবু দাউদ)

٢٠٢- عَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُلَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ -

২০২. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন ঃ হে উমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর থেকে আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ক্ষেত্রবিশেষে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হলে এ অবস্থা ছাড়া আর কোন উপায় না থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যেতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় উপরোল্লেখিত নির্দেশ মানতে হবে। আর আজকাল দাঁড়িয়ে পেশাব করাটা একটা ফ্যাশান বা সংস্কৃতি হয়ে পড়েছে। আজকাল যারা বসে পেশাব করেন আর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করেন তাদেরকে তুচ্ছ মনে করা হয়ে থাকে। অনেকেই দাঁড়িয়ে পেশাব করাটা গর্ব মনে করে যে, আমি ইসলামের বিধি-নিষেধ অমান্য করছি লোকেরা তা দেখে আমাকে কিছু একটা মনে করুক। মুসলমান সব সময়ই পবিত্র থাকে কিন্তু দাঁড়িয়ে পেশাব করা ব্যক্তি কখনো পবিত্র থাকে না। কেননা, বিধিমত পেশাবের পর পবিত্রতা অর্জন করে না। তাই নাপাকী তার গায়ে লেগেই থাকে।

٢٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ -

২০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গর্তের মধ্যে পেশাব না করে। (আবু দাঊদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ গর্তের মধ্যে পেশাব করাটা কোন মতেই জায়েয নয়। কেননা এর মধ্যে প্রাণীদের বসবাস। গর্তের মধ্যে অনেক সময় সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি ধরণের বিষাক্ত হিংস্র প্রাণী থাকে। ফলে পেশাবকারী এদের আক্রমণের শিকার হতে পারে।

٢٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ بِوَلَدِهٖ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهٖ -

২০৪. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য পিতৃ সমতুল্য। আমি তোমাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। তোমরা যখন পায়খানায় যাবে তখন কেবলাকে সামনে অথবা পেছনে করবে না। আর তিনটি ঢিলা নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং এ উদ্দেশে গোবর ও হাড় ব্যবহার নিষেধ করলেন এবং তিনি ডান হাত দিয়ে শৌচ করতেও নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ)

٢٠٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ -

২০৫. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ আহার সামনে হাযির হলে তা রেখে সালাত আদায় করবে না এবং পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে তা না সেরে সালাত আদায় করবে না। (মুসলিম, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য প্রযোজ্য প্রগতিশীল ধর্ম। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এমনি দুইটি স্বাস্থ্য সম্মত নির্দেশ প্রদান করেছেন ঃ

১। ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার উপস্থিত থাকলে খেয়ে নিবে, পরে সালাত আদায় করবে।

২। পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিলে আগে তা সেরে নিবে তারপর সালাত আদায় করবে। তবে ক্ষুধার প্রবণতা না থাকলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ না থাকলে আগে সালাত আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন চেপে রেখে সালাত আদায় করা জায়েয নয়।

٢٠٦- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ اَلْبِرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ -

২০৬. হযরত মুআয (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তিনটি অভিশাপের যোগ্য কাজ থেকে তোমরা সতর্ক থাক ঃ ১. পানি সংগ্রহের স্থানে বা উৎসসমূহে, ২. যাতায়াতের রাস্তায় ও ৩. ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ হাদীসে উল্লিখিত তিনটি স্থানে পায়খানা পেশাব করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিসম্পাতের যোগ্য হতে হয়। অর্থাৎ এসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয নয়।

٢٠٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا ـ

২০৭. হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) পিঁয়াজ ও রসুন খেতে নিষেধ করে বলেন ঃ যে তা খাবে সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। তিনি আরও বলেন ঃ যদি তোমাদের তা একান্তই খেতে হয় তাহলে রান্না করে তার দুর্গন্ধ দূর করে খাও। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আলোচ্য হাদীসে যেসব দ্রব্য খেলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, তা খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়া নিষিদ্ধ হয়নি। কাঁচা রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রান্না করে খেয়ে প্রবেশ করা দোষণীয় নয়।

পানাহারের সুন্নাত

٢٠٨- عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ ـ

২০৮. হযরত আমর ইবনে আবু সালামা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, ছোট বেলায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হই। খাওয়ার সময় আমার হাত থালার সর্বত্র ঘুরপাক খেত। তিনি আমাকে বলেন ঃ বিসমিল্লাহ্ বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছের খাদ্য খাও। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) খাবার ব্যাপারে যে উপদেশ দিলেন তাতে পানাহারের প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার শিক্ষা দিলেন। তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সাধারণ ব্যাপারেও পিতা-মাতা ও অভিভাবকদেরকে ছোটদের প্রশিক্ষণের প্রতি কতটা নজর রাখা উচিত। আর বিসমিল্লাহ বলে খাবার খাওয়া এ কাজটি ছোটবেলা থেকেই শিশুদের শিক্ষা দেয়া উচিত।

٢٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ -

২০৯. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেন নি। খাদ্য তাঁর রুচিসম্মত হলে গ্রহণ করতেন, আর অপছন্দ হলে খেতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আমরা সাধারণতঃ স্ত্রী, চাকরাণী তাদের অসহনীয় নানা কথা বলে থাকি তা উচিত নয়। যদি বলতেই হয় তবে সংযতভাবে বললে তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে।

٢١٠- عَنْ وَحْشِىِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ -

২১০. হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব (রা.) তার পিতা ও দাদার মাধ্যমে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করে তৃপ্তি পাই না। তিনি বললেন ঃ সম্ভবতঃ

তোমরা পৃথক পৃথক খাও (সকলে একত্রে খাও না); তারা বলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা একত্রে আল্লাহ্র নাম নিয়ে আহার কর তোমাদের খাদ্য হবে বরকতময়। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ পৃথক পৃথক আহার করা যদিও শরীয়তে নাজায়িয নয়, কিন্তু সকলে একত্রে বসে খাওয়াটাই অধিক পছন্দনীয় এবং এতে আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়ে কল্যাণ ও বরকত লাভ হয়। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রের সামষ্টিকতার প্রভাবটা যদি গোটা জীবনে প্রয়োগ করা যায় তবে তার ফল আরো কল্যাণকর হতে পারে, এ হাদীস থেকে তা অনুমিত হয়।

٢١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِىْ يَدِهٖ غَمْرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَاَصَابَهٗ شَيْئٌ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهٗ -

২১১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ হাতের এঁটো না ধুয়ে তা নিয়েই যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে এবং সেজন্য তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন এর জন্য নিজেকেই দায়ী করে। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ পানাহার শেষে উত্তমরূপে হাত ধোয়া একান্ত আবশ্যক। আজকাল বিদেশী সভ্যতার অনুকরণে হাত না ধুয়ে অথবা কাঁটা চামচ ব্যবহার করে খাদ্য গ্রহণ করে। রুমাল বা এ জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে হাত মুখ মুছে নেয়, এসব ব্যবস্থা ইসলামে আদৌ অনুমোদনযোগ্য নয়।

٢١٢- عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهٗ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَائَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَائَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا -

২১২. হযরত ইয়া'লা ইবনে মামলাক (রা.) এর বর্ননা–তিনি হযরত উম্মু সালামা (রা.)-র কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদা করে পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কিরাআত পাঠের মধ্যে ছিল গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা, এতে তাড়াহুড়া ছিল না।

কোরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয়

٢١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ ـ

২১৩. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সমুধুর কণ্ঠস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কৃত্রিমতা পরিহার করে সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করাই উচিত। কৃত্রিম বা নিকৃষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করা আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয়।

রাসূল (সা.)-এর আদর্শ

٢١٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَاَحْصَاهُ ـ

২১৪. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তোমাদের মত তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, কেউ তা গণনা করতে চাইলে সহজেই গণনা করতে পারত। (বুখারী, মুসলিম)

٢١٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا لَعَّانًا وَلَا سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ ـ

২১৫. হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখ থেকে কখনো অশ্লীল কথা, অভিশাপ বাক্য ও গালি বের হত না। অসন্তোষের সময় তিনি বলতেন ঃ তার কি হয়েছে, তার চেহারা ধুলায় ধুসরিত হোক। (বুখারী, মিশকাত)

٢١٦- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلاً ثَائِرَ الرَّاسِ فَقَالَ لَمْ يَشْرُوهُ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ.

২১৬. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) এলোমেলো চুলবিশিষ্ট এক লোককে দেখে বললেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজেকে বিশ্রী বানিয়ে রাখে কেন? অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লোকটির চুল ছেঁটে পরিপাটি করে দিতে বললেন। (আল-মুজামুস সগীর)

٢١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা.) ইবনে জাযা এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসি সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি। (তিরমিযী, মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের মিজাজে রুক্ষতা ছিল না, তিনি এতটা উচ্ছলও ছিলেন না যে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়বেন। প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর কর্মপন্থা ছিল অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি হাসার স্থলে মুচকি হাসতেন।

٢١٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهْوَاتَهُ وَاِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

২১৮. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি কখনোও রাসূলুল্লাহ (সা.)কে অট্টহাসি পূর্ণ হাসতে দেখিনি যে, হাসার সময় তাঁর আলজিভ দেখা যায়, তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। (বুখারী, মিশকাত)

٢١٩- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ یَمْنَعُ اَحَدَکُمْ نَوْمَهٗ وَطَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ فَاِذَا قَضٰی اَحَدُکُمْ نَهْمَتَهٗ فَلْیُعَجِّلْ اِلٰی اَهْلِهٖ -

২১৯. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সফর হল আযাবের একটি টুকরা। তা তোমাদের কাউকে ঘুম ও পানাহার থেকে বিরত রাখে। অতএব তোমাদের কারো সফরের প্রয়োজন পূর্ণ হলে সে যেন তার পরিবার- পরিজনের কাছে শিঘ্রই ফিরে আসে। (বুখারী, মুসলিম)

٢٢٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَطَالَ اَحَدُکُمُ الْغَیْبَةَ فَلَا یَطْرُقْ اَهْلَهٗ لَیْلًا -

২২০. হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজ পরিবার থেকে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকে, তখন সে যেন রাতে তাদের কাছে ফিরে না আসে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কোন ব্যক্তি যদি দীর্ঘ দিন সফরে অতিবাহিত করার পর পূর্ব অবহিতি ব্যতীত হঠাৎ না জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসার ক্ষেত্রে এ হাদীসের ওপর আমল করা আবশ্যক। কিন্তু সে যদি তার আগমন সম্পর্কে অবহিত করে তাহলে এ হাদীসের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হবে। সেক্ষেত্রে যখন ইচ্ছা নিজের সুবিধামত আসতে কোন বাধা নেই।

٢٢١- عَنْ کَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا یَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِی الضُّحٰی فَاِذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰی فِیْهِ رَکْعَتَیْنِ -

২২১. হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দিনের বেলা দুপুরের আগে ছাড়া সফর থেকে ফিরে আসতেন না। তিনি সফর থেকে ফিরে এসে সর্ব প্রথম মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নামায আদায় করতেন। (বুখারী, আবু দাউদ)

٢٢٢- عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاتَ عَلٰى اَنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِيْنَ يَرْتَجُّ فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ -

২২২. নবী করীম (সা.)-এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত–নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ কেউ যদি ঘরের ছাদের উপর ঘুমিয়ে পড়ে এবং নিচে পড়ে মারা যায় তাহলে সেজন্য কেউ দায়ী হবে না। অনুরূপ কেউ যদি তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে মারা যায়, তার জন্যও কেউ দায়ী হবে না। (আদাবুল মুফরাদ)

শয়নের সুন্নাত

٢٢٣- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا بِوَجْهِهِ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ قُمْ نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ -

২২৩. হযরত আবু উমামা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেন যে, সে উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তিনি নিজের পা দিয়ে তাকে খোঁচা মেরে বলেন ঃ উঠে দাঁড়াও, এটা হল জাহান্নামীদের শোয়ার অবস্থা। (আদাবুল মুফরাদ)

٢٢٤- عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ اَنَّهُ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِى الشَّمْسِ فَاَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ اِلَى الظِّلِّ -

২২৪. হযরত আবু কায়েস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এমন সময় উপস্থিত হলেন যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে (ছায়ায় যেতে) নির্দেশ দিলেন, তিনি ছায়ায় চলে এলেন। (আদাবুল মুফরাদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসের মর্মানুযায়ী উপলব্ধি করা যায় যে, উম্মাতের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মায়া-মমতা ছিল কত বেশি! তিনি সাধারণ ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতেন যেন কারো কোন কষ্ট বা ক্ষতি না হয়।

٢٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدٍ لِيَحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا ـ

২২৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরিধান করে না হাঁটে। হয় সে উভয় পা খালি রাখবে অথবা উভয় পায়ে জুতা পরিধান করবে। (বুখারী)

অষ্টম অধ্যায়

আদর্শ মুসলিম পরিবার

মাতাপিতার মর্যাদা ও অধিকার

٢٢٦- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَيْئٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا فَقَالَ نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعٌ اَلدُّعَاءُ لَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ رَحِمُ لَكَ مِنْ قِبَلِهِمَا ـ

২২৬. হযরত আবু উসাইদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (সা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার এমন কোন উপায় আছে কি যার মাধ্যমে আমি তাঁদের উপকার করতে পারি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তার জন্য চারটি উপায় রয়েছে ঃ ১. তাদের জন্য দোআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, ২. তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা, ৩. তাদের বন্ধু-বান্ধব ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, ৪. তাদের মাধ্যমে তোমার সাথে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা। (আদাবুল মুফরাদ)

٢٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا ـ

২২৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম (সা.) নিকট হিজরতের উদ্দেশ্যে বয়আত হওয়ার জন্য আসল। তিনি তাকে বললেন ঃ পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের যেমনিভাবে কাঁদিয়ে এসেছ, ঠিক তেমনিভাবে তাদের মুখে হাসি ফোটাও। (আদাবুল মুফরাদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ পিতামাতা যদি দুর্বল, বৃদ্ধ ও সন্তানের সাহায্যের মুখপেক্ষী হয় তাহলে এ অবস্থায় তাদের সাহচর্য দেয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা হিজরতের মত গুরুত্বপূর্ণ উত্তম আমল অপেক্ষা এ খিদমত অধিক উত্তম।

٢٢٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهٖ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهٗ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَقْضِيَهٗ عَنْهَا ـ

২২৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–সাদ ইবনে উবাদা (রা.) তাঁর মায়ের কৃত মান্নত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করলে যা তার মা পূর্ণ করার পূর্বেই মারা যান। তখন তিনি (সা.) তাঁর মায়ের মান্নত পূর্ণ করার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারীর মর্যাদা

٢٢٩- عَنْ بَكَّارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذُنُوْبٍ يُؤَخِّرُ اللّٰهُ مِنْهَا مَا شَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا الْبَغْىَ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ اَوْ قَطْعَةَ الرَّحِمِ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِى الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ ـ

২২৯. বাক্কার (রা.) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা স্বেচ্ছায় যে কোন গুনাহর শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে থাকেন। কিন্তু এমন তিনটি গুনাহ্ রয়েছে, যার শাস্তি তিনি

মানুষকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই প্রদান করেন ঃ (১) বিদ্রোহ, (২) পিতা-মাতার সাথে অবাধ্যাচরণ (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ। (আদাবুল মুফরাদ)

উত্তম স্ত্রীর দৃষ্টান্ত

٢٣٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُوْمُ اِمْرَأَةٌ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا -

২৩০. হযরত আবু সাঈদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন মহিলা যেন তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নফল) রোযা না রাখে। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে। কারণ ফরয রোযা তো স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও রাখতে হবে। যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ "লা তাআতা লি-মাখলূকিন ফী মা'সিয়াতিল খালিক" (আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না)। কিন্তু স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা জায়েয নয়। স্বামী অনুমতি না দিলে নফল রোযা ভাংতে হবে।

দীনদার মহিলার মর্যাদা

٢٣١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -

২৩১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ চারটি বৈশিষ্ট্য দেখে একজন মহিলাকে বিবাহ করা হয়, সম্পদের জন্য, বংশ মর্যাদার জন্য, রূপ-লাবণ্যের জন্য এবং দীনদারীর জন্য। তুমি দীনদার স্ত্রী লাভেরই চেষ্টা করবে, তোমার হাত ধুলায় ধুসরিত হোক (অর্থাৎ তোমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস কর)। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানুষ বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে সাধারণত পাত্রীর

ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও রূপ-লাবণ্যের গুরুত্ব দেয়। আবার অনেকে তার দীনদারিরও গুরুত্ব দেয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) দীনদার পাত্রীকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। এতে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ হবে।

٢٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ -

২৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সমস্ত পৃথিবীটাই সম্পদ, আর পৃথিবীর মধ্যে উত্তম সম্পদ হল পুণ্যবতী নারী। (মুসলিম)।

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও গুরুত্ব

٢٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِنْ لَا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ -

২৩৩. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কাছে এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তুমি পছন্দ কর তখন তার সাথে বিবাহ দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ব্যাপক গন্ডগোল ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী)

মুসলমান স্বামী-স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য

٢٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ -

২৩৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ঈমানদার পুরুষ যেন ঈমানদার স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ না করে। কেননা, তার কোন একটি অভ্যাস অপছন্দ হলেও অন্য আরেকটি গুণ পছন্দনীয়ও হবে। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কোন মহিলার সর্বদিক থেকে ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তার মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকলেও অন্যদিক থেকে আকর্ষণীয় গুণাবলীও নিশ্চয় থাকবে। এ কারণে একজন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে উভয় দিকটাই বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণ

٢٣٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ -

২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন নব বিবাহিত কাউকে ধন্যবাদ প্রদান করতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাদের উভয়কে বরকত দান করে তোমাদের উভয়ের মধ্যে কল্যাণময় সুসম্পর্ক বজায় রাখুন"। (মুসনাদে আহমাদ)

٢٣٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلِى فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِى قَالَ هٰذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ -

২৩৬. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে আমি দৌড়ে তাঁর থেকে অগ্রগামী হলাম। পরবর্তীতে আমি যখন মোটা হয়ে গেলাম তখন পুনরায় তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে এবার তিনি আমার থেকে অগ্রগামী হয়ে বলেন ঃ পূর্বেকার বিজয়ের জবাবেই এ বিজয়। (আবু দাউদ)

স্ত্রীর প্রতি সহনশীলতা

٢٣٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِى صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى فَكَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ.

২৩৭. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে খেলনা নিয়ে খেলা করতাম। আমার কয়েকজন সাথী ছিল। তাঁরা আমার সাথে খেলা করত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তাঁরা লুকিয়ে যেত। কিন্তু তিনি তাদেরকে খোঁজ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর তারা আমার সাথে খেলা করত। (বুখারী, মুসলিম)

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা বিধান

٢٣٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

২৩৮. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন সফরে যেতে মনস্থ করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করতেন। এতে যাঁর নাম উঠত তিনি তাঁকে নিয়ে সফরে যেতেন।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের সাথে সমান ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।

٢٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ.

২৩৯. হযরত ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হালাল কাজ হচ্ছে তালাক। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ সমাজে যেন তালাকের ব্যাপারটা একটা খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমময় সুসম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটার ক্ষেত্রেই কেবল এ পন্থার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ ব্যাপারে কখনো এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোন মতেই সঙ্গত নয়।

দানের ক্ষেত্রে করণীয়

٢٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ-

২৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন প্রকারের দান উত্তম? তিনি বললেন ঃ গরীবের কষ্টের দান। যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তোমার উপর তাদের থেকে দান-খায়রাত আরম্ভ কর। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আন্তরিকতার সাথে যে দান করা হয়, তা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার মর্যাদা রাখে। কিন্তু একজন নিঃস্ব গরীব কায়িক শ্রমে উপার্জিত অর্থ থেকে যা দান করে তা আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম বলে বিবেচিত। কোন ব্যক্তির উপর যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে সর্বপ্রকারে তাদের দেখাশুনা করা তার কর্তব্য। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায়, সুনাম অর্জনের জন্য নিকটাত্মীয়দের উপেক্ষা করে অন্যদের দান করে। এরূপ দান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য হাদীসে এজন্যই বলা হয়েছে নিকটাত্মীয় থেকে আরম্ভ কর।

٢٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ-

২৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) ও হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) এর বর্ণনা। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় তাই উত্তম দান, প্রথমেই তোমার পোষ্যদের থেকে দান শুরু কর। (বুখারী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ হাদীস দু'টির মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মূলতঃ উভয় হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। প্রথমোক্ত হাদীসে দরিদ্র ব্যক্তির হীনমন্যতা দূরীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সে হয়ত ভাবতে পারে যে,

ধনীদের দানের সামনে তার সামান্যতম দানের কি মূল্য থাকতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা মূলতঃ ইখলাসের ভিত্তিতেই সওয়াব প্রদান করে থাকেন, দান-খয়রাতের বাহ্যিক পরিমাণের ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয় হাদীসের উদ্দেশ্য মানুষ যেন এমনভাবে নিজের সম্পদ দান না করে যাতে পরে নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়।

٢٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ ـ

২৪২. হযরত ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–এক ব্যক্তি তার কাছে উপস্থিত। তার কয়েকটি কন্যা ছিল সে তাদের মৃত্যু কামনা করলে ইবনে উমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বলেন, তুমি কি তাদের রিযিকদাতা? (আদাবুল মুফরাদ)

٢٤٣- عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وَلَدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةً يَقُوْلُوْنَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَأْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةِ الْقَيِّمِ عَلَيْهَا مُعَانٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

২৪৩. হযরত নুবাইত ইবনে শুরাইত (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা জন্মগ্রহণ করে তখন মহান আল্লাহ্ সেখানে কিছু ফিরিশতা পাঠালেন তাঁরা বলেন, 'আসসালামু আলইকুম আহলাল বাইত' (হে গৃহবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তাঁরা কন্যাটিকে নিজেদের পাখা দিয়ে পরিবেষ্টন করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, এক দুর্বল আরেক দুর্বল থেকে জন্মলাভ করেছে। যে ব্যক্তি তার লালন-পালন করবে কিয়ামত পর্যন্ত সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে থাকবে। (আল-মুজামুস সাগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ জাহিলী আরবে কন্যা সন্তানের জন্মকে সাধারণত ঘৃণার চোখে দেখা হত। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদেরকে জীবন্ত কবরস্থও করা হত।

এখনও অনেকে কন্যা সন্তানের জন্মে নাক সিঁটকায়। কন্যা সন্তান জন্মের কারণে স্বামী বা পরিবারের লোকজন স্ত্রীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় তালাক পর্যন্ত সংঘটিত হয়। এরও দুটি কারণ রয়েছে, তাদের প্রথম যুক্তি হল ছেলে সন্তান হলে রুজি রোজগার করবে আর মেয়ে সন্তান জন্ম নিলে শুধুই খরচ। তাছাড়া বর্তমান যুগে মেয়েদের যে ফিতনা শুরু হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করুক এটা কেউ চায় না। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জন্ম, মৃত্যু, রিযিক এগুলোর মালিক একমাত্র আল্লাহ, এটাই মনে রাখতে হবে।

٢٤٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ -

২৪৪. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে এসে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল, সে সময় আমার কাছে তাকে দেয়ার মত একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না। সে খেজুরটি আমি তাকে দান করলাম, সে সেই খেজুরটি তার দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দিল এবং নিজে একটুও খেল না। এরপর সে চলে গেল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এলে ব্যাপারটি তাঁকে জানালে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এই কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে তার জন্য এরা জাহান্নামের আগুনের সামনে ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে করণীয়

٢٤٥- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتِ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تَشْهَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْطَيْتُ اِبْنِىْ مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِىْ اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِنِّىْ لَا اَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ -

২৪৫. হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলে আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা বলেন, আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাক্ষী না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এতে তুষ্ট নই। তাই আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলেন, আমি আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এ সন্তানকে একটা বস্তু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আমরাহ আমাকে বলছে, আমি যেন আপনাকে সাক্ষী রাখি। তিনি বলেন ঃ তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই এর অনুরূপ দান করেছ? তিনি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সব সন্তানের মধ্যে ইনসাফ কর। নোমান (রা.) বলেন, এরপর আমার পিতা ফিরে এসে তার দান ফিরিয়ে নিলেন। হাদীসের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমি কোন যুলুমের সাক্ষী হতে পারি না। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মাতাপিতার উপর সন্তানের এ অধিকার রয়েছে, তারা সর্বপ্রকার আদান-প্রদানের বেলায় সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক ও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা যাবে না, পুত্র-কন্যা সবার মধ্যে শরীয়ত সম্মতভাবে বন্টন করতে হবে।

আত্মীয়তা রক্ষাকারীর বৈশিষ্ট্য

٢٤٦- عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ اَعْطَيْتَهَا اِخْوَالَكَ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكَ ـ

২৪৬. হযরত হারিসের কন্যা মাইমুনা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে এক ক্রীতদাসীকে আযাদ করে তা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জানালে তিনি বললেন ঃ তুমি যদি তা তোমার মামাদের দান করতে তাহলে অধিক সওয়াব হত। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ দান করা একটি উত্তম ইবাদত। কিন্তু আপন আত্মীয়দের দান করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ দান-খয়রাতের জন্য একটি সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কারণে আরেকটি সওয়াব রয়েছে।

বিনম্র ব্যবহারকারীর ফযীলত

٢٤٧- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَ اللّٰهُ حَتْفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاِحْسَانٌ اِلَى الْمَمْلُوْكِ ـ

২৪৭. হযরত জাবির (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে, আল্লাহ তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। দুর্বলদের সাথে নম্র ব্যবহার, পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসা এবং ক্রীতদাসদের সাথে সদয় ব্যবহার। (তিরমিযী)

পারিবারিক জীবনে উত্তম ব্যক্তি

٢٤٨- عَنْ اَنَسٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ ـ

২৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা.) ও অবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সমগ্র সৃষ্টিকুলই আল্লাহ্‌র পরিবার। অতএব যে আল্লাহ্‌র পরিবারের সাথে সদয় ব্যবহার করে সেই আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়। (বায়হকী)

٢٤٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلَّا الشَّهَادَةَ ـ

২৪৯. হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সফরকালে দলনেতাই সফর সঙ্গীদের খাদেমই তাদের দলনেতা। যে ব্যক্তি খিদমত করে তাঁদের অগ্রগামী হয়ে গেছে, কোন ব্যক্তিই শাহাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের বিনিময়ে তাকে অতিক্রম করতে পারবে না। (বায়হকী)

٢٥٠- عَنْ نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَلْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِئُ ـ

২৫০. হযরত নাফে (রা.) এর বর্ণনা–নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের নিদর্শন হল প্রশস্ত বাসস্থান, সৎ প্রতিবেশী এবং আরামদায়ক বাহন। (আদাবুল মুফরাদ)

٢٥١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِىْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَاْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدْ اَسَاْتَ ـ

২৫১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে জানব যে, আমি ভাল

কাজ করছি না খারাপ কাজ করছি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমার প্রতিবেশীদের যখন বলতে শুনবে, তুমি ভাল কাজ করেছ তখন তুমি মূলতই ভাল কাজ করেছ। আর যখন তাদের বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করেছ তখনই তুমি মূলত খারাপ কাজই করেছ। (ইবনে মাজাহ)

মেহমানের মর্যাদা ও গুরুত্ব

٢٥٢- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ -

২৫২. হযরত আবু শুরাইহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। মেহমানের আদর-আপ্যায়নের সময় একদিন একরাত এবং সাধারণ মেহমানদারির তিনদিন তিন রাত। এরপরও যা কিছু করা হবে তা সদ্‌কা হিসেবে গণ্য হবে। আর মেহমান এতটা সময় অবস্থান করা উচিত নয় যার ফলে আপ্যায়নকারী সংকটে পড়ে যায়।

(বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও আখিরাতের উপর ঈমানের এ হাদীসে দু'টি দাবি ব্যক্তি জীবনের বেলায় বর্ণনা করা হয়েছে। ১. বাকশক্তির হিফাযত, অর্থাৎ পরনিন্দা (গীবত), অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা পরিহার করে ভাল কথায় বাকশক্তির ব্যবহার করা অথবা চুপ করে থাকা। ২. মেহমানের সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদারতা, বদান্যতা ও দানশীলতার নিদর্শন এটাই যে, যদি কোন মুসাফির কারো বাড়িতে আগমন করে তাহলে মনের সংকীর্ণতা পরিহার করে প্রশস্ত মনে তার খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। এক্ষেত্রে মেহমানের

এতটা স্বার্থপর হওয়া উচিত নয় যে, সে তিন দিনের অতিরিক্ত বোঝা আপ্যায়নকারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিবে। যদি এভাবে আপ্যায়নকারীর পক্ষ থেকে বদান্যতাপূর্ণ ব্যবহার এবং মেহমানের পক্ষ থেকে স্বার্থপরতা পরিত্যক্ত হয়, তাহলে সামাজিক জীবনে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

অধীনস্থদের ক্ষেত্রে করণীয়

٢٥٣- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ـ

২৫৩. হযরত আবুযর গিফারী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ এরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাআলা এদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যাকে তার অধীন করেছে সে নিজে যা খায় তাকেও তা খাওয়াবে। সে নিজে যা পরিধান করে তাকেও তা পরিধান করাবে। সে তাদেরকে তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজ করতে বাধ্য করবে না। যদি এরূপ কোন কাজ সে তার উপর চাপায় তাহলে সেও যেন সশরীরে তাকে সহায়তা করে। (বুখারী, মুসলিম)

٢٥٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاةُ اَلصَّلَاةَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ـ

২৫৪. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বশেষ বাণী ছিল ঃ ১. নামায, নামায। ২. তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। (আদাবুল মুফরাদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখ অর্থাৎ নিয়মিত সালাত আদায় কর এবং অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করবে না।

অসহায়ের ক্ষেত্রে সদাচরণ

٢٥٥- عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللّٰهَ لَايُقَدِّسُ اُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيْفِ فِيْهِمْ حَقُّهُ۔

২৫৫. তাবিঈ তাউস (রা.) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সে জাতিকে পবিত্র করেন না যাদের মধ্যে দুর্বল ও অক্ষমদের অধিকার প্রদান করা হয় না। (শারহুস সুন্নাহ)

٢٥٦- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهٗ فَضْلًا عَلٰى مَنْ دُوْنَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ۔

২৫৬. হযরত মুসআব ইবনে সাদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, সাদ (রা.) দেখতে পেলেন যে, অন্য লোকদের ওপর তার একটা প্রাধান্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমরা শুধু দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রিযকপ্রাপ্ত হচ্ছ। (বুখারী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ আল্লাহ্ যেসব লোককে দৈহিক স্বাস্থ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য প্রদান করেছেন তারা যেন এদিক থেকে দুর্বল লোকদের তুচ্ছ না ভাবে। বান্দার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা মূলত পরীক্ষাস্বরূপ। সচ্ছল বান্দাগণ যেন প্রাচুর্যের মোহে আশ্রয়হীন, সহায়-সম্বলহীন দুর্বল লোকদের কথা ভুলে না যায় এটাই আল্লাহ্ তার বান্দাদের কাছ থেকে কামনা করেন।

সম্পদেরক্ষেত্রে হক

٢٥٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهٗ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَأَيْنَا اَنَّهُ لَا حَقَّ لِاَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ ـ

২৫৭. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সফরে থাকাবস্থায় এক ব্যক্তি একটি বাহনে করে তাঁর কাছে এল। সে কখনও ডানদিক কখনও বাঁ দিকে তাকাচ্ছিল (কারণ তার সওয়ারী অচল হয়ে যাওয়ায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল)। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন বললেন ঃ যার কাছে উদ্বৃত্ত বাহন আছে সে যেন তা বাহনহীন ব্যক্তিকে দেয়। যার কাছে উদ্বৃত্ত পাথেয় আছে সে যেন তা পাথেয়হীনকে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকারের মালের কথা উল্লেখ করলেন। তাতে আমাদের সকলের ধারণা হল যে, উদ্বৃত মালের ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই। (মুসলিম, আবূ দাউদ, আহমদ)

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে করণীয়

٢٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَعْفَرَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْنَعُوْا لِاٰلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ اَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ ـ

২৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, (মুতার যুদ্ধ প্রান্তর থেকে আমার পিতা) জাফর (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ এলে রাসূলুল্লাহ (সা.) (আপন পরিবারের লোকদের বললেন)ঃ জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি কর। কারণ তাঁদের কাছে এমন দুঃসংবাদ পৌছেছে যা তাঁদেরকে ব্যস্ত রাখবে। (তিরমিযী)

মর্যাদা ও যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য

٢٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِىْ فِى الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِمِسْوَاكٍ فَجَاءَنِىْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ

مِنَ الْاٰخِرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا ـ

২৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.)ন বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি যেন একটি মিসওয়াক দিয়ে দাঁতন করছি। আমার কাছে দু'জন লোক এল, একজন বয়সে অপরজন অপেক্ষা বড়। আমি তাদের বয়োকনিষ্ঠকে মিসওয়াক দিতে উদ্যোগী হলে আমাকে বলা হল, বড়কে দিন। তখন আমি তাদের বয়োজ্যেষ্ঠকে মিসওয়াকটি দিলাম।

(বুখারী, মুসলিম)

যোগ্যতা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে করণীয়

٢٦٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ـ

২৬০. হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ লোকদের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করবে। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলামী আনের দৃষ্টিতে ধনী-গরীব, সৎ-অসৎ, ছোট-বড় সকলেই সমান মনে করবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আইনের ক্ষেত্রে তাদের কারো প্রতি পক্ষপতিত্ব করা যাবে না। কিন্তু পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে সামাজিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাকওয়া-পরহেযগারী ও অন্যান্য বিশেষ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কথাই "মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ কর" বাক্যটির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর দোয়া

٢٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَدَّعَ رَجُلًا اَخَذَ بِيَدِهٖ فَلَا يَدَعُهَا حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَيَدَعُ يَدَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُوْلُ اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ ـ

২৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তখন তার হাত ধরতেন এবং সে নবী করীম (সা.) এর হাত না ছাড়া পর্যন্ত তিনি তার হাত ছাড়তেন না। তিনি বলতেন ঃ "আমি তোমার দ্বীনদারি, আমানতদারি ও সর্বশেষ আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে দোআ করছি"। (তিরমিযী)

٢٦٢- عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَادَحُوْنَ بِالْبِطِّيْخِ فَاِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوْا هُمُ الرِّجَالُ ـ

২৬২. হযরত বকর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা–নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ পরস্পরের প্রতি তরমুজ ছুঁড়ে মারতেন। আবার তাঁরাই যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন তখন তারাই ছিলেন বীর সৈনিক। (আদাবুল মুফরাদ)

٢٦٣- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَدْرَكْتُ السَّلَفَ اَنَّهُمْ لَيَكُوْنُوْنَ فِى الْمَنْزِلِ الْوَاحِدِ بِاَهَالِيْهِمْ فَرُبَمَا نَزَلَ عَلٰى بَعْضِهِمُ الضَّيْفُ وَقَدَرَ اَحَدُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْخُذُهَا صَاحِبُ الضَّيْفِ لِضَيْفِهِ فَيَفْقُدُ الْقِدْرَ صَاحِبُهَا فَيَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ الْقِدْرَ فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الضَّيْفِ نَحْنُ اَخَذْنَاهَا لِضَيْفِنَا فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الْقِدْرِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْخُبْزُ مِثْلُ ذَالِكَ اِذَا خَبَزُوْا ـ

২৬৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি সালফে সালেহীনকে দেখেছি, তাঁদের কয়েক পরিবার যৌথভাবে একই বাড়িতে বাস করতেন। অনেক সময় এমন হত যে, তাঁদের কারো পরিবারে মেহমান আর অপর পরিবারের চুলায় ডেকচিতে খাবার রান্না হচ্ছে। আতিথ্য দানকারী পরিবার চুলার উপর থেকে ডেকচি তুলে নিজের মেহমানের জন্য নিয়ে আসত। মালিক তার হাঁড়ির খোঁজে এসে তা না দেখে বলত, কে ডেকচি নিয়ে গেছে? আপ্যায়নকারী পরিবার বলত, আমরা তা আমাদের মেহমানের জন্য এনেছি। অতপর ডেকচির মালিক বলত, আল্লাহ তাআলা তাতে তোমাদের জন্য বরকত দান করুন। মুহাম্মদ (রা.) বলেন, রুটির ক্ষেত্রেও এরূপ হত। (আদাবুল মুফরাদ)

রাসূল (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য

٢٦٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَزِّقِيْنَ وَلَا مُتَمَاوِتِيْنَ وَكَانُوْا يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَيَذْكُرُوْنَ اَمْرَ جَاهِلِيَّتِهِمْ فَاِذَا اُرِيْدَ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَلٰى شَيْئٍ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ دَارَتْ حَمَالِيْقُ عَيْنَيْهِ كَاَنَّهٗ مَجْنُوْنٌ -

২৬৪. হযরত আবদুর রহমান (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ রুক্ষ মেজাজেরও ছিলেন না আবার ছিলেন না। তাঁরা নিজেদের মজলিসে কবিতা পাঠ করতেন এবং জাহিলী যুগের মৃত সমতুল্যও ঘটনাবলীও আলোচনা করতেন। কিন্তু তাঁদের কারও কাছে আল্লাহ্র আদেশের পরিপন্থী কোন কিছু আশা করা হলে তাঁর উভয় চোখের মণি এভাবে ঘুরতে থাকত, মনে হত যেন তাঁরা পাগল। (আদাবুল মুফরাদ)

ইমামতীর ক্ষেত্রে করণীয়

٢٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ

وَالسَّقِيْمُ وَالْكَبِيْرُ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَذَا الْحَاجَةِ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ -

২৬৫. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমাদের কেউ সালাতে ইমামতি করলে সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রোগী, বৃদ্ধ ও অন্য বর্ণনায় আছে কর্মব্যস্ত লোক থাকে। অবশ্য যখন তোমাদের কেউ একাকী সালাত আদায় করে তখন সে নিজ ইচ্ছা মাফিক তা সুদীর্ঘ করতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

٢٦٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ -

২৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ইশার জামাআতে সালাত আদায় করার জন্য আসলাম। তিনি প্রায় অর্ধ রাত অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত আসলেন না। এরপর এসে বললেন ঃ "তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাক। অতএব আমরা আমাদের নিজ নিজ স্থানে বসে রইলাম। অতপর তিনি বললেন ঃ অন্য লোকেরা সালাত আদায় করে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আর তোমরা ততক্ষণ নামাযে আছ যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় রয়েছ। যদি দুর্বলদের দুর্বলতা ও রোগীদের রোগযাতনার আশংকা না থাকত, তবে আমি এই নামায অর্ধ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

٢٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَاْتِيْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهٗ فَصَلّٰى لَيْلَةً

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰى قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ نَافَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللّٰهِ لَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَاِنَّ مُعَاذًا صَلّٰى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى -

২৬৭. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে নববীতে জামাআতে সালাত আদায় করতেন। অতপর নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে এলাকাবাসীদের সালাতে ইমামতি করতেন। এক রাতে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইশার সালাত আদায় করেন। তারপর নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করাকালে সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করা আরম্ভ করলেন। এতে বিরক্ত হয়ে এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে জামাআত থেকে পৃথক হয়ে একাই সালাত শেষ করল। লোকজন তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গিয়েছো? সে বলল, আল্লাহ্র শপথ! কখনো না। নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা পানি সেচনকারী লোক, দিনে কায়িক শ্রমে ব্যস্ত থাকি। আর মুআয (রা.) আপনার সাথে ইশার সালাত আদায় করে নিজ মহল্লায় গিয়ে সালাতে সূরা বাকারা পড়তে শুরু করে দিলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুআয (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী? তুমি সূরা শামস. দুহা, ওয়াল লাইল ও সাব্বিহিস্‌সা রাব্বিকাল্ আলা পাঠ কর। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে উত্তম ব্যক্তি

٢٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اِمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ اَوْ شَابٌّ فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ فَقَالَ اَفَلاَ كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالَ فَكَاَنَّهُمْ صَغَرُوْا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ـ

২৬৮. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা। এক কৃষ্ণকায় মহিলা অথবা এক যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ বলেন, সে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমরা আমাকে এ খবর দিলে না কেন? আবু হোরাইরা (রা.) বলেন, সাহাবীগণ তার ব্যাপারটি যেন তুচ্ছ মনে করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তোমরা আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। সুতরাং তারা তাঁকে কবর দেখিয়ে দিলেন। তিনি তার কবরের উপর জানাযার সালাত আদায় করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

٢٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتِرُ وَكَالصَّائِمِ لَايُفْطِرُ ـ

২৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিধবা, গরীব, অভাবী ও অসহায়দের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-তদবির করে সে আল্লাহ্র পথে জিহাদে ব্যস্ত ব্যক্তির সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার এরূপও ধারণা হয় যে, তিনি বলেছেন, সে ব্যক্তি বিরক্তিহীন রাত জাগরণকারী ও একাধারে রোযা পালনকারীর ন্যায়। (বুখারী, মুসলিম)

ইয়াতীমদের সাথে সদাচারণের নির্দেশ

٢٧٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِىْ قَالَ مِمَّا كُنْتُ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلَا مُتَاثِّلًا مِنْ مَالِهِ مَالًا ـ

২৭০. হযরত জাবির (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীমকে কি কোন কারণে প্রহার করতে পারব? তিনি বলেন ঃ যে কারণে তুমি তোমার সন্তানদের প্রহার করতে পার সেক্ষেত্রে তাই করতে পার, কিন্তু উৎপীড়ন করা যাবে না। ইয়াতীমের ধন-সম্পদ থেকে তোমার ধন-সম্পদ নিরাপদ রাখার এবং তার সম্পদ থেকে কিছু তোমার সম্পদের সাথে একত্রিতকরণ করার চেষ্টা করা তোমার জন্য নাজায়েয। (আল-মুজামুস সাগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইয়াতীম শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহুবচন ইয়াতামা। শাব্দিক অর্থ পিতৃহীন বা মাতৃহীন বা পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান। অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতা মৃত্যুবরণ করেছে তাকে ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয়। এদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) সুমধুর ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "তোমরা ইয়াতীমদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা নিসা ঃ ৫)

অপরপক্ষে এদের সাথে দুর্ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে ঃ আল্লাহ বলেন, "অতএব ইয়াতীমদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না।" (সূরা দুহা ঃ ৯)

অধীনস্থদের প্রতি সু-ব্যবহার

٢٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ وَقَدْ وَلِّى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعُدْهُ مَعَهُ فَلْيَاكُلْ فَاِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْفُوهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ -

২৭১. হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদেম যখন গরম এবং ধোঁয়া সহ্য করে তার জন্য খাবার তৈরি করে নিয়ে আসে, তখন সে যেন তাকে নিজের সাথে বসিয়ে আহার করায়। অবশ্য খাদ্যের পরিমাণ যদি কম হয় তবে সে যেন অন্তত তার হতে দুই-এক লোকমা তুলে দেয়। (মুসলিম)

জীব-জন্তুর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

٢٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ مِنَ النَّمْلِ فَاَحْرَقَتْ فَاَوْحَى اِلَيْهِ تَعَالٰى اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ ـ

২৭২. আবু হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ নবীদের মধ্যে কোন এক নবীকে একটি পিপীলিকায় দংশন করলে তিনি পিপীলিকাদের সমস্ত বাসস্থান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে আল্লাহ্ তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে বলেন, তোমাকে একটি পিপীলিকায় দংশন করলে আর তুমি আল্লাহ্র তাসবীহ্ পাঠকারী সৃষ্ট জীবের একটি সম্পূর্ণ দলকেই পুড়িয়ে মারলে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন জীবকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দিতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসের আলোকে কোন ছারপোকা বা এ জাতীয় অনিষ্টকর পোকা-মাকড় গরম পানি দিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে মারা নাজায়েয।

٢٧٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرَهُ بِبَطْنِهٖ قَالَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرَهُ بِبَطْنِهٖ قَالَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً ـ

২৭৩. হযরত সাহল ইবনুল হানযালিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি উটের পাশ দিয়ে যাবার কালে তিনি দেখেন উটটির পেট তার পিঠের সাথে লেগে রয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ এ নির্বাক পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যার পিঠের সাথে লেগে রয়েছে। তিনি পুনঃ বললেন, এ সমস্ত নির্বাক পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর! তোমরা সুস্থ-সবল অবস্থায় এদের পিঠে আরোহণ কর এবং সুস্থ-সবল থাকতেই এদের ছেড়ে দাও। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ নির্বাক পশু বলে এদেরকে দিয়ে এত বেশী কাজ করানো উচিত নয় যে, আধমরা অবস্থায় পৌছে যাবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় ও সেবা-যত্নে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সে দিকে লক্ষ্য না করে যদি তাকে দিয়ে শুধু কাজই করানো হয় তা হবে মানবতা বিরোধী। পশুকে মারপিট করা, বার্ধক্য ও অচল অবস্থায় অবহেলা করা জঘন্য অপরাধের অন্তর্ভুত। সর্ব প্রকার প্রাণীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন মানুষের কর্তব্য। সুস্থ-সবল থাকতেই এগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে যাতে পুনরায় কাজে লাগানো যায়।

যেভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করা যায়

٢٧٤- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ .

২৭৪. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মানুষের প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না, আল্লাহ্ তার প্রতিও অনুগ্রহ করেন না। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষের প্রতি যে ব্যক্তি দয়া-অনুগ্রহ ও সহানুভূতি করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা করে না, সে আল্লাহ্‌র পূর্ণ রহমত হতে বঞ্চিত থাকে। কেননা সৃষ্টির সেবাতেই স্রষ্টার অনুগ্রহ লাভ করা যায়। আমরা বাস্তব জীবনে যদি ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের প্রতি দয়া, স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি দেখাতে পারি, তাহলে সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি নেমে আসবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "জগদ্বাসীকে দয়া কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিও দয়ার কুদরতী হাত প্রশস্ত করবেন"।

[দ্বিতীয় খন্ড]

দলীয় এবং সামাজিক জীবনে করণীয়

প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা

٢٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرَاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ ـ

(২৭৫) হযরত আবু হোরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করবে না, তার সাথে মিথ্যা বা প্রতারণা করবে না এবং তার প্রতি অত্যাচার করবে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভায়ের আয়না স্বরূপ। কোন দোষত্রুটি দেখলে অপর ভাই যেন তা দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

অন্যায়-অত্যাচার দূরীভূত করার পন্থা

٢٧٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذَالِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ ـ

(২৭৬) হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমার (মুসলমান) ভাইয়ের সাহায্য কর। সে যালেম কিংবা মযলুম যাই হোক। তখন একব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ মযলুমকে আমি সাহায্য করব কিন্তু যালেমকে কিভাবে সাহায্য করব? তখন তিনি (সা.) বললেন ঃ যুলুম থেকে তাকে বিরত রাখাই হবে তাকে সাহায্য করা। (বুখারী)

মুসলমান ভাইয়ের দৃষ্টান্ত

٢٧٧- عَنْ اَبِىْ مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ -

(২৭৭) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) এর বর্ণনা। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় অট্টালিকার মত যার একটি অংশ অপরটির সাথে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। একথা বলে তিনি উপমা স্বরূপ তার এক হাতের আংগুল অপর হাতের আংগুলের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম)

٢٧٨- عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ وَاِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ -

(২৭৮) হযরত নু'মান (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুমিনগণ একই ব্যক্তি-সত্তার ন্যায়। যখন তার চোখে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, তখন তার সমস্ত শরীরেই তা অনুভব করে। তার যদি মাথা ব্যথা হয়–তাতে তার গোটা শরীরেই তা অনুভূত হয়। (মিশকাত)

মু'মিনের কল্যাণ

٢٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَاْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَاْلِفُ وَلَا يُؤْلَفُ -

(২৭৯) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তি ভালবাসার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে কাকেও ভালবাসে না এবং পরিণামে তাকেও কেউ ভালবাসে না।

(মুসনাদে আহমদ)

দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি

٢٨٠- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

(২৮০) হযরত আবু কাতাদা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ দুর্দশাগ্রস্তকে যে অবকাশ দিল অথবা তার দাবী প্রত্যাহার করল, তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিনের কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন। (মুসলিম)

٢٨١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اِشْتَرٰى وَاِذَا اِقْتَضٰى ـ

(২৮১) হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র করুণা হোক সে ব্যক্তির প্রতি যে ক্রয়-বিক্রয় ও তাগাদা দেয়ার সময় কোমলতা অবলম্বন করে। (বুখারী)

٢٨٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ ـ

(২৮২) হযরত আবু সাঈদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সত্য সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হাশরের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথী হবে। (তিরমিযী)

ইস্তিখারার মর্যাদা

٢٨٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ـ

(২৮৩) হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইস্তেখারা করে, সে ব্যর্থ হয় না; যে পরমার্শ করে, সে লজ্জিত হয় না; আর যে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে, সে দারিদ্রে নিমজ্জিত হয় না। (আল মু'জামুস সগীর)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়

٢٨٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ اَخِيْهِ بِالْغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ -

(২৮৪) হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে যে ব্যক্তি তার গোশ্‌ত খাওয়া প্রতিরোধ করে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রদান করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। (বায়হাকী)

উত্তম ধারণার মর্যাদা

٢٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ -

(২৮৫) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সুধারণা উত্তম ইবাদতের একটি অংশ। (মুসনাদে আহমদ)

٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَيَتَنَاجَا اِثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ فَاِنَّهٗ يَحْزُنُهٗ فِىْ ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قُلْنَا فَاِنْ كَانُوْا اَرْبَعَةً قَالَ لاَيَضُرُّهٗ -

(২৮৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা যখন তিনজন একত্রে থাকবে তখন দু'জন

তৃতীয়জন থেকে আলাদা হয়ে চুপে চুপে কথা বলবে না। কারণ এতে একজন দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। অপর এক বর্ননায় আছে ঃ তখন আমরা বললাম ঃ তারা যদি চারজন হয়? তিনি বললেন ঃ সে অবস্থায় কোন অসুবিধা নেই। (আদাবুল মুফরাদ)

٢٨٧- عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبَرِيِّ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ فَقُمْتُ إِلَيْهِمَا فَلَطَمَ فِيْ صَدْرِيْ فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَّ اِثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلَاتَقُمْ مَعَهُمَا وَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمَا حَتّٰى تَسْتَاذِنَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللّٰهُ يَااَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّمَا رَجَوْتُ اَنْ اَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا۔

(২৮৭) হযরত সাঈদ মাকবারী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের (রা.) কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করছিল–আমি সেখানে দাঁড়ালে তিনি আমার বুকে থাপ্পড় মেরে বললেন ঃ যখন দুজন লোককে কথাবার্তা বলতে দেখবে, তখন তাদের অনুমতি নেয়া ব্যতীত তাদের সাথে দাঁড়াবে না এবং বসবে না। আমি বললাম ঃ হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ্ আপনার মংগল করুন। আমি আপনাদের থেকে কোন ভাল কথা শোনার আশা করেছিলাম। (আল আদাবুল মুফরাদ)

٢٨٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا تَنَخَّعَ بَيْنَ يَدِى الْقَوْمِ فَلْيُوَارِ بِكَفَّيْهِ حَتّٰى تَقَعَ نُخَاعَتَهُ اِلَى الْاَرْضِ وَاِذَا صَامَ فَلْيَدَّهِنْ لَايُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ الصَّوْمِ۔

(২৮৮) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, কোন মজলিসে যখন কারো নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়, সে যেন তখন তার দুহাতে আড়াল করে তা করে যতক্ষণ না তার নাকের শ্লেষ্মা মাটিতে পড়ে। আর যখন কেউ রোযা রাখে; সে তখন যেন তেল ব্যবহার করে–যেন তার রোযা রাখার চিহ্ন জনসমক্ষে প্রকাশিত না হয়। (আদাবুল মুফরাদ)

ঘরে প্রবেশের সুন্নাত

٢٨٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلٰى وَلَدِهٖ وَاُمِّهٖ وَاِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا وَاَخِيْهِ وَاُخْتِهٖ وَاَبِيْهِ ـ

(২৮৯) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এর বর্ণনা–তিনি বলেন, পুরুষ তার সন্তানাদি, মা তিনি বৃদ্ধাই হোন না কেন, ভাই-বোন ও পিতার অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। (আল আদাবুল মুফরাদ)

٢٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ ـ

(২৯০) হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মানুষ সাধারণতঃ তার বন্ধুর দীনের অনুসারীই হয়। অতএব তোমরা কার সাথে বন্ধুত্ব করছ–তা দেখে নেয়া উচিত। (মুসনাদে আহমদ)

٢٩١- عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ ـ

(২৯১) হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দীকারব (রা.) এর বর্ণনা। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন তার কোন মুসলমান ভাইকে ভালবাসবে তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে। (আবু দাউদ)

٢٩٢ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ ـ

(ترمذى)

(২৯২) আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা.)কে বলতে শুনেছেন ঃ মুমিন ছাড়া অন্য কারো সাথে দুস্তী ও বন্ধুতা করোনা আর তোমাদের দরস্তরখানে যেনো পরহেযগার ও পবিত্র চরিত্রের লোকেরাই বসে। (তিরমিযী)

সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত

২৯৩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً -

(২৯৩) আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হচ্ছে আতর বিক্রেতা ও হাপর চালনাকারীর (কামার) মত। আতর বিক্রেতা হয় তোমাকে কিছু দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু ক্রয় করবে অথবা (অন্তত) তার সুঘ্রাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

২৯٤ - عَنْ اَسْلَمِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَايَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا وَلَا بُغْضُكَ تَلَفًا فَقُلْتُ كَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اِذَا اَحْبَبْتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِىِّ وَاِذَا اَبْغَضْتَ اَحْبَبْتَ لِصَاحِبِكَ التَّلَفَ -

(২৯৪) হযরত আসলাম (রা.) এর বর্ননা। হযরত উমর (রা.) বলেন ঃ তোমাদের আন্তরিকতা-ভালবাসা যেন 'কলফ' এর মত না হয় এবং তোমাদের শত্রু যেন 'তলফ' না হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–ব্যাপারটা কি? তিনি বললেন ঃ যখন তোমরা কাউকে আন্তরিকতা প্রদর্শন করবে তখন ছেলেমী আচার-আচরণ করবে না এবং যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, তখন তার ধনসম্পদ এবং জীবন পর্যন্ত ধ্বংস করার চিন্তা করবে না। (আদাবুল মুফরাদ)

বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে করণীয়

২৯৫- عَنْ عُبَيْدِ الْكِنْدِىْ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا -

(২৯৫) হযরত উবাইদুল কিন্দী (রা.) এর বর্ণনা। আমি হযরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ বন্ধুর সাথে বন্ধুত্বে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। কারণ এমনও হতে পারে যে, সে কখনো তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। তেমনি শত্রুর সাথে শত্রুতাতে ও কোমলতা অবলম্বন করবে। একদিন সে হয়ত তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে পারে। (আদাবুল মুফরাদ)

٢٩٦- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاِمْرَأَةٍ عَجُوْزٍ اَنَّهُ لَاتَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ فَقَالَتْ مَالَهُنَّ وَكَانَتْ تَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لَهَا اَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْاٰنَ اِنَّا اِنْشَأْنَا هُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا .

(২৯৬) হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন কোন এক বৃদ্ধাকে বলেন ঃ "কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন বৃদ্ধা আরয করল ঃ তাদের কি অপরাধ? এ বৃদ্ধা কুরআন পাঠ করছিল, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন তাকে বললেনঃ কুরআনের এ আয়াত তুমি কি পড়নি ঃ আমরা (নারীদের) পুনরায় এভাবে সৃষ্টি করব যে, তারা হবে কুমারী, সমবয়স্কা এবং স্বামীবাধ্যানুগত প্রাণ। (মিশকাত)

٢٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ الْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلٰى قَدَمِيْهِ ثُمَّ قَالَ تَرَقَّ -

(২৯৭) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা। একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) হাসান কিংবা হোসাইনের হাত ধরে তার দু'পা নিজের দু'পায়ের ওপর রেখে বললেন, আরোহণ কর। (আদাবুল মুফরাদ)

সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় করণীয়

রাসূল (সা.)-এর সুপারিশ

٢٩٨- عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

(২৯৮) হযরত সহল (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দু' চোয়ালের মধ্য স্থান এবং তার দু পায়ের মধ্য স্থানের যামিন হবে, আমি তার জন্য বেহেশতের যামিন হব। (বুখারী)

٢٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ـ

(২৯৯) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে–সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়। (মুসলিম)

মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর পরিণতি

٣٠٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجْهَهٗ وَلَا اَدْرِىْ مَا اِسْمُهٗ يُحَدِّثُ ـ

(৩০০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে মানুষের এক দলের নিকট এসে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, অতপর লোকেরা দলভঙ্গ হয়ে চলে যায়। তারপর তাদের

একজনে বলে, আমি এক ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তার চেহারা চিনি কিন্তু তার নাম জানিনা। (মুসলিম)

٣٠١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ -

(৩০১) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বললাম ঃ সুফিয়া যে, এমন এমন অর্থাৎ খাটো তা-ই আপনার জন্য যথেষ্ট। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ তুমি এমন একটি কথা বলেছ, তা সমুদ্রে যদি মিশিয়ে দেয়া হত তাহলে সমুদ্রও উথলিয়ে উঠত। (তিরমিযী)

মন্দ লোকের পরিণতি

٣٠٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا اِسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِئْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا اِنْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِىْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتٰى عَاهَدْتِنِىْ فَحَّاشًا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَّتْرُكُهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ شَرِّهِ اَوْ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ -

(৩০২) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) বলেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। তার খান্দানের মধ্যে এ ব্যক্তি খুবই মন্দ প্রকৃতির লোক। লোকটি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে বসল, তখন তিনি (সা.) তাকে হাসি মুখে বরণ করলেন। যখন সে চলে গেল তখন আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহ্‌র

রাসূল! লোকটির ব্যাপারে পূর্বে তো আপনি এরূপ এরূপ বলেছিলেন। অতপর আপনি তাকে হাসিমুখে বরণ করলেন এবং আনন্দিত ছিলেন? তিনি (সা.) বলেনঃ তুমি আমাকে কখন কটুভাষী পেয়েছ? সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোক কিয়ামতের দিন হবে ঐ ব্যক্তি, যাকে লোকেরা তার উপদ্রব অথবা কটু আচরণ থেকে বাঁচার জন্যে তাকে ত্যাগ করে। (বুখারী)

৩০৩- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَ كَثْرَةَ الْحَلَفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ -

(৩০৩) হযরত আবু কাতাদা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা বেচা-কেনায় অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, এর ফলে কাটতি বাড়ে সত্য কিন্তু পরবর্তীতে বরকত চলে যায়। (মুসলিম)

মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান না করা

৩০৪- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ مُصَابٌ عَلَى نِسْوَةٍ فَتَضَاحَكْنَ بِهِ يَسْخَرْنَ فَاُصِيْبَ بَعْضُهُنَّ -

(৩০৪) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন এক বিপদগ্রস্ত লোক কয়েক মহিলার নিকট দিয়ে গেলে তারা দেখে উপহাসের হাসি হাসল। পরে তাদেরই একজন ঐ বিপদে পতিত হল। (আদাবুল মুফরাদ)

৩০৫- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ -

(৩০৫) আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা কুধারণা ও সন্দেহ-সংশয় করা থেকে সর্বদা বিরত থাকবে। কেননা, ধারণা ও সন্দেহ হল সর্বপেক্ষা বড় মিথ্যা। (মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ দুর্দশাগ্রস্ত লোকটি সম্ভবত মৃগীরোগী ছিল।

٣٠٦- عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ اُكْتُبْ اِلٰى فُسَّاقِ دَمِشْقٍ فَقَالَ مَا لِىْ وَفُسَّاقِ دَمِشْقٍ وَمِنْ اَيْنَ اَعْرِفُهُمْ فَقَالَ اِبْنُهُ بِلَالٌ اَنَا اَكْتُبُهُمْ فَكَتَبَهُمْ قَالَ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ مَا عَرَفْتَ اَنَّهُمْ فُسَّاقٌ اِلَّا وَاَنْتَ مِنْهُمْ اِبْدَءْ بِنَفْسِكَ وَلَمْ يُرْسِلْ بِاَسْمَائِهِمْ ـ

(৩০৬) হযরত বেলাল ইবনে সাআদ (রা.) থেকে বর্ননা ঃ আমীর মুয়াবিয়া (রা.) একবার আবুদ দারদা (রা.)-কে পত্র লিখেন ঃ তুমি দামেশকের ফাসিক ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা লিখে আমার কাছে পাঠাও। আবুদ দারদা (রা.) বললেন ঃ দামেশকের ফাসিক ইতরদের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কিভাবে তাদের চিনব? তাঁর পুত্র বেলাল বললেন, আমি তাদের নাম লিখে দেই। তিনি একথা বলে এদের নাম লিখলে তখন আবুদ দারদা বলেন ঃ তুমি এদের একজন সহচর হওয়া ব্যতীত কি করে জানলে যে, এরা বদমায়েশ-দুর্নীতিপরায়ণ। অতএব তোমার নামই প্রথমে লিখ। আবুদ দারদা শেষ পর্যন্ত এসব নামের তালিকা আমীর মুয়াবিয়া (রা.) এর কাছে পাঠাননি।

(আদাবুল মুফরাদ)

٣٠٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى بَيْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَ الْبَابِ فَاَخَذَ سَهْمًا اَوْ عُوْدًا مُحَدَّدًا فَتَوَخَّى الْاَعْرَابِىُّ لِيَفْقَاَ عَيْنَ الْاَعْرَابِىِّ فَذَهَبَ فَقَالَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَاْتُ عَيْنَكَ ـ

(৩০৭) হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা। এক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরজাতে উঁকি মারলে তিনি (সা.) তীর অথবা চোখা কাঠ হাতে নিয়ে তার চোখ ফুঁড়ে দেবার প্রস্তুতি নিলে সে পিছনের দিকে চলতে লাগলো–তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। (আদাবুল মুফরাদ)

দোষণীয় কাজ

٣٠٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِيْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ -

(৩০৮) ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের কেউ যেন আমার কাছে কারও দোষ বর্ণনা না করে। কারণ আমি চাই যখন আমি তোমাদের কাছে আসবো তখন যেন পরিষ্কার হৃদয় মন নিয়ে আসতে পারি। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

চোগলখোরীর পরিণতি

٣٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ قَالَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ -

(৩০৯) হযরত আবু হোরাইরা এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ 'গীবত' কাকে বলে এ সম্পর্কে কি তোমরা অবগত আছ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তখন তিনি (সা.) বললেন ঃ গীবত হল তোমার কোন মুসলমান ভাই সম্পর্কে এমন সব কথাবার্তা বলা যা সে অপছন্দ করে। এক ব্যক্তি বলল, এমন কোন দোষের কথা যদি বলা হয় যা আমার ভাইয়ের মধ্যে আছে (তবুও কি গীবত করা হবে?) তখন তিনি (সা.) বলেছেন ঃ তুমি তার সম্পর্কে যা বললে তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবে তুমি তার গীবতকারী বলে গণ্য হলে আর যখন তুমি যা বলেছ তার মধ্যে তা না থাকে তাহলে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে। (মুসলিম)

٣١٠- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الْجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ -

(৩১০) হযরত ফাত্বিমা বিনতে কায়েস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম ঃ আবু জহম (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। (এতে এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?) তিনি বললেন ঃ মুয়াবিয়া হচ্ছে দরিদ্র লোক। আর আবু জহম তো ঘাড় থেকে লাঠিই নামায় না অর্থাৎ সে স্ত্রীদের মারে।

٣١١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدٌ اِمْرَأَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ -

(৩১১) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা ঃ আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল ঃ আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে আমাকে এমন পরিমাণ সাংসারিক খরচ দেন না যার দ্বারা আমার ও সন্তানসন্ততিদের প্রয়োজন মিটাতে পারি। তাই আমি তার অজ্ঞাতে তার থেকে কিছু রেখে আমি সংসার চালাই? তখন তিনি (সা.) বলেন ঃ তোমার এবং সন্তানদের সচ্ছলভাবে চলার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা তুমি নিতে পারবে। (বুখারী)

٣١٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا -

(৩১২) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে এমন ধারণা আমি করি না। (বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন)

মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে গীবত না করা

٣١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا ـ

(৩১৩) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিদের গালমন্দ করো না। কারণ তারা যা সামনে পাঠিয়েছে তা পেয়েছে। (বোখারী)

শয়তানের দৃষ্টান্ত

٣١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ـ

(৩১৪) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা দুমুখো লোকদের কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত অবস্থায় দেখবে। যারা এ লোকদের কাছে এক সুরতে যায় এবং ঐ লোকদের কাছে অন্য সুরতে যায়। (বুখারী)

হিংসা-বিদ্বেষের পরিণতি

٣١٥- عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ـ

(৩১৫) হযরত যুবায়ের (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীকালের নবীদের উম্মতের একটি রোগ তোমাদের

মধ্যে অচেতনভাবে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে এ রোগটি হল হিংসা ও বিদ্বেষ এটা এমন রোগ যা নেড়াকারী। এ-রোগ চুল নেড়া করে না বরং দীনধর্মকে নেড়া করে। (মুসনাদে আহমদ)

٣١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

(৩১৬) আবু হোরাইরা (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেছেন ঃ হিংসা-বিদ্বেষ থেকে তোমরা সর্বদামুক্ত থাকবে। কেননা হিংসা নেক আমলকে এমনভাবে ধ্বংস করে, যেমনি আগুন কাঠকে পুড়ে ছাই করে দেয়। (আবু দাউদ)

পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখা

٣١٧- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ -

(৩১৭)হযরত আবু আইউব (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুসলমান ভায়ের জন্য তার ভাই থেকে তিন রাতের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। তখন তারা মুখোমুখি হলে একজন একদিকে অন্যজন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। তাদের দুজনের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে সালাম প্রদানের মাধ্যমে কথাবার্তা প্রথমে শুরু করে। (বুখারী, মুসলিম)

٣١٨- عَنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ اَبِىْ اَنَسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِ سَنَةً كَسَفْكِ دَمِهِ -

(৩১৮) হযরত অলীদ (রা.) এর বর্ণনা। ইমরান ইবনে আবু আনাস তাঁকে বলেন, আসলাম গোত্রের রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন সাহাবী তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুমিনের সাথে এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখার মানেই তাঁকে হত্যা করার নামান্তর। (আদাবুল মুফরাদ)

٣١٩- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى اَخِيْهِ بِعُذْرِهٖ اَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ ـ

(৩১৯) হযরত জাবের (রা.) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ কোন মুসলমান যদি নিজে ভুলের জন্যে তার মুসলমান ভায়ের কাছে ওযর পেশ করে আর সে যদি তা না শোনে অথবা তার ওযর কবুল না করে তাহলে সে অত্যাচারী খাজনা আদায়কারীর মতই অপরাধী বলে গণ্য হবে। (বায়হকী)

নিকৃষ্ট ব্যক্তির পরিচয়

٣٢- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهٗ بِدُنْيَا غَيْرِهٖ ـ

(৩২০) হযরত আবু উমামা (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ ক্বিয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে সে ব্যক্তি যে অপরের পার্থিব স্বার্থে নিজের আখিরাত ধ্বংস করেছে। (ইবনে মাজাহ)

যে জ্ঞানে কোন কল্যাণ নেই

٣٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ـ

(৩২১) হযরত আবূ হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কারো পেট পূঁজ দ্বারা ভর্তি হওয়াটা কবিতা দ্বারা ভর্তি হওয়া অপেক্ষা উত্তম। (আদাবুল মুফরাদ)

কোন অবস্থাতেই মিথ্যা না বলা

٣٢٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْكِذْبُ فِىْ جِدٍّ وَلَا هَزْلٍ وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يَنْجِزُلَهُ -

(৩২২) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাস্তবিকই কিংবা হাসিঠাট্টার ছলে কোন অবস্থায়ই মিথ্যা বলা যাবে না এবং তোমাদের কেউ নিজ সন্তানকে কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাও অপূর্ণ রাখবে পারবে না। (আদাবুল মুফরাদ)

দু'টি গুণ কখনো একত্রিত হয় না

٣٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ -

(৩২৩) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ দুটি এমন গুণ রয়েছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না ঃ (এক) সৎ স্বভাব, (দুই) দীন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত)

٣٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -

(৩২৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ইবনে আস থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে সে নিরেট মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির একটি পাওয়া যাবে তবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে যতোক্ষণ সে তা পরিত্যাগ না করে। (১) যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন সে তা খিয়ানত করে, (২) আর যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) আর যখন ওয়াদা করে তখন তা পালন করে না, (৪) আর যখন কারো সাথে ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে।

মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত

٣٢٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ۔

(৩২৫) হযরত উমর (রা.) ইবনে খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশংকা হয়, যারা কথা বলে অত্যন্ত সুকৌশলে আর কাজ করে অত্যাচারীর মত। (বায়হাকী)

٣٢٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ۔

(৩২৬) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ অত্যাচার থেকে বিরত থাক। কারণ অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। কৃপণতা ও সংকীর্ণমনা থেকে মুক্ত থাক। এটা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে, কারণ তা তাদের রক্তপাত ঘটানো এবং নিষিদ্ধ কাজে প্ররোচনা দিয়েছে। (মুসলিম)

যে কাজে রাসূল (সা.)-এর সহযোগীতা পাওয়া যাবে না

৩২৭- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِيْنَ زِنْيَةً وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِ -

(৩২৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ যে অসত্যের মাধ্যমে সত্যকে পরাজিত করার জন্যে অসত্যকে সমর্থন করে সে যেন অত্যাচারীকে সাহায্য করল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের দায়িত্বে নয়। যে সুদ থেকে এক দিরহাম গ্রহণ করল, তেত্রিশ বার ব্যভিচার করার সমান তার অপরাধ হবে। আর যার দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে হারামের মাধ্যমে জাহান্নামই তার উপযুক্ত স্থান। (আল মু'জামুস সাগীর)

অত্যাচারকারীর পরিণতি

৩২৮- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّمَا يَسْاَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّهُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ -

(৩২৮) হযরত আলী (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা অত্যাচারীর আর্তনাদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা সে আল্লাহ্র কাছে নিজের অধিকারই প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্র নিয়ম এটাই, তিনি কারো অধিকারে বাধা দেন না। (মিশকাত)

৩২৯- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّمَا يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

(৩২৯) সায়ীদ ইবনে যায়িদ (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীনও যে ব্যক্তি যুলুম করে দখল করে তাকে কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত যমীনের বেড়ী পরানো হবে।

٣٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحْلِبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُؤْتٰى مَشْرُبَتُهٗ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهٗ فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهٗ وَاِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتَهُمْ -

(৩৩০) হযরত ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, কেউ তার নিয়ামত খানার কাছে এসে তা ভেঙ্গে তা থেকে খাবার নিয়ে যাক? শুন! তাদের মালিক পশুর পালক তাদের জীবিকা যোগাড় করে। (মুসলিম)

আত্মসাৎকারীর পরিণতি

٣٣١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ وَاِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ فَاِنَّهٗ عَارٌ عَلٰى اَهْلِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

(৩৩১) উবাদা ইবনুস সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলতেন ঃ তোমরা সুঁই-সুতা (সামান্য জিনিস পর্যন্ত) জমা দাও। সাবধান! আত্মসাৎ করো না। কেননা আত্মসাৎ কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুশোচনার কারণ হবে। (নাসাঈ, মিশকাত)

٣٣٢- عَنْ عَبْدِ للّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثِقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ كَرْكَرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَبَائَةً قَدْ غَلَّهَا -

(৩৩২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর লটবহর পাহারার কাজে করকরাহ্ নামে এক ব্যক্তি নিযুক্ত থাকাকালে সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ সে জাহান্নামে নিপতিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য) তার বাড়ী গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সে একটা বড়-কোট চুরি করে নিয়েছিল। (বুখারী)

অভিসম্পাদযোগ্য কাজ

٣٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ۔

(৩৩৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে অভিসম্পাত করেছেন। (আবু দাউদ)

٣٣٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلَّا اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ۔

(৩৩৪) আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা অবশ্যই দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের লেনদেন ব্যাপক আকার ধারণ করে তারা ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের শিকার হয়। (মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)

٣٣٥ - عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىْ قَالَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ اللُّتْبِيَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ فَخَطَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ

رَجُلًا عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلَّنِي اللّٰهُ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدِي لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرًا لَهُ خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ـ

(৩৩৫) হযরত আবু হুমায়েদ্র সায়েদী (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যাকাত আদায়ের জন্যে ইযদ গোত্রের ইব্‌নে লুতবিয়াহ নামক এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে যাকাত আদায় করে এসে বলল, "এগুলো বায়তুলমালের আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে।" তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাষণে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করেন। এরপর বলেন ঃ আমি লোকদেরকে এমন সব কাজে নিয়োগ করি যেসব কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ আমার উপর ন্যস্ত করেছেন। এরপর তাদের কেউ ফিরে এসে বলে ঃ "এ সম্পদ বায়তুলমালের আর এ সম্পদ আমি হাদিয়া স্বরূপ পেয়েছি।" সে তার মাতা-পিতার ঘরে বসে থেকে দেখুক–তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কিনা। কসম সে সত্তার যাঁর কুদরতী মুষ্টিবদ্ধে আমার জীবন! যে কোন ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে কিছু নেবে–সে তা ঘাড়ে কারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে পৌছুবে। যদি তা উট হয় তাহলে তার মুখ থেকে উটের শব্দ বেরুবে। আর তা যদি গাভী হয় তাহলে গাভীর শব্দ বেরুবে আর তা যদি বকরী-ভেড়া হয় তাহলে সেরূপ শব্দ মুখ দিয়ে বের হবে। এরপর তাঁর দু'হাত উপরের দিকে উঠালেন। এমনকি আমরা তাতে তাঁর দু'বগলের উজ্জ্বলতা অবলোকন করলাম। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি কি আপনার আদেশ পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি আপনার আদেশ পৌছে দিয়েছি? (বুখারী, মুসলিম)

٣٣٦- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ـ

(৩৩৬) হযরত আবু উমামা (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ কারো জন্যে যে ব্যক্তি কোন সুপারিশ করল আর এ জন্যে সুপারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোন হাদিয়া দিল, অতপর সে তা গ্রহণ করল, তাহলে সে নিঃসন্দেহে সূদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে তাতে প্রবেশ করল। (আবু দাউদ)

অগ্রহণযোগ্য কাজ

٣٣٧ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدٰى اِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهٗ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ لَا يَقْبَلْهَا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ جَرٰى بَيْنَهٗ وَبَيْنَ ذَالِكَ ـ

(৩৩৭) হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কেউ যখন তোমাদের কাউকেও ঋণদান করে আর গ্রহীতা যদি তাকে কোন তোহফা স্বরূপ কিছু দেয় অথবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেন তার তোহফা গ্রহণ না করে আর তার বাহনেও আরোহণ না করে। তবে তাদের মধ্যে এমন যেন দেলের ব্যাপার আগে থেকে চলে এসে থাকে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজাহ)

কল্যাণমূলক কাজ

٣٣٨ - عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا وَفِىْ سُوْقِنَا وَمَعَهٗ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا اَنْ يُصِيْبَ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْئٍ ـ

(৩৩৮) হযরত আবু মুসা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তীর নিয়ে যখন আমাদের মসজিদ এবং বাজারে প্রবেশ করবে, তখন সে তীরের ধারাল দিকটা যেন তার তীরদানে রাখে। কেননা তাতে কোন মুসলমানের গায়ে আঘাত লাগতে না। (বুখারী, মুসলিম)

যে কারণে শয়তান নিরাশ হয়েছে

٣٣٩ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ مِنْ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ ـ

(৩৩৯) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ আরব উপদ্বীপের মুসল্লিরা তার আনুগত্য ও গোলামী করবে এ আশা থেকে শয়তান নিরাশ হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করার ব্যাপারে সে (কখনো) নিরাশ হয়নি। (মুসলিম)

٣٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ زَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ -

(৩৪০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বর্ণনা, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া একজন মুসলমান হত্যা করা অপেক্ষা সহজ। (তিরমিযী)

٣٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَامِ وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ -

(৩৪১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তিন প্রকার মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা অপছন্দীয় ঃ (১) হরম শরীফে কুফরী ও ফাসেকী বিস্তারকারী, (২) ইসলামে জাহেলী প্রথার প্রবর্তনকারী (৩) কোন মুসলমানের অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে তার পিছনে লাগা ব্যক্তি। (বুখারী)

যারা মুসলমান সমাজের অন্তর্ভূক্ত নয়

٣٤٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ اَصَابِعَهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا -

(৩৪২) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) শস্যের স্তূপের কাছ দিয়ে যাবার সময় তিনি স্তূপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলে তিনি আঙ্গুল ভিজা অনুভব করেন। এরপর বলেন ঃ হে বিক্রেতা! ব্যাপার কি? সে বলল বৃষ্টির পানি পড়েছে। তিনি (সা.) বললেন ঃ তুমি ভিজা শস্যগুলো উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা দেখে–কিনতে পারে? জেনে রেখো! যে ধোকাবাজী করে বা প্রতারণা করে, সে আমাদের কেউ নয়। অর্থাৎ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসলিম)

অপরাধীর পরিচয়

٣٤٣ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ -

(৩৪৩) হযরত মা'মার (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে সে অপরাধী। (মুসলিম)

٣٤٤ - عَنْ جَابِرٍ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَاِنَّهٗ تُطْلٰى بِهِ السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهِ الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَالِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اَنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا اَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهٗ -

(৩৪৪) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা। আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সা.)কে মক্কাতে অবস্থানের সময় বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ এবং তার রাসূল শরাব, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তির ব্যবসা হারাম করেছেন। তখন বলা হল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বির ব্যাপারে আপনার অভিমত

কি? তা দিয়ে নৌকা ও জাহাজে প্রলেপ দেয়া যায়, আর চামড়া নরম করা যায়, তা দিয়ে বাতি জ্বালানো যায়। তখন তিনি (সা.) জবাবে বললেন ঃ না, এ বস্তু হারাম। এরপর বলেন ঃ ইয়াহুদীরা নিপাত যাক! আল্লাহ্ তাআলা যখন তাদের চর্বি খাওয়া (তাদের ওপর) হারাম করে দেন তখন তারা তা শোধন করে বিক্রি করে তার মূল্য খেত। (বুখারী, মুসলিম)

অনবিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচয়

٣٤٥ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ -

(৩৪৫) হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অভিজ্ঞতা ব্যতীত চিকিৎসক হয়, এক্ষেত্রে সে রোগীর মৃত্যু ও রোগ বৃদ্ধির কারণে দায়ী হবে। (আবু দাউদ, নাসাই)

যে কাজ থেকে বিরত থাকা উত্তম

٣٤٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ -

(৩৪৬) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার কোন মুসলমান ভাই যেখানে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানে (একথা জেনেও সেখানে অন্যজন) প্রস্তাব না দেয়, যতোক্ষণ না সে সেখানে বিয়ে করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। (বুখারী, মুসলিম)

যুলুমের নামান্তর

٣٤٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

(৩৪৭) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ স্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে টালবাহানা করা যুলুম। তোমাদের কাউকে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের থেকে ঋণ আদায়ের দায়িত্বে নিয়োগ করলে সে যেন সে দায়িত্ব পালন করে। (বুখারী, মুসলিম)

٣٤٨ - عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَةِ قَالَتْ مَرَّبِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا فِىْ جَوَارِ اَتْرَابٍ لِىْ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِيْنَ قَالَ لَعَلَّ اِحْدَاكُنَّ تَطُوْلُ اَيْمَتُهَا مِنْ اَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللّٰهُ زَوْجًا وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ

(৩৪৮) হযরত আসমা (রা.) বিনতে ইয়াযীদ আনসারিয়া (রা.) এর বর্ণনা –তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) একবার আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন সখীদের সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের সালাম দিয়ে বললেন ঃ তোমরা দাতা ও সহানুভূতিশীলদের অকৃতজ্ঞতা ও অমর্যাদা থেকে আত্মরক্ষা কর। তোমাদের একেকজন দীর্ঘদিন বাপ-মায়ের ঘরে অবিবাহিতা বসে থাক। এরপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্বামীর মত নিয়ামত প্রদানে ভূষিত করে সন্তানাদি দান করেন। স্বামীর দ্বারা কখনো সামান্য একটু আঘাত প্রাপ্ত হলেই সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা বলে থাক ঃ আমি তোমার থেকে কখনো সুব্যবহার পাইনি। (আদাবুল মুফরাদ)

যে কাজটি মিথ্যা বলে গণ্য হয়

٣٤٩ - عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ اِمْرَاةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ لِىْ جُنَاحٌ اَنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِى فَقَالَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَ زُوْرٍ ـ

(৩৪৯) হযরত আসমা (রা.)-এর বর্ণনা। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন সতীন রয়েছে।

স্বামী আমাকে যা কিছু দিয়ে থাকেন তার চাইতে অধিক পেয়েছি বলে সতীনের কাছে প্রকাশ করলে কি আমার গুনাহ হবে? মহিলার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ যে যা পায়নি তার থেকে বেশি পেয়েছি–বর্ণনাকারী মিথ্যার পোশাক পরিধানকারীর সমতুল্য। অর্থাৎ সে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলাম বহির্ভূত কাজ

٣٥٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

(৩৫০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

যে দুটি কাজ ধ্বংসের নামান্তর

٣٥١ - عَنْ اَبِى الْهَيَّاجِ الْاَسَدِىْ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لَا تَدَعْ تِمْثَالًا اِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ -

(৩৫১) হযরত আবু হাইয়াজ আসাদী এর বর্ণনা–তিনি বলেন, হযরত আলী (রা.) আমাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাচ্ছি যে কাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে পাঠিয়েছিলেন ঃ যেখানেই মূর্তি দেখবে তা ধ্বংস করে দেবে এবং যেখানেই কোন উঁচু কবর দেখবে তা মাটির সাথে সমান করে দিবে। (মুসলিম)

সর্বোত্তম ব্যক্তির দৃষ্টান্ত

٣٥٢ - عَنْ قُدَامَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيْلَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ -

(৩৫২) হযরত কুদামা (রা.) এর বর্ণনা। আমি কোরবানীর দিন নবী করীম (সা.)-কে সাদা একটি উটে আরোহণ করে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। সেখানে কোন জাঁক-জমক ছিল না। ছিল না কোন সরে যাও, সরে যাও এর ধ্বনি। (মিশকাত)

রাসূল (সা.)-এর নিষেধ

٣٥٣ - عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقُوْمَ الْاِمَامُ فَوْقَ شَئٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِىْ اَسْفَلَ مِنْهُ ـ

(৩৫৩) হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের নিচে রেখে ইমামকে উপরে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। (দারে-কুতনী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ হাদীসটি সালাতের ইমাম সম্পর্কে বর্ণিত ও প্রযোজ্য।

শেষ যমনার নিদর্শন

٣٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ يَدِى السَّاعَةِ تَسْلِيْمُ الْخَاصَّةِ وَفَشُوُّ التِّجَارَةِ حَتّٰى تُعِيْنَ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ وَقَطْعُ الْاَرْحَامِ وَفَشُوُّ الْعِلْمِ وَظُهُوْرُ الشَّهَادَةِ بِالزُّوْرِ وَكِتْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقِّ ـ

(৩৫৪) হযরত আবদুল্লাহ (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে–(১) বিশেষ ব্যক্তিদের কেবল সালাম প্রদান করা হবে। (২) ব্যবসা-বাণিজ্যের এতই বেশি প্রসার হবে যে, স্বামীর ব্যবসায় স্ত্রী সাহায্য করবে। (৩) নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। (৪) শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি সাধিত হবে। (৫) মিথ্যা সাক্ষ্য প্রকাশ পাবে এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করা হবে। (আদাবুল মুফরাদ)

٣٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو الْقَبِيْلَةَ مِنْ أَسْرِهَا وَرَجُلٌ يَنْفِيْ مِنْ أَبِيْهِ ـ

(৩৫৫) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা, নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ সর্বাপেক্ষা অপরাধী–(১) যে কবি, সাহিত্যিক, অর্থের বিনিময়ে সম্প্রদায় ও জাতিকে কোন দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করে। (২) যে সন্তান তার পিতাকে অস্বীকার করে। (আদাবুল মুফরাদ)

রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে ঘৃণিত কাজ

٣٥٦ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيْمَةُ يُدْعٰى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

(৩৫৬) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ নিকৃষ্টতম অলীমা হল সেটা যেখানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়। আর যে ব্যক্তি (কোন সংগত কারণ ছাড়াই) কারো দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীই করল। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল (সা.)-এর পরামর্শ

٣٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ اِمْرَاَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ اِمْرَاَتِىْ حَاجَّةً قَالَ اِذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ اِمْرَاَتِكَ ـ

(৩৫৭) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন অমুহরেম নারীর সাথে কোন পুরুষ যেন একাকী না থাকে এবং কোন মুহরেম পুরুষ সাথে থাকা ব্যতীত যেন কোন নারী ঘর থেকে বের না হয়। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে আর এদিকে আমার স্ত্রী হজ্বে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। (এ অবস্থায় কোন কাজে আমি অংশ নেব?) তিনি বললেন ঃ যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে গিয়ে তুমি হজ্ব পালন কর। (বুখারী, মুসলিম)

٣٥٨ - عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاطَقْتُنَّ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِاَنْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْنَا صَافِحْنَا قَالَ اِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ اِمْرَاَةٍ كَقَوْلِيْ لِامْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ -

(৩৫৮) হযরত উমাইয়া (রা.) বিনতে রুকাইকা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, মহিলাদের এক সমাবেশে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বাইআত গ্রহণ করি। তখন তিনি (সা.) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ তোমাদের থেকে আমি সে সব বিষয়ে বাইআত গ্রহণ করছি, যা তোমরা করতে পারবে। তখন আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের নিজেদের অপেক্ষা আমাদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল। আরো বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের বাইআত গ্রহণ করুন। অর্থাৎ–আমাদের সাথে মুসাফাহা করুন। তিনি বললেন ঃ আমার একশ' মহিলা থেকে মৌখিক বাইআত গ্রহণ করা একজন মহিলা থেকে মৌখিক বাইআত গ্রহণ করারই মত। (মুসনাদে আহমদ)

٣٥٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةُ اِذْ اَقْبَلَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ـ

(৩৫৯) হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর বর্ণনা ঃ একদিন তিনি এবং মাইমুনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে উপস্থিত হলে তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ তার থেকে তোমরা পর্দা কর। আমি বললাম ঃ সে তো অন্ধ, আমাদের দেখতে পায় না। তখন তিনি (সা.) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাঁকে দেখছ না? (তিরমিযী)

٣٦٠- عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ ـ

(৩৬০) হযরত উমর (রা.) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ একজন পুরুষ কোন নারীর কাছে নির্জনে একত্রিত হলে তাদের তৃতীয়জন হয় শয়তান। (তিরমিযী)

٣٦١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ إِلَى إِمْرَاَتِهِ وَتُفْضِىْ إِلَيْهِ يَنْشُرُ سِرَّهَا ـ

(৩৬১) হযরত আবু সায়ীদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে ক্বিয়ামতের দিনে নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তিও একজন। যে তার স্ত্রীর কাছে গমন করে এবং স্ত্রীও তার কাছে আগমন করে আর সে স্ত্রীর গোপন বিষয়গুলো অন্য লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম)

٣٦٢- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَاَمَرَنِىْ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِىْ ـ

(৩৬২) হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)কে কোন নারীর প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। (মুসলিম)

٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِىَ لَوْنُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِىَ رِيْحُهُ۔

(৩৬৩) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ পুরুষদের সুগন্ধী পরিবেশ মোহিত ও সুরভিত করবে এবং তার রং থাকবে উহ্য। আর নারীদের খোশবুর রং প্রকাশিত হবে এবং সৌরভ থাকবে উহ্য। (তিরমিযী)

জাহান্নামীর পরিচয়

٣٦٤ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَلْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ وَالَّذِىْ يَشِيْعُ بِهَا فِى الْاِثْمِ سَوَاءٌ۔

(৩৬৪) হযরত আলী (রা.) এর বর্ণনা ঃ যে অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার কথা বলে এবং যে তা প্রচার করে উভয়েই সমান গোনাহগার হবে।

٣٦٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ۔

(৩৬৫) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ প্রকৃতির (ধর্ম ইসলামের) উপর প্রতিটি শিশুই জন্মগ্রহণ করে।

এরপর তার পিতা-মাতা একে ইয়াহুদী, খৃষ্টান কিংবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। যেমন নাকি চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত চতুষ্পদ জন্ম দেয়। তোমরা কি তাতে কোন প্রকার খুঁৎ বা ত্রুটি দেখতে পাও? এরপর বলেন, "আল্লাহর প্রকৃতি যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয় না আল্লাহর সৃষ্টিতে এটাই হচ্ছে প্রকৃত ও সুদৃঢ় দীন"। (বুখারী, মুসলিম)

যেকাজে দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ নেই

٣٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ ـ

(৩৬৬) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমরা অচিরেই নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্যে লোভী হয়ে পড়বে। আর এজন্যেই তোমরা ক্বিয়ামতের দিন লজ্জিত হবে। সুতরাং কতই না সে নারী উত্তম যে দুধপান করায় আর কতই না সে নারী নিকৃষ্ট যে দুধ ছাড়ায়। (বুখারী)

অধিকার হরণকারীর ক্ষেত্রে

٣٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا قَدِ اَهَمَّتْهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلَّا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ وَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ـ

(৩৬৭) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, বনী মাখযুমের এক মহিলা চুরি করায় তার হাত কাটা যাবে। এ আশঙ্কায় কুরাইশ বংশের লোকেরা চিন্তিত হয়ে তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে সুপারিশ করার পরামর্শ করে, তারা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে উসামা ইবনে যায়েদ ব্যতীত সুপারিশের জন্যে আর কে যেতে পারবে? কেননা, সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খুবই প্রিয়। সুতরাং উসামা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এ প্রসঙ্গে কথা বললে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করে। তিনি (সা.) বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধি প্রয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ এ জন্যেই তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের ভদ্র লোকেরা চুরি করলে তাদের বিচার হত না। আর দুর্বলরা চুরি করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হত। আল্লাহ্র কসম মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তাহলে আমি তার হাত অবশ্যই কেটে দিতাম। (বুখারী, মুসলিম)

চুক্তির ক্ষেত্রে করণীয়

٣٦٨ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اٰبَائِهِمْ قَالَ اِلاَّ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

(৩৬৮) হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম সাহাবায়ে কিরামের সন্তানদের কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তাঁরা তাঁদের পিতাদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। শোন, যে ব্যক্তি চুক্তি করতে গিয়ে (অপর পক্ষের প্রতি) যুলুম করল, কিংবা অপর পক্ষকে ঠকাল, কিংবা তার উপর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপাল, অথবা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার অধিকার থেকে কিছু গ্রহণ করল, এসব ক্ষেত্রে আমি এ মযলুম ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করে ক্বিয়ামতের দিন বিতর্ক করব। (আবু দাউদ)

٣٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِيْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ اِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ ـ

(৩৬৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা ঃ খিয়ানত যে সমাজে প্রকাশ পায় সে সমাজের লোকদের অন্তরে আল্লাহ্ তায়ালা শত্রু ভয় প্রবেশ করিয়ে দেন। যিনা ব্যভিচার যে সমাজে প্রসার লাভ করে সে সমাজে মৃত্যু হার বেড়ে যায়। ওজন ও পরিমাপে যারা কম দেয় এরা রিযিকের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। হক বিচারের ফায়সালা যে সমাজে হয় না সে সমাজে রক্তপাত বৃদ্ধি পায়। আর যারা চুক্তিভংগ করে, আল্লাহ্ তাদের ওপর শত্রুকে বিজয়ী করেন। (মিশকাত)

অচিরেই যে রোগে মানুষ আক্রান্ত হবে

٣٧٠ - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعِىْ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعِى الْاٰكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا قَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ـ

(৩৭০) হযরত সাওবান (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ খাবার গ্রহণকারীরা যেমন একে অপরকে খাবার আসনের প্রতি

আহ্বান করে, তেমনি শত্রু সম্প্রদায়ও অচিরেই তোমাদের খাবার লোকমার মত তুচ্ছ জ্ঞান করে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। একথা শুনে এক লোক জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা সংখ্যায় কম হবার কারণেই কি এমনটি হবে? তিনি (সা.) বললেন ঃ না, বরঞ্চ তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশী হবে। তখন তোমাদের অবস্থা হবে প্লাবনের খড় কুঠার মত। শত্রুরা তোমাদের দেখে মোটেই ভীত হবে না। আর তখন তোমাদের অন্তরে ওয়াহানের রোগ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। একজন প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, ওয়াহান কি? তিনি (সা.) বললেন ঃ ওয়াহান হল দুনিয়া-প্রেম এবং মৃত্যু-বিতৃষ্ণা।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সফলতা ও কল্যাণ

সফরকারীর তিন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দেশ

٣٧١ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -

(৩৭১) হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে তখন তারা তাদেরই একজনকে যেন অবশ্যই নেতা বানিয়ে নিবে। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সুসংহত ও সুসংগঠিত জীবনের জন্য সংগঠনভিত্তিক শৃংখলা ও সাংগঠনিক পদ্ধতির অনুসরণে অভ্যস্থ হওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন। মানবিক ও পারস্পরিক কল্যাণে এটি একটি মহান ও মহৎ কাজ। এটা কোনক্রমেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় হতে পারে না। এজন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অপরিহার্য। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধভাবে তা পরিচালিত হয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ভীত এ উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। "ইসলামের জন্য জমায়াত বা সংগঠন একটি অপরিহার্য বিষয়। সংগঠনের অপরিহার্য হচ্ছে নেতৃত্ব। আর নেতৃত্বের জন্য আনুগত্য অপরিহার্য।" প্রাথমিকভাবে সামাজিক জীবনের জন্য একজন আমীরের প্রয়োজন। রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ ইমাম বা নেতা ঢালস্বরূপ, যাঁকে সামনে রেখে লড়াই করা যায় এবং আত্মরক্ষা করা যায়। মুসলমানগণের সংঘবদ্ধ জীবনের নেতারা আমীরের নির্দেশ মেনে চললে বিপদাপদে সাধারণত পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যই পাক কালামে বলা হয়েছে ঃ "মুসলিমগণ, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে থেকে যে উম্মুল আমর তার আনুগত্য কর।" বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ রাসূল (স) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হল সে আমারই

অবাধ্য হল।" এক্ষেত্রে শৃংখলাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যতই যোগ্যতার অধিকারী হোন না কেন সে এক্ষেত্রে কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে না। তাই দলীয় নেতা বা আমীরের এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ভীরুতা থাকা একান্তভাবেই প্রয়োজন। মূলত হাদীসের দিক নির্দেশনাও সে কেন্দ্রিক।

জামায়াত বদ্ধ জীবন-যাপন না করার পরিণাম

৩৭২ - عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ اِلَّا قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ -

(৩৭২) হযরত আবু দারদা (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন জংগলে বা জনবসতিতে তিনজন লোকও যদি একত্রে বাস করে অথচ সেখানে যদি নামাযের জামায়াত কায়েম না করা হয়, তবে শয়তান তাদের উপর অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করবে। অতএব তোমার দলবদ্ধ হয়ে থাকাই উচিত। কেননা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে সহজেই বাঘে খেয়ে ফেলে।

(আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ দলীয় জীবনের সংজ্ঞা হচ্ছে সংগঠন বা সংঘবদ্ধকরণ। এর পরিভাষিক অর্থ দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন। ইসলামী সংগঠনে দলীয় জীবনের ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। দলীয় জীবন সম্পর্কে সূরা আল ইমরানে বলা হয়েছে ঃ "তোমরা সংঘবদ্ধভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধর।" (১০৩)

দলীয় জীবন সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) বলেছেন ঃ 'দলীয় জীবন অর্থাৎ সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই আর আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই।' তাই মুসলমানগণকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে।

এককভাবে জীবনযাপন করার অধিকার কারো নেই। একক জীবন যাপনকারী শয়তানের শিকারে পরিণত হয়। দলীয়ভাবে জীবনযাপনের জন্য ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত হওয়া আল্লাহ্ রাসূলের সুস্পষ্ট আদেশ। আর এ

ক্ষেত্রে ঈমানের দাবী হচ্ছে সংগঠন ভিত্তিক জীবন-যাপন। বনের পশুরাও নানান ধরনের অনিষ্ট ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে দেখা যায় এবং এদেরও থাকে এক দল নেতা।

٣٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ـ

(৩৭৩) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে তোমাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব, সে সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন! এমন কি সে কবীরা গোনাহ করলেও প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে নামায পড়া তোমাদের জন্য ওয়াজিব, চাই সে সৎই হোক কিংবা অসৎই হোক এমন কি সে কবিরা গুনাহকারী হলেও। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জানাযা পড়া ওয়াজিব, সে সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন। এমন কি সে কবীরা গোনাহ করে থাকলেও। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যে কোন আন্দোলনে ও সংগঠনের প্রধান, একজন দিক নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্বের ভূমিকাও সে পর্যায়ের এবং নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিহার্য। নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাহিনী আবর্তিত হয়। নেতৃত্বের গুণাবলীই সংগঠন কর্মীদের উপর প্রতিফলিত হয়। ইসলামী নেতৃত্বকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলে তিনি হবেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। আলোচ্য হাদীসে নেতা সম্পর্কে যেসব বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে এতে নেতৃত্বের গুরুত্ব যে কত বিরাট তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং এ আদর্শেই এখানে রূপক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে একটি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

যে কাজ কোন অবস্থাতেই করা যাবে না

٣٧٤ - عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُّوْنَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُّوْنَ قَالَ لاَ ـ

(৩৭৪) হযরত বশীর (রা.) ইবনে খাসাসীয়া (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বললাম ঃ যাকাত বিভাগের নিযুক্ত কর্মচারীরা আমাদের প্রতি যাকাত আদায়ে বাড়াবাড়ি করে। এক্ষেত্রে তারা যে পরিমাণ বাড়াবাড়ি করে তাদের থেকে আমরা কি সে পরিমাণ সম্পদ গোপন রাখব? তিনি বললেন ঃ 'না'। (আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলাম একটি কল্যাণের ধর্ম। এখানে অকল্যাণ দিয়ে কল্যাণ গ্রহণ করার স্থান নেই। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি কারো উপর জুলুম করে সীমা অতিক্রম করে তার জন্য ইহ-পরকালের শাস্তির বিধান রয়েছে। তাই যাকাত আদায়কারীর বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ গোপন রাখা যাবে না–এটাই কল্যাণের ধর্মের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এতেই ইসলামী জীবনের মূল্যবোধের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

আনুগত্য তখনই পরিত্যাগ করা যাবে

٣٧٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ

(৩৭৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ মুসলমানের ওপর তার পছন্দ-অপছন্দ সর্ব বিষয়ে (আমীরের) আনুগত্য করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সে গোনাহর আদেশ দেয়। কিন্তু সে যদি কোন নাফরমানী ও গুনাহ সম্পর্কীয় কাজের আদেশ করে তাহলে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুসলমানদের যে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে তাঁকে হতে হবে সর্বদিক থেকেই আদর্শবান। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ রাসূল (স) বলেছেন ঃ "হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্বের পদপ্রার্থী হবার চেষ্টা করবে না। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রদত্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সহযোগিতা পাবে। আর প্রার্থী হয়ে নেতৃত্বপদ পেলে তোমার উপরই যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে।" আনুগত্যের অর্থ মান্য, মেনে চলা, আদেশ নিষেধ পালন করা, ফরমান ফরমায়েশ অনুযায়ী কাজ করা। এ বিষয়কে কুরআন হাদীসে এতায়াত বা আনুগত্য বলে। তবে প্রকৃত আনুগত্য হবে আল্লাহ্ ও রাসূলের এবং এর পরবর্তী নেতার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র দরবারে একজন সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে নেতার বিচার কাঠোরতর হবে। এ জবাবদিহি সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে অসচেতন কোন ব্যক্তি নেতৃত্ব পদলাভের আকাংখা পোষণ করবে এটা স্বাভাবিক নয়। যদি কোন ব্যক্তির কথা বা আচরণ থেকে সামান্য কুটিলতা রয়েছে প্রমাণিত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি অযোগ্য প্রমাণিত হবে এবং তার আনুগত্য তখন আর করা যাবে না। এজন্য ইসলামে স্বার্থন্ধ ব্যক্তি নেতৃত্বের পদলাভের প্রার্থী বিবেচিত হয় না।

এসব নেতৃত্ব শুধু দুনিয়ালোভী রাজনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

চুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা

٣٧٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا ـ

(৩৭৬) হযরত উমর ইবনে আউফ মুযানী (রা.) এর বর্ণনা, নবী করীম (সা.) বলেছেন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করা জায়েয। কিন্তু এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার করা যাবে না যা হালালকে হারামে পরিণত করে এবং হারামকে করে হালাল। মুসলমানরা তাদের চুক্তির শর্তাবলী পালন করবে। কিন্তু এমন কোন শর্ত গ্রহণ করা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে হারাম করে দেয়। (তিরমিযী)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঐক্য, সহনশীলতা, দয়া-মায়া, সেবা, পরোপকার ইত্যাদি নীতি-নিয়ম পালনের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে চুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। যদি কোন কাজে চুক্তি করা হয় তখন তা পালন করা ফরয হয়ে যায়। ইসলামী শরীয়তে চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতারণার স্থান নেই। আর চুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্, রাসূলের সীমারেখা অতিক্রম করা যাবে না এবং চুক্তি হলেই তা পরিপূর্ণরূপে পালন করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে।

পরকালে নেতৃত্বদানকারীকে যেভাবে জিজ্ঞেস করা হবে

٣٧٧ - عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَلِّى مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ لِنُصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِى النَّارِ .

(৩৭৭) হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল হল। কিন্তু এরপর তাদের খিদমত ও কল্যাণে কোন চেষ্টা ও তদবীর করল না, যতটুকু সে নিজের কল্যাণের জন্যে চেষ্টা ও তদবীর করে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন। (মু'জামুস সগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি নেতৃত্ব অথবা দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তার জন্য এ দলের কল্যাণ কামনা তার ফরয হয়ে দাঁড়ায়। দলীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে কোন কাজ কর্মেই তিনি সরে থাকতে পারেন না এবং দলীয় জনগণের যাবতীয় ভালমন্দ প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি কখনো কুণ্ঠিত হন না। এটাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলামী দল, সমাজ বা রাষ্ট্রের নেতার দায়িত্ব দ্বিমুখী একদিকে তাকে দায়ী থাকতে নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে আর অন্যদিকে দায়ী থাকতে হয় আল্লাহ্‌র কাছে। বস্তুত পৃথিবীর জবাবদিহির চেয়ে তার পরকালীন জবাবদিহি ভীষণতর। বুখারী শরীফের হাদীসে

উল্লেখ রয়েছে ঃ রাসূল (স) বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার তত্ত্ববধায়কের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। নেতা একজন তত্ত্ববধাক এবং সে জিজ্ঞাসিত হবে।"

٣٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِّى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِّى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ -

(৩৭৮) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, অতপর সে তাদের দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে, তার উপর তুমি দুঃখ-কষ্ট ও সংকীর্ণতা চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তুমি তার প্রতি রহমত প্রদর্শন কর। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ কথায় বলে যেমন কর্ম তেমন ফল। যে দেশের জনগণ আল্লাহ্‌র বিধিবিধান উপেক্ষা করে মনগড়া মতবাদে পরিচালিত হল আল্লাহ্ তায়ালা সে দেশে এমন শাসক নিয়োগ করবেন যে হবে সৈরাচারী। আর সে দেশের সুষ্ঠু কাঠামোতে বিপর্যস্ততা দেখা দেবে। এক কথায় সর্বাধিক থেকে জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রধান একটি ধর্ম নিরপেক্ষবাদী রাজনৈতিক দলের কথাই স্মরণ করা যেতে পারে।

٣٧٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ وَلِّى مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِهِ نَفْسَهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ -

(৩৭৯) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি মুসলমানদের কোন প্রকার দায়িত্ব নিয়ে ঠিক সেভাবে তাদের হিফাযত না করে যেমন ভাবে সে নিজের ও নিজ পরিবারের হিফাযত করে থাকে, তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। (মু'জামুস-সগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে দায়িত্বের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্-রাসূলের বিধিবিধানের অনুসরণ করে পার্থিব বিষয়সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা এবং এতে কোন প্রকার ভেদাভেদ করা চলবে না। যদি কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে বা সে প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে তাহলে সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে। যতগুলো কবীরা গুনাহ্ রয়েছে এর মধ্যে আত্মসাৎও অন্যতম একটি গুনাহ্।

٣٨٠ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلِّى مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِى النَّارِ -

(৩৮০) হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন সামষ্টিক বিষয়ের দায়িত্বশীল হয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মু'জামুস সগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুসলানদের একটি আদর্শ রয়েছে। যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি এ আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু কেউ যদি প্রতারণামূলতভাবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে, আত্মসাৎ, খিয়ানত ইত্যাদি জড়িত হয় সে ব্যক্তি আলোচ্য হাদীসের দৃষ্টিতে জাহান্নামে পতিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর নীতি

٣٨١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهٖ قَضَاءً فَاِنْ حَدَثَ اَنَّهٗ تَرَكَ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلٰى قَضَائِهٖ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ -

(৩৮১) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নীতি ছিল–যখন কোন ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে জানাযার জন্যে উপস্থিত করা হত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ এ ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধের জন্যে কি কোন সম্পদ রেখে গেছে? অতপর যদি বলা হত যে, সে ঋণ পশিোধের সম্পদ রেখে গেছে–তখন তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। এরপর আল্লাহ্ যখন তাঁকে অনেকগুলো দেশ বিজয়ের অধিকারী করালেন তখন তিনি বলেছেন ঃ আমি মুমিনদের প্রতি তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বশীল। অতএব যদি মুমিনদের কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যদি কেউ ধন-সম্পদ রেখে যায়, তাহলে তা হবে তার ওয়ারিশদের। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যে ব্যক্তি ইমাম হবেন তাঁকে অবশ্যই চারিত্রিক উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন হতে হবে, এক অর্থে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আইন-কানুন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং হতে হবে সুভাষণের অধিকারীও আর থাকতে হবে রাজনীতি ক্ষেত্রে জ্ঞানে দূরদর্শিতা। আর যার এগুলোতে পরদর্শিতা পাওয়া যাবে সেই হবে ইমামের যোগ্য অধিকারী। তাছাড়া আলোচ্য হাদীসে ইমাম নির্বাচনের জন্য যে বিষয়গুলো অবতারণা করা হয়েছে সেগুলো ইমামের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় হওয়া উচিত।

মর্যদার বৈশিষ্ট্য

٣٨٢ - عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَأَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا بِالسُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَلَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

(৩৮২) হযরত আবু মাসউদ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জনগণের ইমাম নিযুক্ত হবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক সুন্দর পাঠ করতে হবে। এ ব্যাপারে সকলেই সমঅধিকারী হলে সে ব্যক্তি তখন অগ্রসর হবে যে সুন্নাত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। এ ব্যাপারেও সবাই যদি সমান হয় সে ব্যক্তি তখন অগ্রসর হবে, যে হিজরতের দিক থেকে অগ্রবর্তী। আর এ ব্যাপারেও যদি সকলেই সমান হয়, তাহলে ইমাম হবে বয়স অনুপাতে যে বয়সে সকলের বড়। কোন ব্যক্তি যেন অপর কারো প্রভাব প্রতিপত্তির স্থানে ইমামতি না করে এবং অপরের ঘরে তার অনুমতি ব্যতীত যেন তার গদীর ওপর না বসে। (মুসলিম)

٣٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ تُرْفَعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَاةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ .

(৩৮৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোক রয়েছে। যাদের নামায তাদের মাথার এক বিঘত ওপরও ওঠে না। (১) এমন ব্যক্তি যে লোকদের ইমাম বা নেতা হয়েছে, কিন্তু লোকেরা তাকে পছন্দ করে না, (২) স্বামীর অসন্তুষ্টি নিয়ে যে নারী রাত যাপন করে, (৩) পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দু' মুসলমান ভাই।

(ইবনে মাজাহ)

নেতৃত্বদানকারীর ক্ষেত্রে করণীয়

٣٨٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْئَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا .

(৩৮৪) হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা.) এর বর্ণনা-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ নেতৃত্বের প্রার্থী হয়ো না। কারণ, যদি তুমি প্রার্থী হয়ে তা লাভ কর, তাহলে তুমি সে পদের প্রতি সমর্পিত হবে। আর না চাওয়ার পরও যদি নেতৃত্ব তোমার কাছে আসে, তাহলে তুমি সে দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ নেতৃত্বের প্রার্থী না হওয়া সম্পর্কে আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। নেতৃত্ব এবং দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মানুষ খুবই লালায়িত। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও এ থেকে বাদ যায় না। কেউ মেম্বার, চেয়ারম্যান, কমিশনার, মেয়র, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, সচিব ম্যানেজার, তত্ত্বরধায়ক বিচারক সর্বশেষ রাষ্ট্র প্রধান ইত্যাদির অভিলাষী। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যে হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে তাতে রাসূল (স) সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্বের পদপ্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রদত্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সহযোগিতা পাবে। আর প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব পদ পেলে তোমার উপর যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে।"

উপরোল্লেখিত বিষয়ে যারা দায়িত্ব গ্রহণ করে তারা যদি সঠিক পথে নিজেরা পরিচালিত না হয় পাদলোভী ব্যক্তি কোন দল বা রাষ্ট্রের নেতৃত্বপদ লাভ করে সে যেমন নিজকে বিনাশ করে তেমনি জনসাধারণকেও। যেমন আমাদের দেশে গজিয়ে উঠা ব্যাঙের ছাতার মত রয়েছে অনেকগুলো দল। এদের আদর্শ মূলত অকল্যাণেরই দিক নির্দেশক। এদের মুখরোচক প্রচারণায় জনগণ সরল সঠিক পথ পরিহার করে বিভ্রান্তির পথেই পরিচালিত হচ্ছে। কথায় বলে এক বকরীর তিন বাচ্চা দুটি খায় আর একটি দেখে লাফায়। আমাদের দেশের জনগণের অবস্থাও তদ্রুপ। ইসলাম বহির্ভূত রাজনীতির ক্ষেত্রেও নেতা ও জনগণের ক্ষেত্রে এ কথাটিও প্রযোজ্য। আর একশ্রেণী আছে পীরবাদের নামে ইসলামী রাজনীতি। এদের মূলত সঠিক আকীদাভিত্তিক সঠিক ইসলামী জ্ঞান না থাকায় সঠিক ইসলামী রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের পথে এরা বাঁধা স্বরূপ। বুখারী শরীফের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে ঃ রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ অদূরভবিষ্যতে তাঁর উম্মতের আত্মকলহের চিন্তা করেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, "অচিরেই তোমরা

নেতৃত্বপদের অভিলাষী হয়ে পড়বে। আর কিয়ামতের দিন এটা তোমাদের জন্য লজ্জা ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।" অতএব দায়িত্বশীলরা যেন এ হাদীসের মর্মার্থ দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে মনে রেখে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বা প্রার্থী হন।

٣٨٥ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَئَلَ وُكِّلَ اِلٰى نَفْسِهِ وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ مَلَكًا يُسَدِّدُ -

(৩৮৫) হযরত আনাস (রা.) এর বর্ননা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিচারকের পদ প্রার্থী হয়ে লাভ করে, তবে তাকে তার নফসের নিকট সোপর্দ করা হয়। আর যাকে এ পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তাকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে আল্লাহ্ ফিরিশতা নাযিল করেন।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ন্যায় বিচারকারীর মর্যাদা

٣٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ -

(৩৮৬) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিচারকের পদ প্রার্থী হয়ে এ পদ লাভের পর তার ন্যায়বিচার যুলুমের উপর বিজয়ী হয়–সে জান্নাতী হবে। আর যদি ন্যায়বিচারের উপর যুলুম বিজয়ী হয় তবে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। (আবু দাউদ)

٣٨٧- عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَكُوْنُوْنَ كَذَالِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ -

(৩৮৭) হযরত ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা যেমন হবে, তোমাদের ওপর সে রকম নেতা ও শাসকই চেপে বসবে। (মিশকাত)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ বাংলাদেশ স্বাধীনের পর যে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সে সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার গল্প শুনিয়ে মানুষকে ধর্ম নিরপেক্ষতায় পরিণত করে–দেশ থেকে ইসলামী তামুদ্দুনের প্রভাব-প্রক্রিয়া চিরতরে বিদায় করে অনৈসলামিক ক্রিয়া কলাপের সূচনা করে। আর এদেশের জনগণের বৃহত্তম একটা অংশ সে প্রভাবেরই প্রভাবাধীন। এর ফলে দেশময় নানান অশান্তি-অস্থিরতা বিরাজমান। হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণীতে সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

শেষ যমনায় শাসকবৃন্দের পরিচয়

৩৮৮- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَائُكُمْ سُمَحَائُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَائُكُمْ بُخَلَائُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا -

(৩৮৮) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের নেতা ও শাসকরা যখন উত্তম লোক হবে; তোমাদের স্বচ্ছল ও ধনী লোকেরা যখন দানশীল হবে এবং তোমাদের সামগ্রিক কাজকর্ম যখন পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হবে, নিশ্চয় তখন তোমাদের জন্যে পৃথিবীর উপরিভাগ নিম্ন ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের শাসকেরা হবে দুষ্ট ও অসৎ চরিত্রের; ধনীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের সামগ্রিক ক্রিয়াকর্মের দায়িত্ব নারীদের হাতে সোপর্দ করা হবে তখন যমীনের নিম্ন ভাগ তোমাদের জন্যে উপরিভাগ থেকে উত্তম হবে।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যে সমাজ বা রাষ্ট্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রাধান্য পায় সে খানকার মানুষ মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে পরিচালিত হবার জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই কল্যাণের পথে পরিচালিত থাকে এবং এতে তারা সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত হয়ে উত্তম প্রশিক্ষণ দান করে। এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই ঘুনে ধরা সমাজকে আঘাত হেনে ইসলামী ধ্যান ধারণাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের স্তম্ভ স্বরূপ হয়। সমাজ ও দেশে সৎ লোকের প্রাধান্য থাকলে সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল স্তরে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন সমাজ থেকে রাজনৈতিক জুলুম, ইসলামী ধ্যানধারণার অপপ্রচার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক ভেদাভেদ এবং অশ্লীলতা বিদূরিত হয়ে সর্বত্রই কল্যাণের প্লাবণ সৃষ্টি হয়ে অশান্তি আর অস্বস্তির অভিশাপ থেকে মানুষ পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয়।

যখন দেশের শাসন ক্ষমতা দুনিয়াপ্রেমী লোকদের হাতে চলে যাবে, ধর্মীয় বিধিবিধানের ক্ষতি সাধনের জন্য শাসক কর্তৃক কিছু দুশমন, মুনাফিক, ইসলামী ধ্যানধারণায় অনুপ্রবেশ করে সৎলোকগুলোর ব্যাপক ক্ষতি সাধনে তৎপর হবে। এরা মানুষের মধ্যে অহেতুক নানা ধরনের প্রশ্ন, ভিত্তিহীন কথা ইত্যাদির প্রচার ও গুজব ছড়িয়ে আদর্শবানদের প্রতি সাধারণ জনগণের মনে অশ্রদ্ধা, অনাস্থা ও বিতৃষ্ণা ভাব জাগিয়ে তোলবে। পার্থিব রাজনীতির ক্ষেত্রে এসব দুনিয়াপ্রেমিক ও মুনাফিকদের কথাবার্তা ও দিক নির্দেশনা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং এদের দ্বারা সংক্রামিত জীবাণু যাতে কোন কিছুই প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে প্রথম থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থও প্রায় একই ধরনের অবতারণা করা হয়েছে।

তিন প্রকার বিচারকের বৈশিষ্ট্য

৩৮৯ - عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحِكَمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ -

(৩৮৯) হযরত বুরাইদাহ্ (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ বিচারক তিন প্রাকারের এর মধ্যে এক প্রকার মাত্র জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক জান্নাতে যাবে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে সত্যকে জানতে পেরেছে এবং সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেছে। যে ব্যক্তি সত্যকে জেনেও অবিচার এবং অত্যাচার করেছে, সে জাহান্নামী হবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতাসহ জনগণের বিচার করেছে–সে ব্যক্তিও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মানুষ যখন কোন মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত হয় তখন ন্যায় সংগত ফয়সালার জন্য বিচারের প্রার্থী হয়। মহান আল্লাহ্ বিচারকে অত্যন্ত মর্যাদা দান করেছেন। অত্যন্ত সম্মানজনক পদবীতে ভূষিত করেছেন। কুরআন হাদীসে তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যদি মজলুম সুবিচারের আশায় বিচারকের কাছ থেকে অবিচার প্রাপ্ত হয় তখন আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে। যে বিচারক নিযুক্ত হবে সে কোন মহলের প্রভাবের প্রভাবাধীন হবেন না এক্ষেত্রে যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিচার ব্যবস্থা সর্বত্রই নড়বড়ে লক্ষ্য করা যায়। রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করাও নিষিদ্ধ। কোন বিচারকের মধ্যে যখন প্রজ্ঞার অপ্রতুলতা, অশুভ মনোভাব, নৈতিক অবক্ষয়, তাকওয়ার অভাব পরিলক্ষিত হয় আর তখনি তার অকল্যাণ ত্বরান্বিত ও পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় বিচারককে গুরুদায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান অপরিহার্য হয়ে যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "বিচারকগণ তিন ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার জান্নাতী হবে, আর দুই প্রকার জাহান্নামী হবে। যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি তা জানে এবং সে অনুসারে বিচারের সঠিক রায় দেয় সে জান্নাতে যাবে। আর যে বিচারক সত্য ও ন্যায় জানা সত্বেও (কোন প্রভাবে প্রভাবান্বিত ও উৎকোচ গ্রহণে) বিচারের রায় দেয় অর্থাৎ ন্যায় বিচার করে না এবং যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি জানেই না, অথচ বিচার করে, এরা উভয়েই জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাকেম)

হযরত ফুযাইল বিন আযায (রহ) বলেন, একজন বিচারকের উচিত একদিন বিচারকার্যে নিয়োজিত থাকা আরেকদিন নিজের জন্য আল্লাহ্র কাছে রোনাজারি করা। হযরত মোহাম্মদ বিন ওয়াসে (রহ) বলেন, 'কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম বিচারকদের ডাকা হবে।'

৩৯০ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَعَلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ ـ

(৩৯০) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যাকে লোকদের বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে, তাকে ছুরি ছাড়াই যবেহ করা হয়েছে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যে ব্যক্তি বিচারক নিয়োগ হবেন তাঁকে অবশ্যই ইসলামের সঠিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। ইসলামী আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে এবং তাঁকে বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুসারী হতে হবে। বিচারকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হবে আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক আদায় করা। এই অর্থে তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র ও নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর বান্দাদের সঠিক উপায় উদ্ভাবনে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। কলুষিত মনের ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করাকে ছুরি ছাড়া জবাই হওয়ার নামান্তর বলে উল্লেখ করে ইহপরকালীন ভয়াবহ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র সীমারেখা জেনেও এবং তা লংঘন করে না, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হন।

আল্লাহর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে

৩৯১ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَا تَاْخُذُكُمْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ـ

(৩৯১) হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) এর বর্ণনা–তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আত্মীয় এবং অনাত্মীয় সকলের উপরই সমানভাবে আল্লাহ্‌র বিধান প্রয়োগ কর। আর আল্লাহ্‌র বিধানের ব্যাপারে যেন কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার তোমাদের বাধা দিতে না পারে। (ইবনে মাজাহ)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ ইসলাম শান্তির এবং কল্যাণের ধর্ম। ইসলাম প্রবর্তিত বিধি-বিধানে কেউ ছোট বড় নয় এবং এ ক্ষেত্রে আত্মীয়-অনাত্মীয়ও কার্যকর নয়। একজনের জন্য এক ব্যবস্থা, আরেকজনের জন্য অন্য ব্যবস্থা এটা ইসলামে

স্বীকৃত নয়। এজন্য রাসূল (সা.) আহলে বাইতকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা আহলে বাইত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র আযাব থেকে তোমাদেরকে আমি রক্ষা করতে পারব না।" এতেই অনুমান করা যেতে পারে যে আল্লাহ্র বিধানের ক্ষেত্র কার জন্য কতটুকু। ন্যায় সংগত বিধিবিধান কার্যকর করতে গিয়ে—কোন প্রভাবশালী মহলের, তিরস্কারকারীদের বাধাবিপত্তি, ভয়-ভীতি ইত্যাদির তোয়াক্কা করা যাবে না। যদি কেউ তখন অপারগ হয় তখন দ্বিধাহীন চিত্তে উল্লেখ করে বিরত থাকলে অন্যায়ের পথ অবলম্বন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। যদিও এটা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ। চোরের হাতকাটার ব্যাপারে রাসূল (স) বলেছেন ঃ চুরের হাত কাটতে হবে এটাই বিধান। তিনি বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে বলেন ঃ "আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করছি তা হলে তার হাতও আমি কেটে দিতাম।" (নাসাঈ)

٣٩٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ بَيْتِهَا فَدَعٰى وَصِيْفَةً لَهُ اَوْ لَهَا فَاَبْطَأَتْ فَاسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِهِ فَقَامَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِلَى الْحِجَابِ فَوَجَدَ الْوَصِيْفَةَ تَلْعَبُ وَمَعَهُ سِوَاكٌ فَقَالَ لَوْلَا خَشْيَةُ الْقَوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاَوْجَعْتُكِ بِهٰذَا السِّوَاكِ -

(৩৯২) হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) এর বর্ণনা। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ঘরে তিনি তাঁর একজন পরিচারিকাকে ডাকলে সে আসতে বিলম্ব হল। এতে রাগে তাঁর মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণ ধারণ করল উম্মে সালামাহ উঠে এসে পর্দার কাছে এসে দাঁড়ালেন, দেখতে পেলেন—পরিচারিকাটি খেলায় নিমগ্ন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ওকে বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যদি কেসাসের আশংকা না থাকত তবে এ মিসওয়াক দ্বারাই তোমাকে পেটাতাম। (আদাবুল মুফরাদ)

٣٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ اِلَّا الْحُدُوْدَ -

(৩৯৩) হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মর্যাদাবানদের ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবে। সাবধান! আল্লাহ্র নির্ধারিত শাস্তি লংঘন করা যাবে না। (আবু দাউদ)

বাদী-বিবাদীর করণীয়

٣٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْخَصْمَيْنِ يُقْعَدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ -

(৩৯৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন : বাদী ও বিবাদী উভয়কে বিচারকের সামনে (একত্রে) বসতে হবে। (মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ)

হাদীসের মর্মার্থ : আমরা এখানে আলোচনা করে সামাজিক এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় সংগঠিত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে। এরূপ জীবন ব্যবস্থায় সাধারণত দুর্বলের উপর বিচার ব্যবস্থায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানা হয়। কখনো এক তরফা বিচার করা হয়, যা আল্লাহ্ রাসূলের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ বলে স্বীকৃত হয় এবং এতে হক বিচার না করা পরিণামে বিচারক, স্বাক্ষী, সমর্থক এরাও জাহান্নামে প্রবেশের উপযোগী হয়। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এ বিষয়ে আর অধিক অগ্রসর হওয়া সমুচীন মনে করলাম না। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলেই এ দিকটার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাবে।

٣٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ -

(৩৯৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যদি লোকদের দাবী অনুযায়ী ফয়সালা করা হয়, তাহলে প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পদের দাবীদার পাওয়া যাবে (এবং এমন কেউ থাকবে না যার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে)। সে জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হলফ করার অধিকার থাকবে। (মুসলিম)

٣٩٦ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَاِنَّ الْاِمَامَ يُخْطِئُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ -

(৩৯৬) হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ শরয়ী দন্ড কার্যকর করার ব্যাপারে মুসলমানদের থেকে যতটা সম্ভব রেহাই দেয়ার পথ তালাশ করবে। যদি রেহাইর কোন পথ পেয়ে যাও, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পথ পরিষ্কার করে দাও। কারণ, আমীরের পক্ষে ভুলবশত বেকসুর ব্যক্তিকে দন্ড দেয়া অপেক্ষা ভুলবশত অপরাধীর দন্ড মওকুফ করাই উত্তম। (তিরমিযী)

যুদ্ধাভিযানে ইসলামী আদর্শ

٢٩٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْطَلِقُوْا بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيْرًا وَلَا اِمْرَاَةً وَلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَاَصْلِحُوْا وَاَحْسِنُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ -

(৩৯৭) হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (স্না.) বলেছেন ঃ (শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে) আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, তাঁর সাহায্যের উপর ভরসা করে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বের হয়ে পড়। অক্ষম, বৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং নারীদের উপর হাত উঠাবে না। গণীমতের সম্পদ এক জায়গায় একত্রিত করবে। সততা ও সহানুভূতির পথই অবলম্বন করবে। কেননা আল্লাহ্‌ সহানুভূতিশীলদের ভালবাসেন।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ মুসলমানের প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ভরসাই প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে। যুদ্ধ যদিও এতে জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত থাকে তবুও এক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত বিজয়ের লক্ষ্যে আল্লাহ্ ভরসা অপরিহার্য। এতে যদি বিফলতা আসে তাতেও মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারেনা।

সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহ পাঠ করেন হযরত সোলায়মান (আঃ)। তিনি রাণী বিলকিসকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে পত্রের সূচনাতেই লিখেন ঃ "ইন্নাহু মিন সুলায়মানাওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।" (সূরা নমল ঃ ৩০)

"বিসমিল্লাহ" ইসলাম ধর্মের সহজ সরলতা ও পূর্ণাঙ্গতার প্রতীক। ইসলাম একটি সহজ সরল শরীয়ত বা জীবন বিধান নিয়ে এসেছে। যাতে রয়েছে–স্বল্প কষ্ট, অধিক সওয়াব। ইসলাম ধর্মের ইবাদতসমূহ অতি সরল ও সহজ। আল্লাহ্র ইবাদত করতে গিয়ে দুনিয়াকে বাদ দিতে বলা হয়নি বরং ইসলাম এমন একটি সুন্দর পন্থা প্রদর্শন করেছে, যাতে দুনিয়ার কাজ কর্মও ধর্মীয় কাজে পরিণত হতে পারে। দুনিয়ার কাজে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র যিকরে নিমগ্ন থাকে তাহলে সে আল্লাহ্র দিদার লাভ করতে পারে। রাসূল (স) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মক্ষেত্রে এমন সুন্দর কতিপয় ছোট বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা পড়তে মানুষের পার্থিব কাজেও ক্ষতি বা ব্যাঘাত সৃষ্টি ও দৈহিক পরিশ্রমও হয় না। যাতে সে সর্বদা আল্লাহ্র যিকরে নিমগ্ন থাকতে পারে। আবার এমন কতকগুলো দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন যা পাঠ করলে মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার সকল প্রকার সফলতার দ্বার খোলে যায়। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষাই এ ধর্মের সত্যতাই বহন করে। কেননা ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে বান্দার সুসম্পর্ক স্থাপন করা। ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণে লিপ্ত রাখে। এর ফলে কখনো কখনো অজান্তেই তার দ্বারা ধর্মীয় কাজ সাধিত হয় এবং তাতে ইহপরকালের মঙ্গল বয়ে আনে। ইসলামী শিক্ষাসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষের কাজকর্ম, উঠাবসা সকল ক্ষেত্রেই বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা এবং এর ফলাফল অত্যন্ত বরকতময় যা ইহপরকালের সফলতার চাবিকাঠি। মানুষ যখন খাদ্যের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে তখন তার সামনে এ কথাই ফুটে উঠে যে খাদ্যের যে টুকরা বা লোকমাটি মুখে দেয় এতে আল্লাহ্র নির্দেশ রয়েছে। রাসূল (স) এ বাস্তব সত্য বুঝাতে গিয়ে মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছেন ঃ তারা বাহনে

আরোহনের পূর্বে পড়বে "বিসমিল্লাহে মাজরেহা ওয়া মুরছাহা" অর্থাৎ আল্লাহ্র নামেই গতি ও স্থিতি। (সূরা হুদ ঃ ৪১) রাসূল (স) বলেছেন ঃ যেসব উল্লেখযোগ্য কাজে বিসমিল্লাহ বলা হয় না তা বরকতহীন হয়ে যায়। যারা বিসমিল্লাহ বলতে অনীহা প্রকাশ করবে তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর কারণে বহু প্রকার বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ বিসমিল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের একটি বরকতময় আয়াতের অংশবিশেষ।

ইসলামে যুদ্ধাভিযানে আল্লাহ্-রাসূল যে সব করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন সেগুলো সৈনিকদের জন্য অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। এ আদেশের বাড়াবাড়ি করা চলবে না। অক্ষম, বৃদ্ধ নর-নারী, ছোঁট শিশু এবং নারীদের উপর অত্যাচার করা চলবে না। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও মহিলা এবং যুবতীদের সম্ভ্রমহানী মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এর জন্য ইসলামে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় ইসলাম যুদ্ধবস্থায়ও কত কল্যাণের ধর্ম। আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ক্ষেত্রে সৈনিকদের বলা হয়েছে –তারা যেন এসব সম্পদ একত্রিত করে জমা দেয় এবং যাকাত তহবিল থেকে আত্মসাৎ করা কবীরা গুনাহ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা তাওবা) যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, সে কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত সম্পদ সাথে নিয়ে উপস্থিত হবে। (সূরা ঃ আলে- ইমরান)

এ প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি ঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমরা এক যুদ্ধাভিযান শেষে ওয়াদী নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলাম। এ সময় রাসূল (স) এর সাথে বনি জুযামের এক ব্যক্তির দেয়া একটি ভৃত্য ছিল। সে রিফায়া বিন ইয়াযীদ নামে পরিচিত ছিল এবং সে রাসূল (স)-এর উষ্ট্রাবহরে অবস্থান করা অবস্থায় একটি নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করলে আমরা সবাই রাসূল (স)-কে বললাম ঃ লোকটি কিরূপ সৌভাগ্যবান, সে শাহাদাতবরণ করেছে। তখন রাসূল (স) বললেন, "কখনো নয়, যে আল্লাহ্র কুদরতী হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, সে গনিমতের একটি কম্বল তুলে নিয়েছে। অথচ এটা তাকে সরকারীভাবে বিতরণ করা হয়নি। এ কম্বল তার দেহে আগুন হয়ে জ্বলবে।" (তথ্যসূত্র ঃ মোহাম্মদ শামসুজজামান ঃ সহীহ আমলে নাজাত)।

ইসলামে চুক্তি সংক্রান্ত বিধান

٣٩٨ - عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتّٰى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ وَلَا غَدْرَ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَاَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ اَمَدُّهُ اَوْ يَنْبِذُ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ ـ

(৩৯৮) হযরত সুলাইম ইবনে আমের এর বর্ণনা। তিনি বলেন, হযরত মুআবিয়া (রা.) ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া (রা.) তাঁর বাহিনীসহ রোম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেই তিনি তাদের আক্রমণ করবেন। পথিমধ্যে এক ঘোড়সওয়ার তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, চুক্তি রক্ষা কর, চুক্তি ভংগ কর না। তাঁর দিকে তাকাতেই মুআবিয়া (রা.) দেখেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রা.)। মুআবিয়া (রা.) বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি ঃ যার সাথে কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি হয়, তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোন পরিবর্তন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। এ হাদীস শুনে মুআবিয়া (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন।

হাদীসের মর্মার্থ ঃ যদি কোন বিষয়ে চুক্তি করা হয় তখন তা রক্ষা করা মুসলামনদের জন্য ফরয হয়ে যায়। যুদ্ধের চুক্তিও এরি নামান্তর। যে কারণে হযরত মুয়াবিয়া (রা) রোম সাম্রাজ্য দখলের পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও চুক্তির কারণে তা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যেতে পারে।

সর্বাবস্থায় কোরআনের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে

٣٩٩ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَاْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اِلَّا اَنَّ رَحَى الْاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اِلَّا اَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ اِلَّا اَنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ فَقَتَلُوْكُمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نَشَرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحَمَلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

(৩৯৯) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ দান-উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা দান-উপঢৌকন থাকে। কিন্তু তা যদি দীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায়ে পৌঁছে, তাহলে তা কিছুতেই গ্রহণ করা যাবে না। সম্ভবত, তোমরা তা পরিত্যাগ করতে পারবে না। দারিদ্র ও অনশন গ্রহণে তা করতে তোমাদের বাধ্য করবে। জেনে রেখো, ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরছে। সাবধান!। তোমরা কুরআনের সাথে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা সহসাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তখন তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের আদর্শ পরিত্যাগ করবে না। সাবধান! সহসাই দেখবে এমন সব লোক তোমাদের শাসক হবে, তারা তোমাদের শাসন করবে। তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে গোমরাহীর পথে নিয়ে যাবে। আর যদি তাদের সমর্থন না কর, তাহলে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রশ্ন করেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তখন কি করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা তখন তাই

করবে, যা করেছিল ঈসা (আ) এর সহচরবৃন্দ। তাদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছিল এবং শূলবিদ্ধ করে মারা হয়েছিল। আল্লাহ্র নাফরমানী করে জীবনধারণ অপেক্ষা তাঁর অনুগত থেকে জীবন দান করাই উত্তম।

(আল মু'জামুস সগীর)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ হাদীস গ্রন্থসমূহে দান, উপঢৌকন বা হাদিয়া, তোয়াফাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে ঃ আমাদের দেশে হাদিয়া, তোয়াফাহ্ নামে সরকারী, বেসরকারী কর্মচারীদের হাতে জনগণের ভোগান্তির সীমা নেই। প্রতিপদেই এসব অসৎ কর্মচারীর হাতে প্রতিনিয়তই সাধারণ জনগণ নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন। এরা ঘুষ প্রথা ও অসৎ পন্থায় সরকারী-বেসরকারী সম্পদের অপব্যবহার ও আত্মসাত করে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে বিলাসী জীবন যাপন করছে। এসব কাজ এরা সবদিক থেকে এমন নিখুঁতভাবে করে রেখেছে যে তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এরূপ দৃষ্টান্ত কোটি কোটি রয়েছে। এদের আয়-ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ্ ও রাসূল কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। এরা কুরআন হাদীসের বাণীর বহির্ভূত জীবন-যাপন করে। এর অর্থ হচ্ছে এদের পরকালীন জীবন অত্যন্ত ভয়াবহ। মানব জাতির সুখ-শান্তির জন্য আল্লাহ্ তাঁর নবীর মারফত ইসলামী জীবন বিধান প্রেরণ করেছেন এবং এটা যতক্ষণ পর্যন্ত জমীনে প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ কোন দেশের জনগণ তা সক্রিয়ভাবে তা গ্রহণ না করাই উচিত। এটাই আল্লাহ্র বিধান। তাই সত্যিকার মুসলমানদের একটি দল দেশের সর্বস্থরে জনগণের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শকে নানাভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলাম মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান কিভাবে দিতে পারে তা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ্ অন্যের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করাকে পছন্দ করেন। মহান আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেছেন ঃ "তার কথার চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে. যে মানুষকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করে।" মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে এক চরম সংকটাপন্নকাল অতিক্রম করছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে নানামুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের মূর্ত প্রতীক। অথচ সে ইসলামকে মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ হিসেবে চিহ্নিত করে এর অনুসারী মুসলিম নর-নারীদের উপর চালান হচ্ছে বর্বরতম জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন। এতে সক্রিয় রয়েছে এক

শ্রেণীর নামধারী মুসলমান। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ কলেমায় বিশ্বাসী, মানবতায় বিশ্বাসী সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা। মুসলিম উম্মাহ যতদিন কুরআন-হাদীসকে আঁকড়ে ধরেছিল ততদিন তারা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে দিকনির্দেশনা দান করেছে। আমাদের দেশে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল রাজনীতির নামে দেশে সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে আসছে যা ধর্ম, দেশ এবং জনগণের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ স্বরূপ। ইসলাম সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিবর্তে সৌহার্দমূলক পরিবেশে উন্নয়নমূলক রাজনীতি ও কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। ইসলামী আন্দোলনে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত দ্বীনের বিজয় আশা করা যায় না। তাই তাদের কাছে এসব আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে। আজ আমরা এক বকরীর তিন বাচ্চার কিস্সার মত–অকল্যাণকর রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়ে অন্ধের মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছি, আর হতাশায় ভোগছি। এখনো ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অপহরণ, ছিনতাই, ডাকাতি, নিরক্ষরতা ইত্যাদি সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। তাই ইসলামী আইন প্রবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহ্ভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পর্যায়ক্রমে এসব সমাধান সম্ভব।

٤٠٠ - عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلاَثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ -

(৪০০) তামীম দারী (রা.)-এর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ দীন হল কল্যাণ কামনা। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম ও নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য। (মুসলিম)

হাদীসের মর্মার্থ ঃ এ উদ্দেশ্য সম্পাদনে ব্রতী ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানের পর দ্বিতীয় যে আপরিহার্য গুণটি থাকতে হবে তা হচ্ছে, দ্বীনের ভিত্তিতে সে জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তার উপর নিজেদেরকে অবিচল ঈমান রাখতে হবে। এ

জীবন ব্যবস্থার সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় থাকবে না। এ ব্যাপারে তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ণরূপে এতে নিমগ্ন রাখতে হবে। সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমান অবস্থায় মানুষ এসব কাজ করতে পারে না। মানসিক সংশয় এবং বিশৃংখল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যাদের মন দোদুল্যমান, চিন্তা চেতনা একাগ্র নয়, চিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন পথকে বিভ্রান্ত করে অথবা করতে পারে, সে ধরনের কোন লোক এসব কাজের উপযোগী হয় না। যে সব ব্যক্তি এসব কাজ সম্পন্ন করবে তাকে নিঃসংশয়চিত্তে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের উপর অবিচল ঈমান আনয়ন করতে হবে এবং কুরআনে বর্ণিত আখিরাতের চিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে অবিকল সেভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্য পথ এবং এর বিরোধী বা এর সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রত্যেকটি পথই ভ্রান্ত। তাকে বিশ্বাস করতে হবে মানুষের যে কোন চিন্তা চেতনা যে কোন পদ্ধতি যাচাই করার একটি মানদণ্ড আছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গঠনের জন্য এ সত্যগুলোর উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং চিন্তার পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করতে হবে। যে সব ব্যক্তি এ ব্যাপারে সামান্যতম দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজ করে অথবা এখনো অন্যান্য পথের প্রতি আগ্রহশীল তার উচিত অগ্রসর হবার আগে নিজের এ দুর্বলতার চিকিৎসা করা যা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

সমাপ্ত